প্রথম আলো
Prothom Alo North America
Thursday, 22 May 2025, 9th Year, Issue 427, 40 Pages
বৃহস্পতিবার, ২২ মে এপ্রিল ২০২৫, ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, ২৪ জিলকদ ১৪৪৬, ৯ম বর্ষ, সংখ্যা ৪২৭, পৃষ্ঠা ৪০

২২ মে ডেট্রয়েটে শাকিরার কনসার্ট পৃষ্ঠা ২২

নিউইয়র্ক গভর্নর নির্বাচনে হোকুল বনাম স্টেফানিক? পৃষ্ঠা ২৪

পাঁচ বছরে আমেরিকায় গিয়ে ফেরেননি ২৫ লাখ মানুষ

বিশেষ প্রতিনিধি

ভ্রমণের অনুমতিপত্র নিয়ে আমেরিকায় গিয়ে নির্ধারিত সময় শেষে আর ফিরে আসেননি এমন মানুষের সংখ্যা গত পাঁচ বছরে প্রায় পঁচিশ লাখ। যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র নিরাপত্তা দপ্তরের (ডিএচএস) প্রকাশিত তথ্যে দেখা গেছে, ২০১৯ সাল থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে এই সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে।

প্রতিবছর ডিএচএস যে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেখানে দেখা যায়, অনেকেই নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হলেও দেশে ফিরে যান না। ফলে যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে বসবাসকারীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ২০১৯ সালে প্রায় সাত লাখ মানুষ সময় পার হলেও ফিরে যাননি। ২০২০ সালে এ সংখ্যা ছিল ৬ লাখ ৮৪ হাজারের বেশি।

২০২২ সালে সংখ্যাটি বেড়ে দাঁড়ায় ৮ লাখ ৫৩ হাজারে, যা আগত ব্যক্তিদের ৩.৬৭ শতাংশ। ২০২৩ অর্থবছরে অনুমোদিত সময়ের পরে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকারী ভিজিটরের সংখ্যা ছিল ৫ ল্খ ৬৫ হাজার ১৫৫ জন, যা মোট আগত ভিজিটরের ১.৪৫ শতাংশ। ২০২৪ ও ২০২৫ অর্থবছরের জন্য

এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২

সামার এসে গেছে সামার। বাড়ির আঙিনায় বা বেকইয়ার্ডে চলছে সবজি বাগান করার মৌসুম। তাই নিউইয়র্কের রাস্তায় বিক্রেতারা ফুল কিংবা সবজির চারা বিক্রি করছেন। ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার থেকে তোলা। ছবিটি **তুলেছেন** মনজুরুল হক।

সিডিপেপ নিয়ে নতুন বিল একাধিক প্রতিষ্ঠানকে সুযোগ দেওয়ার প্রস্তাব

নিউইয়র্ক

আইনপ্রণেতারা একটি নতুন বিল পেশ করেছেন, যা প্রতিবন্ধী ও বয়স্কদের সিডিপেপ পরিচালনায় একাধিক কোম্পানিকে অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ তৈরি করবে।

বিশেষ প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক রাজ্যের আইনপ্রণেতারা এই সপ্তাহে একটি নতুন বিল পেশ করেছেন, যা প্রতিবন্ধী ও বয়স্ক নিউইয়র্কবাসীদের জন্য পরিচালিত ৯ বিলিয়ন ডলার মূল্যের মেডিকেইড কর্মসূচি কনজিউমার ডিরেক্টেড পার্সোনাল এসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম (সিডিপেপ) পরিচালনার জন্য একাধিক কোম্পানিকে অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ তৈরি করবে।

বর্তমানে সিডিপেপ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা একমাত্র প্রতিষ্ঠান পাবলিক পার্টনারশিপ এলএলসি (পিপিএল) গত ১ এপ্রিল থেকে কর্মসূচিটির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেওয়ায় এই নতুন আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বিলটির পেছনে রয়েছেন স্টেট সিনেট স্বাস্থ্য কমিটির চেয়ার গুস্তাভো রিভেরা এবং অ্যাসেম্বলি স্বাস্থ্য কমিটির চেয়ার অ্যামি পলিন।

নতুন প্রস্তাবিত আইন অনুযায়ী, 'ফিসকাল ইন্টারমিডিয়ারি' নামে ছোট আকারের এক নতুন শ্রেণির প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হবে, যারা রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে অনুমোদন নিয়ে বা নির্দিষ্ট কিছু স্বাধীন লিভিং সেন্টারের সঙ্গে কাজ করে সিডিপেপ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিতে পারবে। এতে করে সেবাগ্রহীতারা পছন্দ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান বেছে নেওয়ার সুযোগ পাবেন।

সিনেটর রিভেরা বিবৃতিতে বলেন, 'এই বিলটি আমি সমর্থন করছি। কারণ

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

প্রবাসীদের শঙ্কা, ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশের অর্থনীতি

রেমিট্যান্সে ট্যাক্স প্রস্তাব

অবৈধ অভিবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের উপর ৫ শতাংশ হারে কর আরোপের প্রস্তাব। এতে অর্থনীতি ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে

- যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রস্তাব অভিবাসীদের জীবন ও অভিবাসীনির্ভর দেশের অর্থনীতিতে মারাত্মক প্রভাব ফেলবে।
- রেমিট্যান্সের উপর কর আরোপ হলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো।

ইব্রাহীম চৌধুরী

নিউইয়র্কে বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশি আবুল কালাম ১৫ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে আছেন। নিউ জার্সির একটি রেস্তোরাঁয় কাজ করেন দৈনিক ১০-১২ ঘণ্টা। নিজের খরচ বাঁচিয়ে প্রতি মাসেই কিছু ডলার পাঠান গ্রামের বাড়িতে, সিলেটের একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে। তার পাঠানো অর্থেই চলে গ্রামের বাড়ির সংসার, মেয়ের পড়াশোনা, ছোট ভাইয়ের ওষুধ। পরিবারে তিনজন নির্ভরশীল — সবাই রেমিট্যান্সনির্ভর।

কিন্তু সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে প্রস্তাবিত একটি আইনের খবরে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন আবুল কালাম। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রিপাবলিকান আইনপ্রণেতারা অবৈধভাবে বসবাসরত অভিবাসীদের পাঠানো অর্থ বা রেমিট্যান্সের উপর ৫ শতাংশ হারে কর আরোপের প্রস্তাব তুলেছেন। শুধু তাই নয়, ট্রাম্প আরও একধাপ এগিয়ে রেমিট্যান্স পুরোপুরি বন্ধের জন্য একটি প্রেসিডেনশিয়াল মেমোরেন্ডামও চূড়ান্ত করার কথা বলেছেন। এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে শুধু বাংলাদেশ নয়, গোটা দক্ষিণ এশিয়ার অভিবাসীনির্ভর অর্থনীতি ঝুঁকির মুখে পড়বে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হচ্ছে রেমিট্যান্স। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স এসেছে প্রায় ২৪ বিলিয়ন ডলার, যার বড় একটি

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

অধ্যাপক ইউনূস 'পদত্যাগের বিষয়ে ভাবছেন' : নাহিদ

বিবিসি বাংলা

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস পদত্যাগ করতে পারেন এমন খবর পেয়ে তার সঙ্গে দেখা করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় গিয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন মি. ইসলাম।

তিনি বলেন, "দেশের চলমান পরিস্থিতি, স্যারেরতো পদত্যাগের একটা

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি অভিবাসী তিন লক্ষ

বলছে পিউ রিসার্চ সেন্টার

বিশেষ প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশির সংখ্যা নিয়ে সঠিক কোনও তথ্য কারো কাছে নেই। বেসরকারি হিসেবে এ সংখ্যাকে পাঁচ থেকে সাত লাখের মতো বলা হয়ে থাকে। যদিও এসবের সমর্থনে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রমাণ নেই। মার্কিন গবেষণা প্রতিষ্টান পিউ রিসার্চ সেন্টার বলছে, ২০২৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিয়েছেন আনুমানিক ৩ লাখ মানুষ। সম্প্রতি প্রকাশিত বিশ্লেষণী প্রতিবেদনটি

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

ফোবানায় বিভক্তি, নেপথ্যে 'আমন্ত্রণ' বাণিজ্য

উত্তর আমেরিকা অফিস

এক সময় উত্তর আমেরিকায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের সবচেয়ে বড় ঐক্যের প্রতীক ছিল ফোবানা। বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকা। সংস্কৃতি, সমাজ, ঐতিহ্য আর পরিচয়ের মেলবন্ধনে যাত্রা শুরু করেছিল এই প্ল্যাটফর্ম। কিন্তু সেই স্বপ্নের ফোবানা আজ ভেঙে গেছে কয়েক টুকরোতে। যাকে ঘিরে আজকের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু শুধুই বিভক্তি, বাণিজ্যিক স্বার্থ আর ব্যক্তিকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব।

১৯৮৭ সালে ওয়াশিংটন ডিসিতে বিশ্বব্যাংকের একটি ক্ষুদ্র অডিটোরিয়ামে শুরু হয়েছিল ফোবানার পথচলা। 'অদম্য বাংলাদেশে অবাক বিশ্ব' স্লোগান নিয়ে শুরু হওয়া এই প্ল্যাটফর্মটি তখন ছিল জাতীয় সংস্কৃতির আন্তর্জাতিক বিকাশের একটি বিরল উদাহরণ। দেশের সংস্কৃতি ও ইতিহাসের সঙ্গে নতুন প্রজন্মকে যুক্ত রাখার পাশাপাশি বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের পরিচয় তুলে ধরাই ছিল এর লক্ষ্য।

তবে সময়ের সাথে সাথে সেই মহৎ উদ্দেশ্য চাপা পড়ে গেছে ক্ষমতার লোভ, ব্যক্তিস্বার্থ এবং আর্থিক লেনদেনের জালে। বর্তমানে ৫ থেকে ৬টি ভাগে বিভক্ত হয়ে ফোবানার নামে অনুষ্ঠান আয়োজন করা হচ্ছে। বছর বছর তৈরি হচ্ছে নতুন পক্ষ। মূলত একেকজন আয়োজক নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তির বলয়ে কয়েকজনকে নিয়ে দল গড়ে সম্মেলনের ঘোষণা দিচ্ছেন। এসব আয়োজনে অনেক সময় সংস্কৃতি নয়, বরং মুখ্য হয়ে উঠছে আর্থিক লেনদেন—বিশেষ করে 'আমন্ত্রণ বাণিজ্য'।

ভিসার সুযোগে যুক্তরাষ্ট্রে আসা,

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

CDPAP Transition
Community Outreach Partner
• Bangla • Hindi • Urdu • Spanish
+1 347 571 1804

CHISHTI CPA PC
GROW YOUR BUSINESS WITH US
ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ
• ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
• কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
• স্মল বিসনেস ট্যাক্স রিটার্ন
• সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
• একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Trusted Accounting and Tax Services
Over 13 Years of Accounting and Taxation Experience
ইনকাম ট্যাক্স
• INDIVIDUAL TAX RETURN
• CORPORATE TAX RETURN
• SMALL BUSINESSES TAX RETURN
• SELF-EMPLOYED (UBER/LYFT/CAD DRIVER)
একাউন্টিং ও বুককিপিং
• PAYROLL
• W2S, 1099S
• FINANCIAL STATEMENT
• SALES TAX QUARTERLY AND YEAR END FILINGS
Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com
T:917-832-7785 C: 347-515-3858 E: chishti@chishtiaccounting.com
73-19 Broadway, Jackson Heights NY11372

LIBERTY TRAVELS & TECH
AIR TICKET, WORLDWIDE MONEY TRANSFER

Our Other Services:
• PHOTOCOPY • FLYER
• E-MAIL PRINT • A-SIGN
• BANNER • CARGO
• MONEY TRANSFER • FEDEX/UPS
• BUSINESS CARDS • CELL PHONE
• CUSTOM T-SHIRT • MUG PRINTING
Mohammad K. Chishti, CPA
72-30 Roosevelt Ave, Jackson Hts, NY 11372. Cell: 347-448-6092, 518-699-2499

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

LAW OFFICES OF CHANDA THAPA PLLC
In Pursuit of Excellence
260 W 35th Street, Floor 11
New York, NY 10001

INJURED?
CALL
929-707-8656

FREE
CONSULTATION
24/7

ATTORNEY CHANDA THAPA

১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে কমিউনিটি এর মধ্যে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য নাম
আপনার টাকা না পাওয়া পর্যন্ত কোন ফি নেই

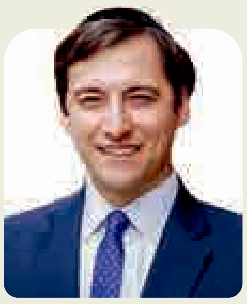

Attorney Eitan Magendzo
ইনজুরি মামলায় ১১ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা
একটি একসিডেন্ট মামলায় ১.৫ মিলিয়ন ডলার উদ্ধার

- নির্মাণ সাইট বা রেস্তোরাঁয় কাজ করতে গিয়ে আহত?
- উবার বা লিফট পরিচালনা করার সময় আহত?
- নিজ বা মালিকের গাড়ি চালানোর সময় আহত
- সুপারমার্কেট বা দোকানে কাজ করতে গিয়ে আহত?
- যেকোনো আঘাত, পড়ে যাওয়া বা দুর্ঘটনা আমাদের কল করুন

Mohammad Zahid Hossain
LLM, USA
আমরা বাংলায় কথা বলি

মনে রাখবেন যে অতীতের ফলাফলগুলি ভবিষ্যতের ফলাফলের গ্যারান্টি দেয় না।
এটি একটি বিজ্ঞাপন। আপনার যদি আইনি পরামর্শের প্রয়োজন হয় তবে আমাদের অফিসে যোগাযোগ করুন

ঝুঁকি নেবেন না, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Call: **929-707-8656** or Email: **info@chandalaw.com**

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার
আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ
- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- যেসব ইনসুরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?
- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432

TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংকক্রাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you having credit card problems?
- Has your bank account been sealed?
- Are you being deported?
- Are you unable to pay your debts?
- Are you getting harrassed by creditors?

আমরা বাংলায় কথা বলি

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

সুরাইয়া রহমান

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্টসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

আমরাই একমাত্র যারা সর্বোচ্চ সুবিধার
নির্ভরযোগ্য নিশ্চয়তা
প্রদান করি
ZAMZAM
TRAVEL US
আমাদের সার্ভিস সমূহ
এয়ার টিকেটিং
হজ্ব প্যাকেজ
সার্ভিস প্রোভাইডার
হোটেল বুকিং
ভিসা প্রোসেসিং
ওমরাহ প্যাকেজ
সার্ভিস প্রোভাইডার
কেন আমাদের সার্ভিস নিবেন ?
বিশেষজ্ঞ দল
যাচাইকৃত ভিসা চেকলিষ্ট
প্রিমিয়াম সহায়তা
নিখুঁত ভিসা আবেদন পরিষেবা
ZAM ZAM TRAVEL US
In a Partnership with
এয়ার লাইন সমূহ
SAUDIA
QATAR
Emirates
TURKISH AIRLINES
ঢাকা অফিস
+88 017 1133 6292
Tropical Mollah Tower
Shop no: 08 (4th Floor), Progoti Sharoni
Middle Badda, Dhaka 1212, Bangladesh
নিউইয়র্ক অফিস
+1 718 395 9697
37-15 73 Street (Suite-207),
Jackson Heights, NY-11372
zamzamtravelus
www.zamzamtravelus.com
zamzamtravelus@gmail.com

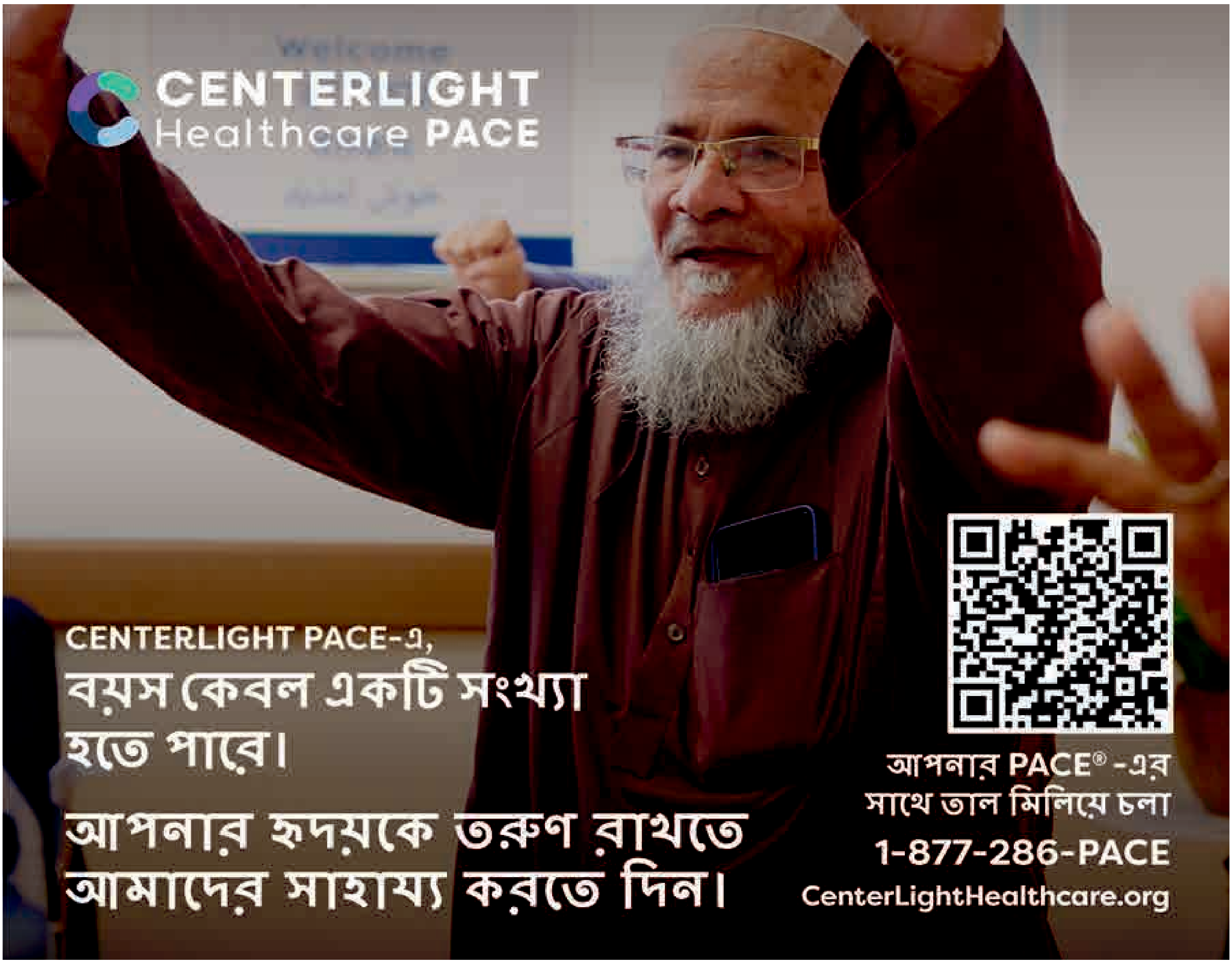
CENTERLIGHT
Healthcare PACE
CENTERLIGHT PACE-এ,
বয়স কেবল একটি সংখ্যা হতে পারে।
আপনার হৃদয়কে তরুণ রাখতে আমাদের সাহায্য করতে দিন।
আপনার PACE® -এর সাথে তাল মিলিয়ে চলা
1-877-286-PACE
CenterLightHealthcare.org

বাংলাদেশী মালিকানাধীন ভার্জিনিয়াতে
আপনাদের বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সি

গ্রীন লাইফ হোম কেয়ার

ঘরে থেকেই সেবা দিন, আপনজনদের পাশে থেকে উপার্জন করুন।

- বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন।
- আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।
- রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ মেডিকেইড প্রদান করে।

- শতভাগ ট্রান্সপারেন্সি এবং দক্ষতার সাথে কাজ করে থাকি।
- কোনো অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নাই। আমরা বিনা মুল্যে প্রশিক্ষণ ও সার্টিফিকেট প্রদান করে থাকি।
- আমরা সর্বোচ্চ রেইট পেমেন্ট করে থাকি।

6800 Backlick Road, Suite #305
Springfield, VA-22150

+1 (347) 257-2037
info@greenlifehomecare.com
www.greenlifehomecare.com

VDH | Virginia

সম্পাদকীয়

অন্তর্বর্তী সরকারের সামনে বিশ্বাসের সংকট

বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অন্তর্বর্তী সরকার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং একই সঙ্গে বিতর্কিত পর্ব। জাতীয় সংসদ নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তেজনা, সন্দেহ আর সংঘাতের ঝুঁকি। এই পরিপ্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তী সরকারের ভূমিকা যেমন নির্ণায়ক, তেমনি চ্যালেঞ্জে ভরা। বিশ্লেষকরা বলছেন, এই সরকার এখন এমন এক পর্বে দাঁড়িয়ে, যেখানে একদিকে রাজনৈতিক দলগুলোর আস্থার সংকট, আরেক দিকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা প্রশ্ন, মিডিয়ার ভূমিকায় বিভ্রান্তি এবং আন্তর্জাতিক চাপ—সব মিলিয়ে কাজ করা হয়ে উঠছে কঠিন।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান সমস্যা হলো, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আস্থার অভাব। বিরোধী দল প্রায়ই অভিযোগ করে যে ক্ষমতাসীন দল অন্তর্বর্তী সরকারকে প্রভাবিত করছে অথবা ব্যবহার করছে। ফলে অন্তর্বর্তী সরকারের নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। এই আস্থার সংকট না কাটানো গেলে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজন কঠিন হয়ে পড়বে

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান সমস্যার তালিকায় প্রথমেই উঠে আসে রাজনৈতিক আস্থার সংকট। বিরোধী জোটের অভিযোগ, সরকার গঠনের নামে একদলীয় প্রভাব বিস্তারের পথ তৈরি হয়েছে। তারা আশঙ্কা করছে, এই সরকারও হয়তো ক্ষমতাসীন দলের পক্ষপাতদুষ্ট অবস্থান গ্রহণ করবে। অপরদিকে, সরকার দাবি করছে, নির্বাচন যেন সুষ্ঠু হয়, সেটাই তাদের প্রধান লক্ষ্য।

রাজনৈতিক বিশ্লেষদের মতে, “আস্থা ছাড়া গণতন্ত্র চলে না। এখন যে অবিশ্বাসের পরিবেশ, তাতে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে কি না, সেটাই বড় প্রশ্ন।”

নির্বাচন কমিশন ও নিরপেক্ষতার প্রশ্ন, নির্বাচন কমিশনকে ঘিরে বিতর্ক নতুন নয়। তবে এবার পরিস্থিতি আরও জটিল। নানা মহলে প্রশ্ন উঠেছে, কমিশন আদৌ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে কি না। সাম্প্রতিক কিছু সিদ্ধান্ত এবং বক্তব্য বিতর্ক বাড়িয়েছে। কমিশনের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিয়েও কথা উঠা শুরু করেছে। তারা যে রাজনৈতিক চাপের মুখে কাজ করবে না সেটা এখনো স্পষ্ট না।

> অন্তর্বর্তী সরকার এখন এক সংকটময় ধাপ অতিক্রম করছে। এ সরকার যদি নিরপেক্ষতার প্রশ্নে দৃঢ় অবস্থান না নেয়, তবে আগামী নির্বাচনকে ঘিরে অস্থিরতা আরও বাড়তে পারে। আর সেক্ষেত্রে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা বড় ধরনের ধাক্কা খেতে পারে—এ আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

রাজপথ এখনো শান্ত নয়। রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনে প্রায়ই বাধা, গ্রেফতার, সংঘর্ষের খবর আসছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলছে বিরোধী পক্ষ। অনেকেই মনে করছেন, সহিংসতা বাড়লে অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর আন্তর্জাতিক নজর আরও বাড়বে। নির্বাচনী সময়কালে সহিংসতা, হরতাল, অবরোধ ইত্যাদি ঘটনা প্রায়শই দেখা যায়। অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য এই সহিংসতা নিয়ন্ত্রণ করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে ব্যবহার করার সময় নিরপেক্ষতা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে, যার ফলে সরকার আরও বিতর্কিত হয়ে পড়বে।

বিভক্ত মিডিয়া, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব ছড়ানো, এবং দলীয় প্রচার—সব মিলিয়ে নাগরিকদের কাছে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। বিশেষ করে অন্তর্বর্তী সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তকে ঘিরে নানা রকম তথ্য ভেসে বেড়াচ্ছে, যার কোনোটা সত্য, কোনোটা পুরোপুরি ভুয়া। একটি অন্তর্বর্তী সরকারকে গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের চাপ ও সমালোচনার মুখে পড়তে হয়। পক্ষপাতদুষ্ট প্রচার, গুজব, ও ভুয়া সংবাদ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। পাশাপাশি, বুদ্ধিজীবী ও সুশীল সমাজের বিভক্তি অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য আরও সমস্যা সৃষ্টি করে।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও পর্যবেক্ষকদের কাছ থেকে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য চাপ থাকে। অন্তর্বর্তী সরকারকে দেশীয় রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনেও চলতে হয়, যা একটি সূক্ষ্ম ও কৌশলী পদক্ষেপ দাবি করে।

যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের বিষয়ে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে। ওয়াশিংটনের এক কূটনীতিক বলেন, “বাংলাদেশের নির্বাচন বিশ্ববাসী দেখছে। অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর যথাযথ নির্বাচন আয়োজনের চাপ রয়েছে।”

অন্তর্বর্তী সরকার এখন এক সংকটময় ধাপ অতিক্রম করছে। এ সরকার যদি নিরপেক্ষতার প্রশ্নে দৃঢ় অবস্থান না নেয়, তবে আগামী নির্বাচনকে ঘিরে অস্থিরতা আরও বাড়তে পারে। আর সেক্ষেত্রে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা বড় ধরনের ধাক্কা খেতে পারে—এ আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

প্রস্তুতি জরুরি : ট্রাম্পের বাণিজ্যনীতি ও বাংলাদেশের করণীয়

ইব্রাহীম চৌধুরী

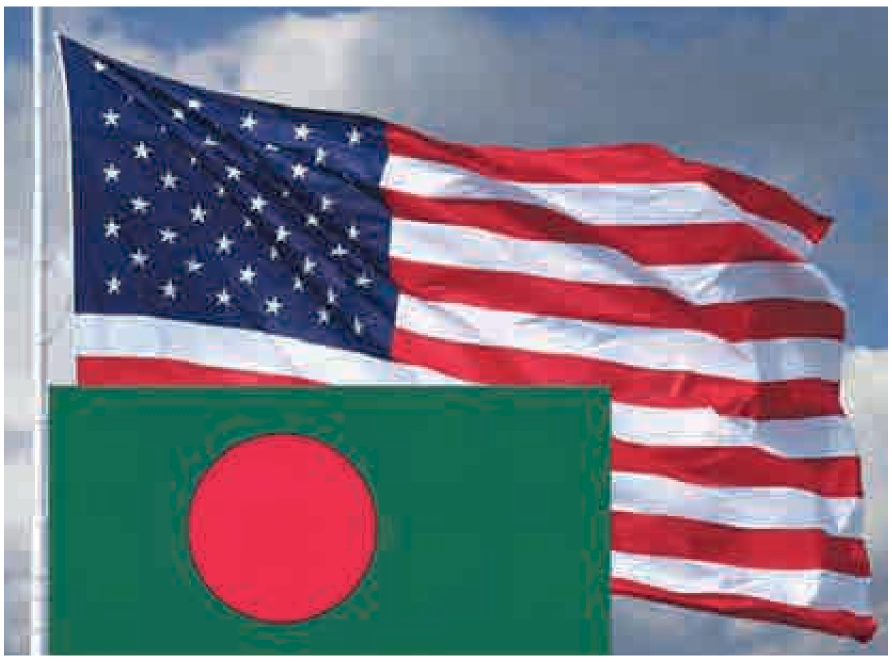

হোয়াইট হাউসে এখন ডোনাল্ড ট্রাম্প। যুক্তরাষ্ট্রের বানিজ্যনীতি আরও কঠোর ও একমুখী হয়ে উঠেছে। শঙ্কা এখন আন্তর্জাতিক অর্থনীতিবিদ, উন্নয়নশীল দেশগুলোর রপ্তানিকারক ও কূটনৈতিক পরিমণ্ডলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই শঙ্কার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ট্রাম্পের ঘোষিত “আমেরিকা ফার্স্ট” নীতি, যার ফলে আমদানির ওপর নতুন করে শুল্ক আরোপ, বহুজাতিক বানিজ্য চুক্তিতে অনীহা, এবং অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে প্রণোদনার মতো নানা সিদ্ধান্ত আসতে শুরু করেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশের জন্য এটা কী কোনো বিপর্যয় ডেকে আনবে?

সংক্ষেপে বললে—না। বরং এটা হতে পারে আমাদের অর্থনীতিকে নতুনভাবে ঢেলে সাজাবার একটি সুযোগ। আতঙ্ক নয়, বিশ্লেষণ দরকার। বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮৩ শতাংশ আসে তৈরি পোশাক খাত থেকে। এই পণ্যের অন্যতম বড় ক্রেতা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অতএব যুক্তরাষ্ট্র যদি রপ্তানির ওপর শুল্ক বাড়ায়, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু প্রভাব পড়বে—এ কথা অস্বীকার করা যাবে না। তবে এটিকে ভয়াবহ সংকট হিসেবে চিহ্নিত করার আগে আমাদের বুঝতে হবে, এই নীতি সবার জন্য প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ চীন, মেক্সিকো, ভারত, ভিয়েতনাম—সব দেশকেই একইভাবে শুল্কের বেড়াজালে পড়তে হচ্ছে।

এই সমতাভিত্তিক চাপের ভেতরেও সুযোগ লুকিয়ে আছে। বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলো যদি পণ্য গুণগত মান, সরবরাহ চেইন এবং রাজনৈতিক কৌশলের দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত রাখতে পারে, তাহলে কিছুটা হলেও ছাড় আদায় করা সম্ভব। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো—বিকল্প বাজার ও পণ্যে বৈচিত্র্য আনাই হতে পারে মূল কৌশল।

রপ্তানি খাতের বহুমুখীকরণ সময়ের দাবি। দুই দশক ধরে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের তালিকায় তৈরি পোশাক একচেটিয়া আধিপত্য করে আসছে। কিন্তু এখন সময় এসেছে অন্য খাতগুলোকেও তুলনামূলক গুরুত্ব দেওয়ার। তথ্য প্রযুক্তি, ওষুধ শিল্প, কৃষিপণ্য, হালকা প্রকৌশল, চামড়া ও জাহাজ নির্মাণ—এই খাতগুলোতে বাংলাদেশের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। মার্কিন শুল্কনীতি যদি পোশাক রপ্তানির ওপর চাপ সৃষ্টি করে, তাহলে এই বিকল্প খাতগুলোই হতে পারে নতুন চালিকাশক্তি।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশ গ্লোবাল আইসিটি আউটসোর্সিংয়ের একটি নির্ভরযোগ্য গন্তব্য হয়ে উঠছে। ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে ওষুধ রপ্তানি বাড়ছে। কৃষিপণ্যে যেমন আম, শাক-সবজি, মাছ—এসব পণ্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসী বাংলাদেশিদের মাধ্যমে মার্কেট ধরছে। সরকার যদি এই খাতগুলোতে রপ্তানি সহায়ক নীতিমালা গ্রহণ করে, তাহলে শুল্ক চাপের নেতিবাচক প্রভাব অনেকটাই প্রশমিত হবে।

কূটনৈতিক কৌশলে পরিবর্তন দরকার। ট্রাম্পের শুল্কনীতি রাজনৈতিক—এটা ব্যবসায়িক কোনো হিসাব-নিকাশের ফল নয়। অতএব প্রতিক্রিয়া জানাতে হলেও রাজনৈতিক-কূটনৈতিক কৌশল দরকার। যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা, কংগ্রেস ও সিনেটের বাংলাদেশ মিত্র গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগ, প্রবাসী বাংলাদেশিদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা বাড়ানো—এসব কৌশল দীর্ঘমেয়াদে শুল্ক ছাড় পাওয়ার জন্য সহায়ক হতে পারে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বাংলাদেশি ব্যবসায়ী, পেশাজীবী ও কমিউনিটি নেতারা একযোগে আওয়াজ তুললে মার্কিন প্রশাসনের নীতিনির্ধারকদের উপর চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব। এর নজির অতীতে বহুবার দেখা গেছে।

গ্লোবাল সাপ্লাই চেইনে বাংলাদেশের অবস্থান মজবুত করা জরুরি। বিশ্ব অর্থনীতিতে এখন এক নতুন প্রবণতা দেখা যাচ্ছে—চীন থেকে উৎপাদন সরিয়ে দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ এই অঞ্চলের বিকল্প উৎস হিসেবে বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া ও ভারতকে বিবেচনায় নিচ্ছে।

এই মুহূর্তে বাংলাদেশ যদি অবকাঠামো উন্নয়ন, জ্বালানি সরবরাহ, দক্ষ জনবল, বন্দর সুবিধা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার দিক দিয়ে এগিয়ে যেতে পারে, তাহলে বৈশ্বিক সরবরাহ চেইনে আমাদের অবস্থান অনেক বেশি মজবুত হবে। তখন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্কনীতির প্রভাবও অনেকটা সহনীয় হয়ে উঠবে।

‘শুল্ক’ মানেই ভয় নয়। শুল্ক আরোপ মানেই যে কোনো দেশের পণ্য রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাবে—এমন কোনো নিয়ম নেই। অনেক সময়ই নির্দিষ্ট খাতে প্রণোদনা ও ব্যবসায়ী অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে এসব বাধা অতিক্রম করা যায়। অতীতে ভারত, তুরস্ক, দক্ষিণ কোরিয়া কিংবা ব্রাজিল—এমন অনেক দেশ মার্কিন শুল্কনীতির মুখে পড়েও নিজেকে দক্ষতার সঙ্গে সামলে নিয়েছে। বাংলাদেশকেও একই পথ বেছে নিতে হবে। ভয় না পেয়ে কৌশল সাজাতে হবে। অর্থনীতিকে আরও বহুমুখী, স্থিতিশীল ও উদ্ভাবনী করে গড়ে তুলতে হবে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের বানিজ্যনীতি যদি আরও রক্ষণশীল হয়ে ওঠে, তাহলে তা আমাদের জন্য সতর্কবার্তা বটে, কিন্তু আতঙ্কের কারণ নয়। বরং এটিকে অজুহাত না বানিয়ে, কৌশলগতভাবে অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার সুযোগ হিসেবে দেখতে হবে। বাঙালি জাতি চ্যালেঞ্জে ভেঙে পড়ার নয়—চ্যালেঞ্জকে জয় করার জাতি। এবারও ব্যতিক্রম হবে না—শর্ত একটাই: ভয় নয়, প্রস্তুতি।

ইতিহাস সাক্ষী, বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে, ২০০৮ সালের বৈশ্বিক মন্দা মোকাবিলা করেছে, কোভিড-১৯ এর ধাক্কা সামলে রেকর্ড রপ্তানি অর্জন করেছে। আজকের চ্যালেঞ্জও সামাল দেওয়া সম্ভব—প্রয়োজন কৌশলগত দূরদর্শিতা, রাজনৈতিক ঐক্য এবং অদম্য মানসিকতা। ট্রাম্পের শুল্কনীতি আমাদের জন্য হুমকি নয়, বরং অর্থনীতিকে আরও নমনীয়, উদ্ভাবনী ও বহুমুখী করে গড়ে তোলার আহ্বান।

বাংলাদেশ আজ একটি সম্ভাবনাময় অবস্থানে দাঁড়িয়ে। বৈশ্বিক অর্থনীতির অনিশ্চয়তার মাঝেও আমরা প্রবৃদ্ধি অর্জন করছি, অবকাঠামো খাতে বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি, আর রপ্তানি আয় নির্বিচারে বাড়ছে। তবে এই সম্ভাবনার পথের সবচেয়ে বড় বাধা এখন আর অর্থনৈতিক নয়—তা হলো রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা। দেশের ভবিষ্যৎ অর্থনীতিকে টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং একটি সর্বসম্মত জাতীয় উন্নয়ন কাঠামো।

আমাদের দেশে সরকার পরিবর্তন মানেই অনেক সময় নীতির পরিবর্তন। দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা মাঝপথে এসে থমকে যায়, বাজেট বরাদ্দে অস্থিরতা দেখা দেয়, বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ধীরে ধীরে সরে যান। এর একমাত্র কারণ—নতুন সরকার পূর্ববর্তী সরকারের নেওয়া পরিকল্পনায় আস্থা রাখতে চায় না, কিংবা বিরোধী রাজনীতি অনেক সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলে। এর ফলে একটা অদৃশ্য অনিশ্চয়তা কাজ করে যা অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

বিশ্বের উন্নত বা উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশগুলোর দিকে তাকালেই দেখা যায়, তারা অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় রাজনৈতিক ঐকমত্য তৈরি করতে পেরেছে। দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম কিংবা রুয়ান্ডার মতো দেশগুলোতে রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিরোধ নেই। বাংলাদেশেও সেই ঐকমত্য গড়ে তোলার সময় এখনই।

সাম্প্রতিক সময়ে আমরা দেখেছি—রাজনৈতিক সংঘাত, হরতাল, অবরোধ বা সহিংসতা কীভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য থামিয়ে দিতে পারে। একদিনের সহিংসতায় হাজার হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়, রপ্তানি পণ্য বন্দরে আটকে থাকে, শ্রমিকরা কাজে যেতে পারে না, ব্যাংকিং সেবা বাধাগ্রস্ত হয়।

এর চেয়েও বড় ক্ষতি হয় বৈদেশিক বিনিয়োগে। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীরা মূলধন প্রবাহিত করতে চায় স্থিতিশীল এবং পূর্বানুমেয় পরিবেশে। রাজনৈতিক সংঘাত ও অনিশ্চয়তা তাদের দূরে সরিয়ে দেয়। বাংলাদেশ যদি আগামী এক দশকে উন্নয়নশীল থেকে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে চায়, তাহলে বিদেশি বিনিয়োগ অত্যাবশ্যক। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ছাড়া এই লক্ষ্য অসম্ভব।

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ বহু বড় সংকট পার করেছে—সামরিক শাসন, ঘূর্ণিঝড়, খাদ্য সংকট, বৈদেশিক চাপ। কিন্তু ২০২৫-এর বাংলাদেশ একটি নতুন বাস্তবতায় প্রবেশ করছে, যেখানে রাজনৈতিক সহাবস্থান ও পারস্পরিক সম্মান জরুরি। আমাদের প্রয়োজন এমন একটি ‘জাতীয় উন্নয়ন রূপরেখা’ (National Development Charter), যা সব রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ, ব্যবসায়ী মহল ও শিক্ষাবিদদের অংশগ্রহণে গঠিত হবে।

স্বামী কি স্ত্রীকে শারীরিকভাবে আঘাত করতে পারেন?

নুরুল খান

বিশ্বজুড়ে নারী-পুরুষ সম্পর্কের ন্যায়সংগত ভারসাম্য এবং নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ে আলোচনা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সমাজব্যবস্থায় এই প্রশ্নটি—”স্বামী কি স্ত্রীকে শাসন বা শারীরিকভাবে আঘাত করতে পারেন?”—নানাভাবে আলোচিত ও বিতর্কিত। ইসলাম ধর্মসহ অন্যান্য ধর্ম ও সমাজব্যবস্থায় এ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি আছে।

ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ কোরআনের সূরা নিসা’র ৩৪ নম্বর আয়াতটি এ বিষয়ে প্রায়শঃ আলোচনায় আসে। এই আয়াতের প্রেক্ষিতে অনেকেই মনে করেন ইসলাম স্বামীকে স্ত্রীর উপর শারীরিক ব্যবস্থা নেওয়ার অনুমতি দেয়, আবার অনেকে এর ব্যাখ্যায় বলেন, এটি কোনোভাবেই স্ত্রীর উপর নির্যাতনের অনুমোদন নয়—বরং একটি ধাপে ধাপে সমাধানমূলক প্রক্রিয়া, যেখানে মূল লক্ষ্য হলো দাম্পত্য জীবনে শান্তি ও সৌহার্দ্য ফিরিয়ে আনা।

বহু ইসলামিক স্কলার ও মুফাসসিরগণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, এখানে “প্রহার” শব্দটির অর্থ ‘প্রতীকী’, ‘মৃদু’ এবং এমন যা ক্ষতি করে না। অনেক ইসলামি দেশ ইতোমধ্যে আইন করে স্ত্রীকে শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করেছে, এবং দাম্পত্য সহিংসতা দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়।

বাস্তব জীবনে দেখা যায়, বিবাহিত জীবনে অনেক নারী পুরুষের কাছ থেকে নিরাপত্তা, ভালোবাসা ও নির্ভরতা আশা করেন। ইসলামেও স্বামীকে স্ত্রী ও পরিবারের উপার্জনকারী ও অভিভাবক হিসেবে একটি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে বলা হয়েছে।

তবে এটাও সত্য যে, দাম্পত্য সম্পর্কে দয়া, সহানুভূতি ও পারস্পরিক সম্মান থাকা জরুরি। কোনোভাবেই শারীরিক কিংবা মানসিক নির্যাতন এই সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য নয়। নারী হোক বা পুরুষ, কারও প্রতি সহিংসতা ইসলামী মূল্যবোধ, মানবাধিকার ও আধুনিক আইনের পরিপন্থী।

নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা কেবল নির্দিষ্ট সমাজ বা শ্রেণির নয়। বিশ্বের বহু উন্নত দেশেও স্ত্রীর প্রতি সহিংসতা দেখা যায়। এটি একটি বৈশ্বিক মানবিক সমস্যা।

তবে একইসাথে এটাও বলা দরকার, সব নারী ‘অবাধ্য’ বা ‘অকৃতজ্ঞ’—এমন সাধারণীকরণ করা যেমন অন্যায্য, তেমনি কিছু ব্যতিক্রমী আচরণের জন্য গোটা নারী জাতিকে দায়ী করাও অসঙ্গত। সম্পর্ক গড়ে ওঠে বিশ্বাস, ভালোবাসা ও বোঝাপড়ার ভিত্তিতে—এবং টিকেও থাকে সেগুলোর ওপর।

বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে, দাম্পত্য জীবনের সমস্যাগুলোর সমাধান পারস্পরিক বোঝাপড়া, খোলামেলা আলোচনা ও পরস্পরের প্রতি সম্মান দেখিয়েই খোঁজা উচিত। ইসলাম শান্তি, করুণা ও সহনশীলতার ধর্ম। তাই এই ধর্মীয় ব্যাখ্যাগুলোকে প্রেক্ষাপটসহ, মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা এবং প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

স্বামী বা স্ত্রী—উভয়েই যদি পরস্পরের প্রতি দায়িত্ববান হন, তবে সহিংসতার প্রয়োজন পড়ে না। ইসলামও সেই সৌহার্দ্যপূর্ণ জীবনকেই সমর্থন করে।

রাষ্ট্র চালাচ্ছে কারা : জনগণ না বিদেশি প্রভুরা?

ওয়াহিদুজ্জামান বকুল

রাষ্ট্রের চালকের আসনে বসে আছেন কে? দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধি না আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক প্রভুদের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত একজন মুখপাত্র? ২০২৪ সালে সরকার পরিবর্তনের পর বাংলাদেশের অর্থনীতি, বিনিয়োগ পরিবেশ, নিরাপত্তা পরিস্থিতি ও কূটনৈতিক ভারসাম্যে একের পর এক সংকট ও বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সরকারের নিজস্ব পরিসংখ্যানেই প্রতিফলিত হচ্ছে এমনসব ভয়াবহ তথ্য, যা দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে জনমানুষকে চরম অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

মাত্র নয় মাসেই দেশের পুঁজিবাজার থেকে ৯০ হাজার কোটি টাকা উধাও হয়েছে। একই সময়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ৭০ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব ঘাটতির কথা জানিয়েছে। বৈদেশিক বিনিয়োগ ১০ কোটি ডলারে এসে ঠেকেছে, যা ইতিহাসে সর্বনিম্ন। অথচ সরকার এই পরিস্থিতিকে ‘অস্থায়ী’ বলে এড়িয়ে যাচ্ছে। কোনোমতে ব্যাখ্যা ছাড়াই দায় চাপানো হচ্ছে আগের সরকারের ঘাড়ে।

অর্থনীতির এমন বেহাল চিত্রের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে টাকা পাচারের ঘটনা। মাত্র নয় মাসে ২৫ হাজার কোটি টাকার বেশি পাচার হয়েছে বলে বিভিন্ন রিপোর্টে উঠে এসেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নাম প্রকাশ পায়নি, নেই কোনো অনুসন্ধান প্রতিবেদন, নেই শ্বেতপত্র। প্রশ্ন উঠছে, কারা পাচার করছে, কারা পাচার রোধে ব্যর্থ, এবং কারা পাচারকারীদের আশ্রয় দিচ্ছে?

অন্যদিকে, মিয়ানমার সীমান্তজুড়ে আবারও নতুন করে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ শুরু হয়েছে। এক বছরে ১ লাখ ১৮ হাজারেরও বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে ঢুকেছে। এতে দেশের সীমান্ত নিরাপত্তা, অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা ও আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে বাংলাদেশকে এ করকম কোণঠাসা অবস্থানে ফেলেছে। সরকার এটিকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেও নাগরিক সমাজ ও নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা এর নেপথ্যে রাজনৈতিক দুর্বলতা ও সীমান্তে নিয়ন্ত্রণহীনতাকে দায়ী করছেন।

এর মধ্যে জাতিসংঘ রাখাইন অঞ্চলে মানবিক সহায়তা পৌঁছাতে বাংলাদেশের করিডোর ব্যবহারের প্রস্তাব দিয়েছে। সরকার এটিকে মানবিক দায়িত্ব বললেও এটি ভবিষ্যতে সামরিক বা বাণিজ্যিক করিডোরে পরিণত হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন বিশ্লেষকরা। বাংলাদেশের ভূ-কৌশলগত অবস্থানকে যে ক্রমেই বাইরের শক্তিগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করছে- এ কথা এখন আর অস্বীকার করার সুযোগ নেই।

এসবের পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের মধ্যে প্রশ্ন উঠছে, বর্তমান সরকারের আসল ভূমিকা কী? তারা কি দেশের সার্বভৌমত্ব ও জনগণের স্বার্থ রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, নাকি কেবল বৈদেশিক দাতা ও প্রভুদের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত? যদি আগে সরকারের আমলে অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়ে থাকে, তবে বর্তমান সরকারের উচিত ছিল স্পষ্টভাবে শ্বেতপত্র প্রকাশ করে জনগণকে জানানো। কিন্তু সে পথে না গিয়ে বর্তমান সরকার নিজেই নীতিহীনতার দিকে ধাবিত হচ্ছে কি না, সে প্রশ্ন এখন ঘরে ঘরে আলোচ্য।

এই লেখা কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে বা বিপক্ষে নয়, বরং একজন সচেতন নাগরিকের দায়বদ্ধতা থেকে রচিত মতামত। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি দায়িত্বশীল রাষ্ট্র রেখে যাওয়ার প্রশ্নে আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে।

মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন বাণিজ্য বসন্ত

ড. ইজাজ আহসান

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যের তিন দেশ সৌদি আরব, কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) সফর করেছেন। এটা আর এমন নতুন কি কথা। এমনকি হত দরিদ্র দেশের ক্ষমতাধর নেতারা বিভিন্ন দেশ ঘুরে বেরাচ্ছেন অহরহ। শুধু তিনিই নন তারা সাথে নিয়ে চলেন বিরাট বহর। সেই বহরে যুক্ত হন তাদের ছেলে-মেয়ে থেকে নাতিপুতি, চাটুকার সাংবাদিক, পাইকপেয়াদা, বয়-বেয়ারা সবাই। দেশের টাকা পয়সার শ্রাদ্ধ হয় তাতে কি। এগুলো জনগণের অর্থ। আর এই অর্থ তো তাদের সুখের জন্যই ব্যয় হবে।

এসব কথা বাদ দিয়ে এখন আসল কথায় আসি। এই সফরগুলোর উদ্দেশ্য কি? হয় রাজনৈতিক, না হয় অর্থনৈতিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক স্বার্থটাই প্রাধান্য পায়। সেই কথায় আসি। এবারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যপ্রাচ্যের সফর কি ধরনের অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক সফলতা এনে দিয়েছে। সফলতা যে কি পরিমাণ হয়েছে তা ট্রাম্প সাহেবের অভিব্যক্তি বা বডি ল্যাংগুয়েজই বলে দেয়। হাত-পা ছুড়ে, তালি বাজিয়ে তিনি তা প্রকাশ করতে ভোলেননি।

সৌদি আরবে তাকে লাল গালিচার জায়গায় বেগুনি গালিচা দিয়ে অভ্যর্থনা জানান হয়। কাতারের রাজপ্রাসাদের সৌন্দর্য তাকে অভিভূত করে। আবুধাবির গ্র্যান্ড মসজিদের সৌন্দর্য তাকে মহিত করে। এছাড়া নারীদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। রাজপ্রাসাদে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে নারীরা চুল খুলে মাথা দুলিয়ে এই মহান অতিথিকে অভ্যর্থনা জানান। এটা হয়তো আরবের রীতি। এভাবে স্বাগত না জানালে কূটনৈতিক রীতিনীতির কোনো খেলাফ হত না। জাগগে সেসব কথা।

আসি মূল কথায়, কি পাওয়া গেল এই সফরে। আর কেনই বা এত কিছু পাওয়া গেল। এর বিনিময়েই বা কি পাওয়া গেল। যা কিছু পাওয়া গেল তা রীতিমতো বিস্ময়কর। সৌদি আরব যুক্তরাষ্ট্রে ১ লাখ ৪০ হাজার কোটি ডলারের বিনিয়োগ করবে। আর প্রায় ১৪ হাজার ২০০ কোটি বিলিয়ন ডলারের অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র কিনবে। তাহলে বুঝতে পারেন মার্কিন অস্ত্র ব্যবসায়ীরা কি পরিমাণ ফুলেফেঁপে উঠবে। যদি কখন এই অস্ত্র ব্যবহার হয়, তবে তা হবে কোনো না কোনো মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে। ইয়েমেন, ইরান বা অন্য কোনো মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে, কোনোভাবেই ইসরায়েল বা মার্কিন স্বার্থের বিরুদ্ধে নয়। আর কাতার সফরে সবচেয়ে দামি উপঢৌকন ৪০ কোটি ডলার দামের একটা বিলাসবহুল ৭৪৭ বোয়িং বিমান দিয়েছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে। বিমান বললে ভুল হবে এটা একটা উড়ন্ত প্রাসাদ। আরাম আয়েশের যে সমস্ত আয়োজন এটাতে আছে তা সাধারণ মানুষের কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যায়। ট্রাম্প সাহেব পুরোনো বিমানে যাতায়াত করেন। তার কষ্টের কথা স্মরণ করে কাতারের আমির এই উপঢৌকনের ব্যবস্থা করেন।

এটা নিয়ে নাকি বেশ সমালোচনা হয়েছিল। কিন্তু ট্রাম্প সাহেব তা উড়িয়ে দিয়েছেন এই বলে যে, সব সময় সবাই তো রাষ্ট্রীয় উপঢৌকন নিয়ে থাকে। কিন্তু অন্যান্য উপঢৌকনের সাথে এই উপঢৌকনের যে পার্থক্য তা একেবারেই স্পষ্ট। অথচ সেই জায়গায় ফিলিস্তিনের অসহায় শিশুরা ক্ষুধা আর মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে অসহায় দিনযাপন করছে। ফিলিস্তিনিদের একটা মর্মান্তিক উক্তি মনে পড়ে গেল—সবাই প্রতিদিন পাঁচ বেলা নামাজ পড়ে আর আমরা পড়ি ছয় বেলা। এক বেলা হল ফিলিস্তিনিদের জানাজার নামাজ। এই লেখা যখন লিখছি তখনো দেখলাম ইহুদি রাষ্ট্রের নির্বিচার বোমাবর্ষণে প্রায় একশ নিরীহ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে।

> আমাদের এক শিক্ষক ছিলেন শরৎবাবুর শ্রীকান্ত উপন্যাসের একটা উক্তি বলতেন এভাবে যে, বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না, দূরেও ঠেলিয়া দেয়। তিনি বলতেন একটা শব্দ এখানে বাদ গিয়েছে, আর তা হলো লাথি মারিয়া দূরে ঠেলিয়া দেয়। আমরা খুব হাসতাম। ভারতের প্রসঙ্গে স্যারের কথাগুলো মনে পড়ে গেল।

এবারে সংযুক্ত আরব আমিরাতের লেনদেনের ব্যাপারটা বলি। রাজসিক অতিথি আপ্যায়নের সাথে বিভিন্ন মডেলের বিপুল সংখ্যক বোয়িং বিমান কেনায় সম্মত হয়েছে দেশটি। আমরা জানি বোয়িং বিমান কোম্পানি বেশ কিছুদিন ধরে মন্দা অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। তাদের তৈরি বোয়িং ৭৩৭ ম্যাক্স মডেলের বিমানের যান্ত্রিক ত্রুটি জনিত কারণে বেশ কিছু দুর্ঘটনা ঘটে। প্রতিযোগী এয়ারবাস কোম্পানি এই সুযোগে অনেক এগিয়ে যায়। তবে ট্রাম্পের এই সফর তাদের সেই দুর্যোগ কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে। এই এক দেশের এক অর্ডারই যথেষ্ট। এক সময় এই বোয়িং কোম্পানির কর্মকর্তারা বাংলাদেশে পর্যন্ত ছুটে এসেছিলেন তাদের বিমান বিক্রির বিক্রির জন্য।

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো সিরিয়ার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার ঘোষণা। কিন্তু কেন? সিরিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট আহমেদ শারার, যার মাথার মূল্য ঘোষণা করা হয়েছিল ১ কোটি ডলার এবং যিনি আল কায়েদার একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। এই আহমেদ শারারের সাথে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সরাসরি আলোচনায় বসে এই ঘোষণা দেন । তার কারণ হল সিরিয়ার বাসার সরকার ছিল ইরানের সরাসরি সমর্থন পুষ্ট। এবং ইসরাইলের জন্য এক মূর্তিমান হুমকি। তাই এদিক থেকে ইসরাইল শঙ্কামুক্ত হলো। আর সেই প্রতিশ্রুতি তার কাছ থেকে আদায় করা হয়েছে নিশ্চয়ই। অপরদিকে ইরান ও রাশিয়ার একটা শক্ত খুঁটি ভেঙে ফেলা গেল। সিরিয়া এখন থেকে তেল রপ্তানি করতে পারবে। এখানে যে ব্যবসায়িক সুযোগ সৃষ্টি হবে সেখানে মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানিরা কাজ পাবে বা ব্যবসা করার সুযোগ পাবে। সিরিয়ায় অস্ত্র বিক্রির ভালো সুযোগ আসবে হয়তো। এতদিন যেটা রাশিয়া পেত।

সুতরাং ট্রাম্পের এই সফরে শুধু লাভই লাভ। আফগানিস্তান ইরাক ইয়েমেন আর ফিলিস্তিনের লক্ষ লক্ষ মুসলিম হত্যাকারী ইহুদি আর তাদের সবচেয়ে বড় সহযোগী ও আশ্রয়-প্রশ্রয় দাতাদের এত খাতির করার কারণ কি। কারণ একটাই আর তা হলো বংশপরম্পরায় আমার গদি অটুট রাখা। কারণ এদের সিংহাসন চ্যুত করতে খুব বেশি বেগ পেতে হবে না। মিশরের জনগণের ভোটে নির্বাচিত নেতা মুরসিকে শেষ পর্যন্ত ক্ষমতাচ্যুত করে জেলে রেখে হত্যা করা হয়, সেখানে অন্যদের ক্ষমতাচ্যুত করা কোনো ব্যাপারই না। সেই কথা মধ্যপ্রাচ্যের রাজতন্ত্রীরা সবাই ভালো করে জানে।

যুক্তরাষ্ট্র নিজের স্বার্থ আর ব্যবসার বাইরে কিছু বোঝে না। এই দরকষাকষিতেই আজ ভারতের এই অবস্থা। তাদের একান্ত বন্ধু বলে পরিচয় দেওয়া এই বন্ধুর একই আচরণ। ভারতীয় নাগরিকদের হাতে পায়ে শিকল বেধে দেশ থেকে বের করে দেওয়া, এমনকি সর্বশেষ এই সফরে ট্রাম্প অ্যাপলের প্রধান নির্বাহীকে ভারতে আর বিনিয়োগ না করতে বলেছেন। ব্যাপারটা আড়ালে আবডালেও করা যেত। কিন্তু এভাবে প্রকাশ্যে বলাটা যে, ভারতের জন্য কতটা হৃদয় বিদারক ও অপমানজনক তা বলাই বাহুল্য। যাদের তারা তাদের প্রিয় হিসেবে গর্ব ভরে পরিচয় দিতেন, তাদের সাথে এই আচরণ। আমাদের এক শিক্ষক ছিলেন শরৎবাবুর শ্রীকান্ত উপন্যাসের একটা উক্তি বলতেন এভাবে যে, বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না, দূরেও ঠেলিয়া দেয়। তিনি বলতেন একটা শব্দ এখানে বাদ গিয়েছে, আর তা হলো লাথি মারিয়া দূরে ঠেলিয়া দেয়। আমরা খুব হাসতাম। ভারতের প্রসঙ্গে স্যারের কথাগুলো মনে পড়ে গেল।

ট্রাম্প নাকি সৌদি যুবরাজকে ভালোবেসে ফেলেছেন। এই ভালবাসা কতদিন স্থায়ী হয় তাই এখন দেখার বিষয়। কথাটা মনে রাখা দরকার, আমেরিকা যার বন্ধু তার শত্রুর দরকার হবে না।

লেখক: বিভাগীয় প্রধান (ব্যবসায় শিক্ষা),
বাংলাদেশ স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মাস্কাট, ওমান

KARNAFULLY HOME CARE
KARNAFULLY HOME CARE LLC
A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES
WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY
We Care
Your Family
Like Ours
LHCSAs
Our Services in New York Counties
We Provide The Following Home Care Services
HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)
Service Areas (Boroughs & Counties)
Queens
Nassau
Suffolk
Bronx
Westchester
Dutchess
Orange
Rockland
Sullivan
Ulster
Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372
Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432
NYS Department of Health LHCSAs
Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent
Fax: 347-338-6799
347-621-6640

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন ৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন
- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION
- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

অধ্যাপক ইউনূস পদত্যাগের বিষয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

খবর আমরা আজকে সকাল থেকে শুনছি। তো ওই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে স্যারের সাথে দেখা করতে গেছিলাম।"

প্রধান উপদেষ্টা দেশের চলমান পরিস্থিতিতে কাজ করতে পারবেন না এমন শঙ্কা প্রকাশ করেছেন বলে জানিয়েছেন মি. ইসলাম।

বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন, " স্যার বলছেন আমি যদি কাজ করতে না পারি... যে জায়গা থেকে তোমরা আমাকে আনছিলা একটা গণ অভ্যুত্থানের পর। দেশের পরিবর্তন, সংস্কার.....। কিন্তু যেই পরিস্থিতি যেভাবে আন্দোলন বা যেভাবে আমাকে জিম্মি করা হচ্ছে। আমিতো এভাবে কাজ করতে পারবো না। তো রাজনৈতিক দলগুলা তোমরা সবাই একটা জায়গায়, কমন জায়গায় না পৌঁছাতে পারো " বলেন মি. ইসলাম।

প্রধান উপদেষ্টাকে পদত্যাগের মতো সিদ্ধান্ত না নিতে আহ্বান জানিয়েছেন জুলাইয়ে গণঅভ্যুত্থানের পর নতুন গঠিত দলটির নেতা মি. ইসলাম।

মি. ইসলাম প্রধান উপদেষ্টাকে বলেছেন, " আমাদের গণ অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা এবং জাতীয় নিরাপত্তা ও দেশের ভবিষ্যৎ সবকিছু মিলিয়ে উনি যাতে শক্ত থাকেন। এবং সবগুলা দলকে নিয়ে যাতে ঐক্যের জায়গায় থাকেন। সবাই তার সাথে আশা করি কো-অপারেট করবেন। "

প্রধান উপদেষ্টা পদত্যাগের বিষয়টি বিবেচনা করছেন বলে জানান মি. ইসলাম।

বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন, "হ্যাঁ যদি কাজ করতে না পারেন, থেকে কী লাভ।" এই আলোচনার পরে প্রধান উপদেষ্টা মি. ইসলামকে জানিয়েছেন "পদত্যাগের বিষয়ে ভাবছেন" তিনি।

"উনি বলছেন উনি এ বিষয়ে ভাবতেছেন। ওনার কাছে মনে হয়েছে পরিস্থিতি এরকম যে তিনি কাজ করতে পারবেন না।

পদত্যাগের বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার এখনকার মনোভাবের বিষয়ে মি. ইসলাম বলেন, "এখন ওনি যদি রাজনৈতিক দল তার পদত্যাগ চায়.... সেই আস্থার জায়গা, আশ্বাসের জায়গা না পাইলে উনি থাকবেন কেন?" প্রসঙ্গত আজই অন্তর্বর্তী সরকারের দুইজন উপদেষ্টা এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার পদত্যাগ বা অব্যাহতি চেয়েছে বিএনপি।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র হিসেবে বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেনকে শপথ পড়ানোর চলমান আন্দোলন থেকে আজ দুই উপদেষ্টা মাহফুজ আলম ও আসিফ মাহমুদের পদত্যাগ দাবি করা হয়েছে। পরে এক সংবাদ সম্মেলন থেকে বিএনপি এই দুই উপদেষ্টাসহ জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমানেরও অব্যাহতি দাবি করেছে।

এদিকে, বিএনপি'র এই দাবির পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় অন্তর্বর্তী সরকারের তিনজন উপদেষ্টাকে 'বিএনপির মুখপাত্র' হিসেবে আখ্যায়িত করে পদত্যাগে বাধ্য করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এনসিপি'র এক শীর্ষ নেতা, তবে তা "সংস্কার সুপারিশ বাস্তবায়ন না হলে"।

এই তিনজন হলেন—আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল, অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ এবং পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ।

এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম এক ফেসবুক স্ট্যাটাসে পূর্বের যে কোনো বিভাজনমূলক বক্তব্য ও শব্দচয়নের কারণে দুঃখপ্রকাশ করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

২০২১-২৩ সালের আমেরিকান কমিউনিটি সার্ভে (এসিএস) ডেটার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশি হিসেবে যারা নিজেদের চিহ্নিত করেছেন, তাদের মধ্যে ২ লাখ ৭০ হাজার জন শুধু বাংলাদেশি এবং অন্য কোনো জাতিগত বা বর্ণগত পরিচয় দেননি। এই "বাংলাদেশি এলোন" জনসংখ্যা ২০০০ সালের তুলনায় ৫৬৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে—তখন এই সংখ্যা ছিল মাত্র ৪০ হাজার।

আমেরিকায় বাংলাদেশি জনসংখ্যার মধ্যে ৭১ শতাংশই অভিবাসী, যদিও ২০০০ সালে এই হার ছিল ৮৪ শতাংশ। বাংলাদেশি অভিবাসীর সংখ্যা ২০০০ সালে ছিল ৩৫ হাজার যা ২০২৩ সালে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৯০ হাজারে। তাদের মধ্যে ৫৫ শতাংশ যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন ১০ বছরের বেশি সময় ধরে এবং ৬০ শতাংশ ইতোমধ্যেই মার্কিন নাগরিকত্ব লাভ করেছেন।

বাংলাদেশি আমেরিকানদের মধ্যে ৫৬ শতাংশই ইংরেজি ভাষায় দক্ষ। তবে অভিবাসীদের মধ্যে এই হার ৪৭ শতাংশ, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারীদের মধ্যে ইংরেজি দক্ষতার হার ৮৬ শতাংশ। বাংলাদেশিদের ঘরে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ভাষা হলো বাংলা—৮৬ শতাংশ। এরপর যথাক্রমে হিন্দি ১%, উর্দু ০.৩% এবং ক্যান্টনিজ ০.৩% ভাষা ব্যবহৃত হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশি এলোন জনগোষ্ঠীর ৪৪ শতাংশ (প্রায় ১ লাখ ১৫ হাজার) বসবাস করেন নিউইয়র্ক রাজ্যে। এছাড়া মিশিগানে ২০ হাজার, ক্যালিফোর্নিয়ায় ১৮ হাজার, টেক্সাসে ১৭ হাজার এবং নিউ জার্সিতে ১২ হাজার বাংলাদেশি বাস করছেন। মেট্রো এলাকাভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, নিউইয়র্ক শহর এলাকায় প্রায় ১ লাখ ১০ হাজার বাংলাদেশি বাস করেন। ডেট্রয়েট ও ওয়াশিংটন ডিসিতেও যথাক্রমে ১৮ হাজার ও ১৫ হাজার জন বাংলাদেশির বসবাস।

বাংলাদেশি জনগোষ্ঠীর গড় বয়স ৩৩ বছর, যা সামগ্রিক এশীয় গড় বয়স ৩৪.৭ এর কাছাকাছি। অভিবাসী বাংলাদেশিদের গড় বয়স ৪০.৭ বছর, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেয়া বাংলাদেশিদের গড় বয়স মাত্র ১০.৬ বছর। অর্থাৎ নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশিরা সংখ্যায় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশি আমেরিকানদের মধ্যে ৫১ শতাংশেরই স্নাতক বা তার চেয়ে উচ্চতর ডিগ্রি রয়েছে। এর মধ্যে ২৪% স্নাতক ও ২৬% স্নাতকোত্তর। যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী বাংলাদেশিদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার হার অভিবাসীদের তুলনায় বেশি—৫৯% বনাম ৫০%। বাংলাদেশি প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ৭১% বিবাহিত, যা এশীয় গড় ৫৮% এর চেয়ে বেশি। অভিবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে এই হার ৭৭%, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারীদের মধ্যে মাত্র ২৯% বিবাহিত।

বাংলাদেশি পরিবারগুলোর বার্ষিক গড় আয় ৭৮ হাজার ৪০০ ডলার, যা অন্যান্য এশীয় পরিবারগুলোর গড় আয় (১ লাখ ৫ হাজার ৬০০ ডলার) এর তুলনায় অনেক কম। পূর্ণকালীন কর্মরত বাংলাদেশিদের ব্যক্তিগত বার্ষিক গড় আয় ৫৬ হাজার ডলার, যেখানে এশীয়দের গড় ৭৫ হাজার ডলার। বাংলাদেশি জনগণের মধ্যে দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছেন ১৪ শতাংশ, যা এশীয় গড় ১০% থেকে বেশি। অভিবাসী এবং যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী বাংলাদেশিদের মধ্যে এই হার সমান।

বাংলাদেশি পরিবারের মধ্যে হোমওনারশিপের হার ৫১%, যা অন্যান্য এশীয় পরিবারের তুলনায় ৬২% কম। আমেরিকায় বাংলাদেশি আমেরিকানদের জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং এদের মধ্যে একটি বড় অংশ নিউ ইয়র্কে বসবাস করেন। শিক্ষায় অগ্রগতি ও সাংস্কৃতিক বন্ধনে দৃঢ় হলেও আয়, দারিদ্র্য ও আবাসনের ক্ষেত্রে এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। পরিসংখ্যানগুলো দেখায়, নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশিরা ধীরে ধীরে যুক্তরাষ্ট্রে

প্রবাসীদের শঙ্কা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অংশ এসেছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান, ফ্লোরিডা, আটলান্টা, ডালাস, হিউস্টন, ক্যালিফোর্নিয়ার মতো শহরগুলোতে হাজার হাজার বাংলাদেশি শ্রমিক, কুক, ডেলিভারি কর্মী, ট্যাক্সিচালক কিংবা ছোট ব্যবসায়ী হিসেবে কাজ করছেন — যারা নিয়মিত অর্থ পাঠিয়ে দেশে পরিবার ও সমাজকে বাঁচিয়ে রাখছেন।

“এই ট্যাক্স বসলে আমার পক্ষে হয়তো প্রতি মাসে ৫০০ ডলারের বদলে ৪৫০ ডলার পাঠানো সম্ভব হবে। অথচ দেশে এক ডলারের মানে প্রায় ১২০ টাকা। এই সামান্য ঘাটতিটাই ওদের জন্য বড় ধাক্কা,” বলেন আবুল কালাম।

রেমিট্যান্স বিষয়ে কাজ করা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রস্তাব অভিবাসীদের জীবন ও অভিবাসীনির্ভর দেশের অর্থনীতিতে মারাত্মক প্রভাব ফেলবে। ইন্টার-আমেরিকান ডায়ালগের রেমিট্যান্স ও উন্নয়ন প্রোগ্রামের পরিচালক মানুয়েল ওরোজকো বলেন, “রেমিট্যান্স কমানোর যেকোনো উদ্যোগ শুধু অভিবাসনপ্রবণ দেশকেই নয়, যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থেও আঘাত হানবে।”

মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লাউদিয়া শেইনবাউম এই প্রস্তাবকে “অযৌক্তিক ও অবিচারপূর্ণ” আখ্যা দিয়ে বলেছেন, “রেমিট্যান্স হলো শ্রমজীবী মানুষের ঘামের ফল। তারা আমাদের অর্থনীতির পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রকেও সমৃদ্ধ করছে।”

বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন সাবেক উপপরিচালক বলেছেন, “যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীদের রেমিট্যান্সে কর বসানো হলে বৈধ পথে অর্থ পাঠানোর প্রবণতা কমে যাবে। হুন্ডির মতো অবৈধ চ্যানেল আবার সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে, যা অর্থনীতির জন্য ভয়াবহ।”

বাংলাদেশের উন্নয়ন সংগঠক রাশিদা আখতার বলেন, “প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ কেবল ভোগের জন্য নয় — এই টাকায় গ্রামে ঘর তৈরি হয়, কৃষিকাজে বিনিয়োগ হয়, ছেলে-মেয়ে স্কুলে যায়। ট্যাক্স আরোপ করলে এই জীবনচক্রটাই ব্যাহত হবে।”

গত কয়েক বছরে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তত ১৮টি অঙ্গরাজ্যে অভিবাসীদের রেমিট্যান্সের উপর কর আরোপের আইনি প্রস্তাব উঠেছিল। তবে স্থানীয় প্রতিরোধ ও আইনি জটিলতার কারণে প্রায় সবকটি বাতিল হয়েছে। কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসনের এ সময়ে ফেডারেল পর্যায়ে রেমিট্যান্স নীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে পারেন — এমন আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

আবুল কালাম বলেন, “যদি এই কর বসে, আমাদের মতো গরিব প্রবাসীরা সবচেয়ে বেশি কষ্টে পড়বে। আর দেশে আমার মা, মেয়েরাও।”

রেমিট্যান্সের উপর কর আরোপ হলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো। এসব দেশের বহু পরিবার নির্ভর করে আমেরিকায় দিনরাত শ্রম দেওয়া একজন পরিবারের সদস্যের উপর। ল্যাটিন আমেরিকার অর্থনীতিতে এর প্রভাব পড়বে। যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব মানবিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্যকেও নাড়া দিতে পারে বলে উদ্বেগ বাড়ছে বিশেষজ্ঞ মহলে।

ইন্টার-আমেরিকান ডায়ালগের অভিবাসন, রেমিট্যান্স এবং উন্নয়ন প্রোগ্রামের পরিচালক মানুয়েল ওরোজকো বলেন, “রেমিট্যান্স কমানোর যেকোনো উদ্যোগ যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব স্বার্থে আঘাত হানবে। এর প্রভাব পড়ে নিজ দেশেও।” তিনি ব্যাখ্যা করেন, অনেক গরিব শহর বা গ্রামে চাকরির সুযোগ সীমিত। সেখানকার মানুষের জন্য রেমিট্যান্সই একমাত্র জীবনরেখা। তাই রেমিট্যান্সের সুযোগ কমলে, মানুষ আবারও ঝুঁকি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে ঢোকার চেষ্টা করবে।

তবে এই উদ্যোগের সমর্থকরা বলছেন, যারা অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করেন, তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করা এবং সরকারের জন্য রাজস্ব আয়ের পথ খোলার জন্য রেমিট্যান্সে কর আরোপ কার্যকর হতে পারে। মার্ক ক্রিকোরিয়ান, যিনি সেন্টার ফর ইমিগ্রেশন স্টাডিজ-এর নির্বাহী পরিচালক, বলেন: “মানুষ যুক্তরাষ্ট্রে আসে মূলত কাজ করতে এবং সেই টাকা দেশে পাঠাতে। যদি এই কাজটিই কঠিন করে তোলা হয়, তাহলে তাদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে আসার আকর্ষণ অনেকটাই কমে যাবে।”

ফোবানায় বিভক্তি, নেপথ্যে ‘আমন্ত্রণ’

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আড়ালে টাকা-পয়সার খেলা

প্রবাসীরা অভিযোগ করছেন, ফোবানার ছত্রছায়ায় বাংলাদেশ থেকে অতিথি আনার নামে প্রতি বছর আয়োজকরা দাওয়াতের নামে লক্ষাধিক টাকা আদায় করছেন। ফোবানার নামে বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসার প্রক্রিয়ায় কোটি কোটি টাকা লেনদেন হয়। অনেক সময় এই আমন্ত্রণ পত্রই ভিসা পেতে একটি প্রধান উপাদান হিসেবে কাজ করে। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আয়োজকরা নানা ধরনের টাকার লেনদেন চালিয়ে যাচ্ছেন। যা প্রবাসী সমাজের মধ্যে নানা ধরনের অবৈধ ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্ম দিয়েছে।

অনেকে ফোবানার অনুষ্ঠানে অতিথি হওয়ার নামে বাংলাদেশ থেকে আসার জন্য প্রচুর অর্থ দিয়ে থাকেন। আয়োজকরা তাদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা নিয়ে আমন্ত্রণপত্র, ভিসার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়। অনেক সময় এমনকি ভিসার আবেদন প্রক্রিয়ায় সাহায্য করার নাম করে অতিরিক্ত অর্থ দাবি করা হয়। এতে করে সাধারণ মানুষ যেখানে স্বপ্ন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আসার চেষ্টা করেন, সেখানে ‘দাওয়াত বাণিজ্য’ একটি মুনাফার ব্যবসায় পরিণত হয়েছে।

এই প্রক্রিয়ার ফলে যুক্তরাষ্ট্রে ভিসা পেয়ে আসা অনেকেই আদতে ফোবানার আসল সংস্কৃতি বা ঐক্যবদ্ধতার অংশ হন না। তারা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য বা সময় শেষে বিদেশে থাকার সুযোগ পাওয়ার জন্য এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। এতে মূলত আয়োজকরা আর্থিক লোভে উৎসাহী হয়ে পুরো অনুষ্ঠানকে বাণিজ্যিক রূপে রূপান্তরিত করেছেন।

এই ‘দাওয়াত বাণিজ্য’ অনেক সময় প্রবাসী সমাজের মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যা তৈরি করে। কেউ কেউ ভিসার সুযোগ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে এসে সমাজের মধ্যে সংহতি ও ঐক্যের পরিবর্তে বিভাজন ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেন। অনেক সময় এই অতিথিরা সমাজের স্বাভাবিক নিয়মকানুন অমান্য করে নানা রকম সামাজিক সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ান। এতে প্রবাসী কমিউনিটির সম্মান ক্ষুণ্ন হয়।

প্রবাসীরা বলছেন, আসলে ফোবানার আসল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ছিল বাংলাদেশি সংস্কৃতি, ঐক্য ও একাত্মতার প্রচার। কিন্তু ‘দাওয়াত বাণিজ্য’ ও অর্থ

> বিভক্ত ফোবানা সম্মেলনের কারণে অনেক প্রবাসী এ আয়োজন নিয়ে বিভ্রান্ত ও হতাশ। তারা বলছেন, একেকবার একেক গ্রুপ ফোবানা করে। আরেকবার হয় নতুন কোন আয়োজক। ফলে আমরা বুঝতে পারছি না আসল ফোবানা কোনটি। এর ফলে আয়োজনে আগ্রহও কমে যাচ্ছে।

লেনদেনের ছায়ায় তা আজ হারিয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণ না হলে, ভবিষ্যতে ফোবানা সম্মেলনের গুরুত্ব ও মর্যাদা দিন দিন কমে যাবে বলে তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

তাই অনেক সচেতন প্রবাসী ও বিশ্লেষক দাবি করেন, ফোবানার আয়োজনকে বাণিজ্যিক মঞ্চ থেকে মুক্ত করে আবার ঐক্যবদ্ধ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্ল্যাটফর্মে পরিণত করতে হবে। যাতে প্রকৃত অর্থে প্রবাসী সমাজের উন্নয়ন, সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও একাত্মতা বজায় রাখা যায়। অন্যথায়, আজকের বিভাজন ও লোভ-লোভিতেয়া ফোবানার ভবিষ্যতকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করবে।

আটলান্টায় নতুন ফোবানা আয়োজনে আগ্রহ কম প্রবাসীদের

আগামী ২৯ থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত জর্জিয়ার আটলান্টায় অনুষ্ঠিতব্য নতুন ফোবানা কনভেনশনের ঘোষণা দিয়েছে একটি পক্ষ। আয়োজকরা দাবি করছেন, এতে অংশগ্রহণ করবে প্রায় ৮০টি সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন। তবে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে এই নতুন আয়োজনে দেখা যাচ্ছে তেমন উৎসাহ নেই।

বিভক্ত ফোবানা সম্মেলনের কারণে অনেক প্রবাসী এ আয়োজন নিয়ে বিভ্রান্ত ও হতাশ। তারা বলছেন, একেকবার একেক গ্রুপ ফোবানা করে। আরেকবার হয় নতুন কোন আয়োজক। ফলে আমরা বুঝতে পারছি না আসল ফোবানা কোনটি। এর ফলে আয়োজনে আগ্রহও কমে যাচ্ছে।

ভার্জিনিয়ায় বসবাসরত এক প্রবাসী বলেন, যেখানে একসময়ে ফোবানা ছিল ঐক্যের মঞ্চ, এখন সেখানে শুধু বিভক্তি আর বাণিজ্যের ঝক্কি। তিনি আরও বলেন, এই বিভক্তি ও অর্থের লোভের কারণে আয়োজনের মূল সার্থ ও মান অনেক নিচে নেমে গেছে।

অন্যদিকে, আটলান্টায় নতুন কনভেনশন আয়োজকরা মনে করেন, তাদের আয়োজন প্রবাসী সমাজকে নতুন করে একত্রিত করবে এবং একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করবে। তবে প্রবাসীদের মনোভাব এখনো শঙ্কাময় বলে মত সংশ্লিষ্টদের।

মান কমেছে ফোবানার

নিউইয়র্ক, নিউ জার্সি, টেক্সাস, ভার্জিনিয়া—যেখানেই হোক না কেন, প্রবাসীরা এখন ফোবানা নিয়ে হতাশ। কেউ কেউ বলছেন, আগে যেখানে সম্মেলনে দেশ-বিদেশের বিশিষ্টজনেরা আসতেন, গুরুত্বপূর্ণ সভা-সেমিনারে আলোচনা হতো, সেখানে এখন তা সীমিত কয়েকজনের বিনোদনে আটকে গেছে। অনেক সময় তা রুচির বাইরে চলে যায়। এমনকি বিভিন্ন স্টেট থেকে যেসব সংস্কৃতিকর্মী আসেন তাদের যোগ্যতা নয়, বরং পরিচিতি, প্রভাব ও ‘সেটিং’-এর ভিত্তিতে সুযোগ মেলে।

সচেতন প্রবাসীরা বলছেন, সব কিছু ছাপিয়ে এখন ফোবানা যেন হয়ে উঠেছে স্ট্যাটাস দেখানোর মাধ্যম। কেউ কেউ এমনও আছেন যারা ব্যক্তিগত খরচে হলেও ফোবানা করতে চান। যাতে করে সমাজে প্রভাব বিস্তার করা যায়। আর এসব আয়োজনের নেপথ্যে রয়েছে ইগোর সংঘাত। একেকজন আয়োজকের মাঝে থাকে নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব, কে কার চেয়ে বড়—সে প্রতিযোগিতা।

ফোবানার সূচনালগ্নে এর উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা, সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং প্রবাসী নতুন প্রজন্মকে শিকড়ের সঙ্গে সংযুক্ত রাখা। কিন্তু এখন তা একরকম ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে রূপ নিয়েছে—যেখানে থাকে উচ্চমূল্যের টিকিট, কর্পোরেট স্পনসরশিপ, গালা ডিনার আর বিজ্ঞাপনভিত্তিক লাভের হিসাব। আগে যেখানে বাংলাদেশের গান, নৃত্য, সাহিত্য থাকতো, সেখানে এখন থাকে শুধুই রঙচঙে উপস্থাপনা। অনুষ্ঠান হয়, কিন্তু তাতে প্রাণ থাকে না।

ফোবানার অতীত গৌরব স্মরণ করে প্রবাসীরা আজ আক্ষেপ করেন। কেউ কেউ এখনো আশা করেন, কোনো একদিন এই বিভক্তি ও ব্যবসায়িক ছায়া কাটিয়ে আবারও ঐক্যের প্ল্যাটফর্মে ফিরবে ফোবানা। তবে তার জন্য দরকার নেতৃত্বে সততা, উদ্দেশ্যে স্বচ্ছতা এবং সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করার মানসিকতা।

সিডিপেপ নিয়ে নতুন বিল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

একক এফআই-তে রূপান্তরের ফলে যে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে, তা মোকাবিলায় সব বিকল্প বিবেচনা করা জরুরি। রূপান্তরের এক মাস পরও ৯৯ হাজার কর্মী একটি বেতনও পাননি, তাদের স্বাস্থ্য সুবিধা বন্ধ হয়ে গেছে, এবং অগণিত প্রতিবন্ধী ও বয়স্ক মানুষ পরিচর্যার বাইরে চলে গেছেন। মানুষ ভেঙে পড়ছে-আমরা এমনও শুনেছি যে কেউ কেউ ভাড়া দিতে না পেরে গাড়িতে ঘুমানোর পরিকল্পনা করছেন।’

অনেক ব্যক্তিগত সহকারী (পার্সোনাল এসিস্ট্যান্ট) দীর্ঘ সময় বেতন না পাওয়ায় অন্য কাজ খুঁজে নিয়েছেন, আবার কেউ কেউ স্বাস্থ্য সুবিধা বা মজুরি কমে যাওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এতে সেবার মানও পড়ে গেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

এদিকে, রাজ্যের গভর্নর ক্যাথি হোকুলের অফিস বলছে, ‘এই নতুন আইন বাস্তবতাকে উপেক্ষা করছে।’

হোকুলের মুখপাত্র স্যাম স্পোকনি বলেন, ‘পুরনো সিডিপেপ ব্যবস্থায় শত শত এফআইয়ের মাধ্যমে বিপুল প্রশাসনিক অপচয় ও জালিয়াতি হতো, যা এই কর্মসূচিকে বিপদে ফেলে দিয়েছিল। একক এফআই ব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা এই অপচয় বন্ধ করতে পেরেছি এবং এটি এখন আরও কার্যকর ও সাশ্রয়ী হচ্ছে।’

পিপিএল দাবি করেছে, ১ এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া রূপান্তরের পর ১ লাখ ৯৮ হাজার জন ব্যক্তিগত সহকারীকে ৬১৯ মিলিয়নের বেশি অর্থ দেওয়া হয়েছে এবং ষষ্ঠ সপ্তাহে ৯৯ শতাংশ রেজিস্টার্ড কর্মীদের সময়মতো বেতন দেওয়া হয়েছে।

বিলটির মাধ্যমে ছোট পরিসরে কাজ করার অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো পুনরায় সিডিপেপ পরিচালনায় অংশ নিতে পারবে, যা গ্রাহকদের পছন্দ ও সেবার মান বৃদ্ধি করবে বলে আইনপ্রণেতারা মত প্রকাশ করেছেন।

বিলটির প্রতি দ্বিদলীয় সমর্থনও রয়েছে। অ্যাসেম্বলি স্বাস্থ্য কমিটির রিপাবলিকান র‍্যাঙ্কিং সদস্য জোশ জেনসেন বলেন, ‘এই বিলের প্রবর্তন দেখে আশাবাদী হচ্ছি। রূপান্তরের পূর্ব ও পরবর্তী নানা সমস্যা বিবেচনায় এনে সকল পক্ষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে এই প্রক্রিয়া আরও দক্ষ ও কার্যকর করতে হবে।’

নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটের চলতি বছরের অধিবেশন শেষ হবে আগামী ১২ জুন এবং অ্যাসেম্বলি অধিবেশন শেষ হবে ১৭ জুন। এই সময়ের মধ্যেই বিলটি নিয়ে আলোচনার অগ্রগতি এবং সম্ভবত ভোট অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সিডিপেপ প্রোগ্রামটি নিউইয়র্ক রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ হোম কেয়ার সেবা, যা প্রতিবন্ধী ও বয়স্ক মানুষদের নিজ পছন্দের ব্যক্তি (যেমন আত্মীয়, বন্ধু) থেকে পরিচর্যা গ্রহণের সুযোগ দেয়। এই সেবাটি বর্তমানে প্রায় দুই লক্ষ সহকারী ও হাজার হাজার সুবিধাভোগী পরিবারকে সহায়তা করে আসছে।

বইমেলার ৩৪ বছর
নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা
যত বই তত প্রাণ

34th NEW YORK INTERNATIONAL BANGLA BOIMELA

৩৪তম নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা

May 23 – 26, 2025

Friday & Monday: 4:00 PM – 11:00 PM
Saturday & Sunday: 11:00 AM – 11:00 PM

VENUE
Jamaica Performing Arts Center (JPAC)
153-10 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432

CONTACT
+1 703-589-8534, +1 610-203-9695
+1 347-656-5106

প্রধান অতিথি

ফিলিস টেইলর
মুক্তিযুদ্ধের মার্কিন বন্ধু

বিশেষ সম্মাননীয় অতিথি

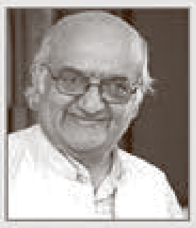
অধ্যাপক রেহমান সোবহান
চেয়ারম্যান, সিপিডি

গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক
সাহিত্য সমালোচক, দার্শনিক
অধ্যাপক, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

ড. রওনক জাহান
সম্মানীয় ফেলো, সিপিডি

ক্যাপ্টেন (অব.)
সিতারা বেগম
বীর প্রতীক

আমন্ত্রিত লেখক

- **ড. আবদুন নূর** — কথাসাহিত্যিক ও নাট্যকার
- **বিরূপাক্ষ পাল** — লেখক ও বিতার্কিক
- **মুস্তাফিজ শফি** — কবি, বহুমাত্রিক লেখক, সাংবাদিক
- **সরকার কবীর উদ্দিন** — লেখক ও সাংবাদিক
- **আবু সাঈদ খান** — প্রাবন্ধিক
- **নাজমুন নেসা পিয়ারি** — অনুবাদক
- **জাফর আহমদ রাশেদ** — কবি
- **ড.শামীম রেজা** — অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- **বদরুজ্জামান আলমগীর** — কবি ও প্রাবন্ধিক
- **ফারুক আহমেদ** — কবি, সাহিত্য সম্পাদক
- **মঈনুদ্দীন মুনশি** — কবি
- **অভীক সারোয়ার রহমান** — লেখক ও সাংবাদিক
- **হুমায়ূন কবীর ঢালী** — লেখক ও প্রকাশক
- **তানভীর তারেক** — লেখক ও সাংবাদিক
- **আশিক মুস্তাফা** — শিশুসাহিত্যিক
- **পারমিতা হিম** — কথাসাহিত্যিক

লেখক-পাঠক-মুখোমুখি
নতুন বই নিয়ে আলোচনা
স্বরচিত কবিতা পাঠ
কবিতা আবৃত্তি
বিতর্ক
সেমিনার
আলোকচিত্র প্রদর্শনী
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

উদ্বোধক

সাদাত হোসাইন
কবি ও ঔপন্যাসিক

আমন্ত্রিত প্রকাশক

- **মনিরুল হক** — অনন্যা
- **আলমগীর সিকদার লোটন** — আকাশ প্রকাশন
- **রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল** — নালন্দা
- **জসিম উদ্দিন** — কথাপ্রকাশ
- **সজল আহমেদ** — কবি প্রকাশনী
- **দীপঙ্কর দাশ** — বাতিঘর
- **মাহবুবুল হাসান ফয়সল** — ঋদ্ধি প্রকাশন

এছাড়াও থাকছে প্রকাশনা সংস্থা

সময় প্রকাশন
আহমদ পাবলিশিং হাউস
অন্বয় প্রকাশ
প্রথমা প্রকাশন
অঙ্কুর প্রকাশনী
স্টুডেন্ট ওয়েজ
কাকলী প্রকাশনী
কালের চিঠি
শব্দঘর
মুক্তধারা নিউ ইয়র্ক
ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স

আমন্ত্রিত শিল্পী

রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা

ফাহমিদা নবী

দেবদাস চৌধুরী

শাহ মাহবুব

কৃষ্ণ তিথি

স্বপ্নীল সজীব

মেহ্র শাহীন হোসেন

আরো থাকছেন
কার্তিক চন্দ্র মন্ডল, উজ্জল ব্যানার্জিসহ
বিভিন্ন খ্যাতনামা শিল্পী ও সংগঠন

রোকেয়া হায়দার
আহ্বায়ক, নিউ ইয়র্ক
আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা ২০২৫

ডা. জিয়াউদ্দীন আহমেদ
চেয়ারপারসন, মুক্তধারা ফাউন্ডেশন

আয়োজনে
মুক্তধারা ফাউন্ডেশন

www.nyboimela.org
nyboimela@gmail.com

Principal Patrons: Syed Zaki & Rahat Hossain | GFB GROUP | Principal Hosne Ara Ahmad Foundation (DR. ZIAUDDIN AHMED & DR. FATEMA AHMED) | REVIVIFY

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member: naea NYSSEA

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

- প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

সংকটেও থামেনি জনস্রোত, দেশের বড় শহরের তকমা নিউইয়র্কের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

উচ্চ জীবনযাত্রার ব্যয়, নিরাপত্তা উদ্বেগ ও কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তায় এক সংকটময় পরিস্থিতি কাটিয়েছে নিউইয়র্কবাসী। তবুও এই শহরের প্রতি টান কমেনি মানুষের। বরাবরের মতোই দেশের বড় শহরের তকমা ধরে রেখেছে নিউইয়র্ক। ২০২৩ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে এই শহরে ৮৭ হাজার ১৮৪ জন নতুন বাসিন্দা যুক্ত হয়েছে। যা এর মোট জনসংখ্যাকে ৮.৪ মিলিয়নেরও বেশি করে দিয়েছে।

মে মাসে প্রকাশিত ভিনটেজ ২০২৪ ডেটা বলছে, নিউইয়র্ক সিটি এখনও দেশের সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ শহর। মূলত অর্থনৈতিক সুযোগ, উন্নত অবকাঠামো এবং সামাজিক বৈচিত্র্যই নিউইয়র্ককে আকর্ষণীয় করে তুলেছে নতুন মানুষের জন্য। অন্যদিকে, টেক্সাসের প্রিন্সটন শহর গত এক বছরে প্রায় ৩০ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। যা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ বৃদ্ধির হার।

এছাড়া, জ্যাকসনভিল (ফ্লোরিডা) এবং ফোর্ট ওয়ার্থ (টেক্সাস) শহরগুলো ২০২৩ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ১

মিলিয়ন জনসংখ্যার সীমানা অতিক্রম করেছে। দেশের ছোট শহরগুলো তুলনামূলকভাবে কম বৃদ্ধি পেয়েছে। যেখানে ৫ হাজার জনের নিচের শহরগুলোর গড় জনসংখ্যা বৃদ্ধি মাত্র ০.৩ শতাংশ।

এদিকে জনসংখ্যা বাড়ার মানেই শুধু অগ্রগতি নয়। এতে করে বাড়ছে বাসস্থানের সংকট, গাড়ির জট, স্কুল-হাসপাতালে চাপ এবং পরিবেশগত দুর্যোগের আশঙ্কা। নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস সম্প্রতি স্বীকার করেছেন, শহর যত বাড়ছে, আমাদেরও পরিকল্পনার গভীরতা বাড়াতে হবে। জনসংখ্যা বাড়া আশার কথা, তবে তা টেকসই করতে হবে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নিউইয়র্কে জনসংখ্যা বাড়ার হার হয়তো কিছু সময়ের মধ্যে ধীর হবে। কিন্তু শহরের বৈচিত্র্য, অর্থনৈতিক সুযোগ এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকার কারণে এ শহরের আকর্ষণ কমবে না।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, নিউইয়র্ক শহর কেবল সংখ্যা নয়। একটি স্বপ্ন, একটি গতিময় জীবনধারা। তবে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে দরকার দূরদর্শী পরিকল্পনা ও সুশাসন। নতুন বাসিন্দাদের আগমন সেই স্বপ্নের নতুন অধ্যায় রচনা করছে। যেখানে সুযোগ যেমন আছে, তেমনি দায়িত্বও অনিবার্য। নিউইয়র্ক এখনো ‘বিগ অ্যাপল’—তবে তার খোসা যাতে ছিঁড়ে না যায়, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

হাউসে ‘বিগ বিউটিফুল বিল’ অনুমোদিত

রোকেয়া দীপা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল অ্যাক্ট’ হাউস বাজেট কমিটিতে এক ভোটের ব্যবধানে পাস হয়েছে। রবিবার রাতের এই ভোটে বিলটি ১৭-১৬ ভোটে পাস হয়, যেখানে চারজন রিপাবলিকান সদস্য ‘প্রেজেন্ট’ ভোট দিয়ে তাদের অবস্থান নিরপেক্ষ রেখেছেন।

এই বিলটি পাস হলে ব্যাপক করছাড়ের (ট্যাক্স কাট) বিনিময়ে বিভিন্ন খাতে, বিশেষ করে মেডিকেইডে, শত শত বিলিয়ন ডলারের কাটছাঁট করা হবে।

পাঁচ বছরে আমেরিকায় গিয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এখনো কোনো প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়নি।

সাধারণত, ডিএইচএস প্রতিবছর পূর্ববর্তী অর্থবছরের ওভারস্টে সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। তাই ২০২৪ অর্থবছরের প্রতিবেদন ২০২৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে এবং ২০২৫ অর্থবছরের প্রতিবেদন ২০২৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

তবে নানা সূত্রের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, এই পাঁচ বছরে প্রায় ২৫ লাখ মানুষ ভ্রমণের অনুমতিপত্র নিয়ে গিয়ে আর ফেরেননি। বিশেষজ্ঞদের মতে, সীমান্ত পেরিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশের পাশাপাশি ভিসা নিয়ে গিয়ে সময় শেষ হওয়ার পরেও ফেরত না আসা ব্যক্তিরাই এখন যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ বসবাসকারীর অন্যতম প্রধান উৎস।

প্রকাশিত প্রতিবেদনে বাংলাদেশি নাগরিকদের নিয়ে নির্দিষ্টভাবে কিছু বলা হয়নি। তবে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বোঝা যায়, বাংলাদেশ থেকেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ এই শ্রেণিতে পড়েন।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, অনেকেই ইচ্ছাকৃতভাবে আমেরিকায় থেকে যান কর্মসংস্থান বা রাজনৈতিক আশ্রয়ের আশায়। কেউ কেউ আবার মহামারির সময়ে বিমানসেবা না পাওয়া বা ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে ফিরতে পারেননি।

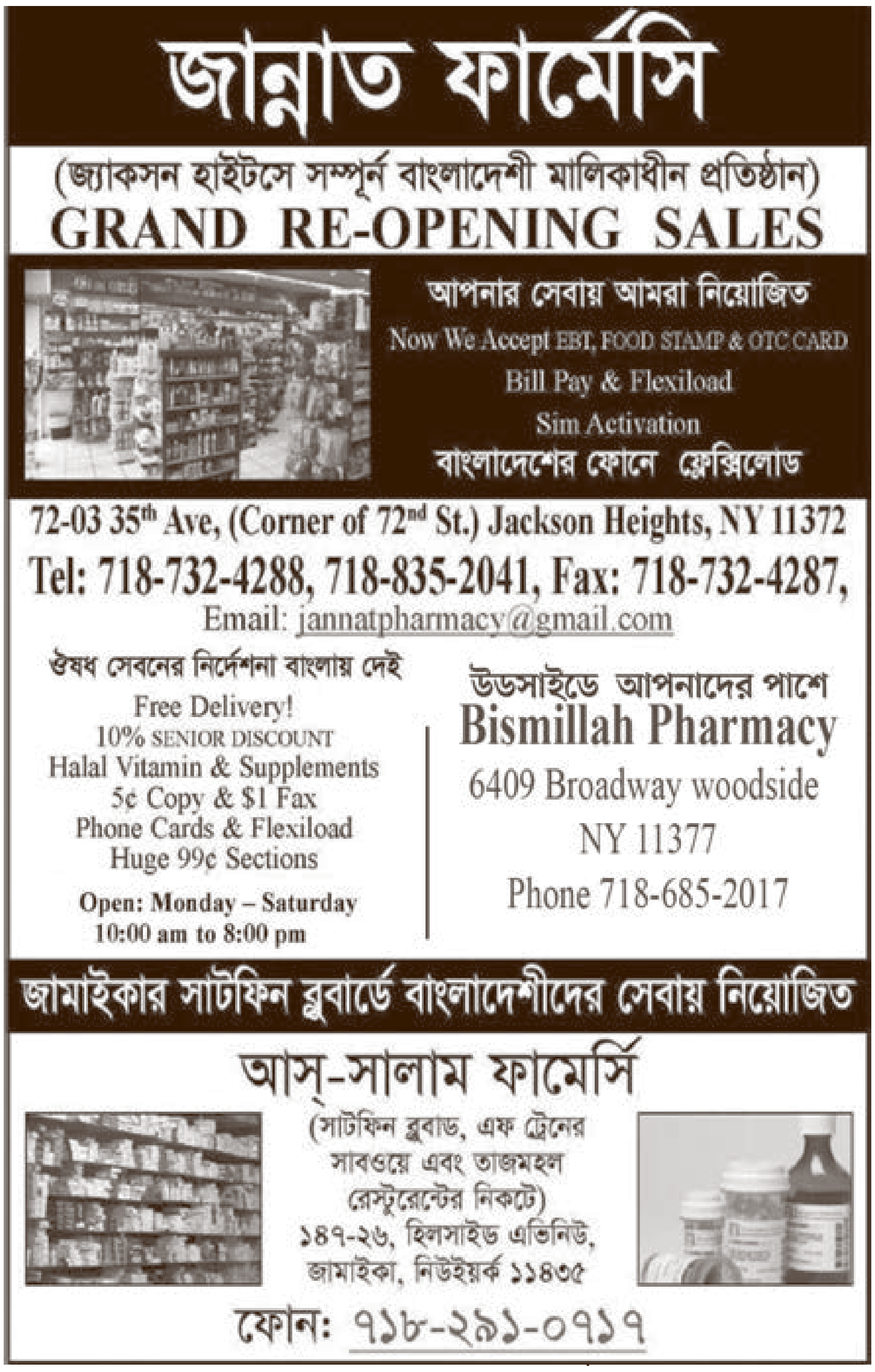

নিউইয়র্কে হাজারো প্রি-কে আসন ফাঁকা, ভর্তিবঞ্চিত শিশুরা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্ক সিটির প্রি-কে প্রোগ্রামে হাজার হাজার আসন ফাঁকা থাকা সত্ত্বেও অনেক শিশু তাদের পছন্দের স্কুলে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছেন না। চলতি বছর প্রায় ৫৬ হাজার চার বছর বয়সী শিশুকে প্রি-কে প্রোগ্রামে ভর্তি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। যেখানে আসনের সংখ্যা প্রায় ৭০ হাজার। একই সময়ে, থ্রি-কে প্রোগ্রামে ৪৭ হাজার আসনের বিপরীতে মাত্র ৪৪ হাজার শিশুকে স্থান দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষা বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, শহরের অনেক অঞ্চলে আসন ও শিশুদের চাহিদার মধ্যে বড় ফাঁক দেখা যাচ্ছে। ব্রুকলিনের বুশউইক ও রিজউড এলাকায় এক পরিবার অভিযোগ করেছে, তারা এমন এক কেন্দ্রে স্থান পেয়েছেন যেখানে ট্রেনে যেতে প্রায় ৪০ মিনিট সময় লাগে। অভিভাবকরা বলছেন, ছোট শিশু নিয়ে এতদূর যাওয়া সম্ভব নয়। তাই তারা বাধ্য হয়ে বেসরকারি প্রোগ্রামে ফিরতে হচ্ছেন।

শিশু অধিকারকর্মীরা বলছেন, আসনের অবস্থান ও চাহিদার অমিল, শিশুদের সংখ্যা হ্রাস এবং পর্যাপ্ত প্রচার না হওয়াই মূল সমস্যা। এর পাশাপাশি কিছু আসন শুধুমাত্র নিম্নআয়ের পরিবারের জন্য সংরক্ষিত থাকায় সমস্যাটি আরও জটিল হয়েছে।

মেয়র এরিক অ্যাডামস থ্রি-কে প্রোগ্রামের দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং প্রচারের জন্য ৫ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ রেখেছেন। তবে এই বরাদ্দ কেবল চলতি বছর পর্যন্ত কার্যকর হবে। শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি চ্যান্সেলর সিমোন হকিন্স জানিয়েছেন, শুধু আসন বাড়ানোই নয় আসনগুলোকে শিশুদের কাছে নেয়ার কাজও জরুরি।

যদিও অনেক শিশু তাদের পছন্দের স্কুলে যেতে না পারলেও, এবার প্রত্যেক পরিবারের জন্য অন্তত একটি প্রস্তাব এসেছে। গ্রীষ্মের মধ্যেই অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে আরো অনেক শিশুর স্থান নিশ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

নিউইয়র্কের ঋণগ্রস্ত বাড়ির মালিকরা সময় পেলো আরও ২ সপ্তাহ

কর-ঋণ বিক্রয়

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃপক্ষ বিতর্কিত কর-ঋণ বিক্রয় কর্মসূচির সময়সীমা দুই সপ্তাহ পিছিয়ে দিয়েছে। ২০ মে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও নতুন তারিখ অনুযায়ী এটি অনুষ্ঠিত হবে ৩ জুন। নগর সরকারের ফাইন্যান্স বিভাগ জানিয়েছে, সম্পত্তির মালিকদের আরও কিছু সময় দেওয়ার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যাতে তারা বকেয়া পরিশোধ বা প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে নিজেদের সম্পত্তি বিক্রয়ের তালিকা থেকে বাদ দিতে পারেন।

জানা গেছে, প্রায় ৩০ হাজার বকেয়া সম্পত্তির মধ্যে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ মালিক এই তালিকা থেকে নিজেদের নাম বাদ দিতে পেরেছেন। নগর কর্তৃপক্ষ এই লক্ষ্যে দুই মিলিয়ন ডলারের একটি সচেতনতামূলক প্রচার চালালেও এখনও প্রায় ১৮ হাজার সম্পত্তি বিক্রয়ের তালিকায় রয়ে গেছে। এসব সম্পত্তির প্রায় ৭০ শতাংশই এমন এলাকায় অবস্থিত, যেখানে মূলত অশ্বেতাঙ্গ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বাস।

এই কর-ঋণ বিক্রয় কর্মসূচি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্ক চলছে। বিনিয়োগকারীরা ঋণ দাবি কিনে নিয়ে উচ্চ সুদসহ বকেয়া আদায় করতে পারেন। সময়মতো ঋণ পরিশোধ না হলে মালিকদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ বা সম্পত্তি দখলের মতো কঠোর পদক্ষেপ নিতে পারেন। ফলে, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগণের বাসস্থান হারানোর ঝুঁকি বেড়ে যায়।

শহরের ফাইন্যান্স বিভাগের একজন মুখপাত্র বলেন, অনেক মালিক আগ্রহ প্রকাশ করলেও এখনো কার্যকর পদক্ষেপ নেননি। তাই তাদের শেষবারের মতো সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে একক পরিবারের মালিকেরা শুধুমাত্র পানির বিল বকেয়া থাকলে এই বিক্রয়ের আওতায় পড়বেন না। তবে যাদের সম্পত্তি কর ৫ হাজার ডলার বা তার বেশি এবং তিন বছর ধরে বকেয়া, কিংবা পানির বিল ১ হাজার থেকে ৩ হাজার ডলার এবং এক বছর ধরে বকেয়া তারা বিক্রয়ের ঝুঁকিতে রয়েছেন।

তালিকা থেকে নাম বাদ দিতে সম্পত্তির মালিকদের বকেয়া পরিশোধ, কিস্তিতে পরিশোধের পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ, ‘ইজি এক্সিট’ আবেদন, কর ছাড়ের জন্য আবেদন কিংবা প্রোবেট ফাইল করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এই বিক্রয় পেছানোয় কিছুটা সময়সুযোগ তৈরি হলেও, এর ন্যায্যতা ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব নিয়ে বিতর্ক এখনো অব্যাহত। বিশেষ করে প্রান্তিক ও নিম্নআয়ের বাসিন্দাদের জীবনযাত্রা এর ফলে যে হুমকির মুখে পড়ছে, তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন অধিকারকর্মী ও সামাজিক সংগঠন।

প্রসঙ্গত, এই কর্মসূচি ১৯৯৬ সালে শুরু হয় এবং সর্বশেষ ২০২১ সালে এটি অনুষ্ঠিত হয়। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে কিছুদিন স্থগিত থাকার পর নগরের রাজস্ব ঘাটতি পূরণে এটি আবার চালু করা হয়েছে। তবে কিছু নতুন নিয়ম ও সুরক্ষা শর্ত সংযুক্ত করে।

ব্রংকসে ছয় বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

বিশেষ প্রতিনিধি

নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও প্রসারে ছয়টি নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন এবং গ্রন্থপাঠ ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত রবিবার (১৮ মে) বাফা মিলনায়তনে প্রবাসী লেখক ও সাহিত্যপ্রেমীদের অংশগ্রহণে এ মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন তারেক আহমদ। প্রথম পর্বে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার ছয়টি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন প্রবাসের বিশিষ্ট সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা। ইমরান আলী টিপুর কবিতার বই ‘যে আলো শুধু অন্ধকারে জ্বলে’ এর মোড়ক উন্মোচন করেন সাপ্তাহিক বাঙালির সম্পাদক কৌশিক আহমদ। বেনজির শিকদারের ‘দ্বিপ্রহরের দ্বিধা’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন লেখক ও সাংবাদিক মনজুর আহমদ। কবি শামস আল মুমিন মোড়ক উন্মোচন করেন সুমন শামসুদ্দিনের ‘ইশারার মৌমাছিরা’ কবিতার বইয়ের। বাফার কর্ণধার ফরিদা ইয়াসমিন মাসুম আহমেদের ‘যাপিত জীবনের গপ’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন। মেরিল্যান্ড থেকে আগত কবি শিউল মনজুর আহবাব চৌধুরীর ‘করোনাকালের ডায়েরি’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন। আর সাহিত্য একাডেমির পরিচালক মোশাররফ হোসেন ‘হিপহপ জনপদ: দ্য ব্রংক্স এবং অন্যান্য’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন।

পরবর্তী পর্বে লেখকগণ তাঁদের অনুভূতি প্রকাশ করেন এবং গ্রন্থ থেকে পাঠ করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সোনিয়া কাদির, আহবাব চৌধুরী, মাসুম আহমেদ, সুমন শামসুদ্দিন, বেনজির শিকদার ও ইমরান আলী টিপু। তৃতীয় পর্বে সাহিত্য ও সাংবাদিকতা, টেলিভিশন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিজমসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা আলোচনা করেন।

ডিসেম্বরেই নির্বাচন হওয়া উচিত

অফিসার্স অ্যাড্রেসে সেনাপ্রধান

ঢাকা ডেস্ক

জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান বলেছেন, নির্বাচন বিষয়ে তাঁর অবস্থান আগের মতোই রয়েছে। তিনি মনে করেন, ডিসেম্বরেই নির্বাচন হওয়া উচিত। বুধবার ঢাকা সেনানিবাসে আয়োজিত ‘অফিসার্স অ্যাড্রেস’-এ তিনি এসব কথা বলেছেন। অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে।

অনুষ্ঠানে সেনাপ্রধান বলেন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কখনোই এমন কোনো কার্যকলাপে যুক্ত হবে না, যা সার্বভৌমত্বের জন্য ক্ষতিকর হবে। এই অনুষ্ঠানে ঢাকায় কর্মরত সেনা কর্মকর্তারা সশরীরে অংশ নেন। ঢাকার বাইরে থাকা সেনা কর্মকর্তারা ভার্চুয়ালি যুক্ত হন।

বিভিন্ন সূত্র জানায়, সেনাপ্রধান জাতীয় স্থিতিশীলতায় সশস্ত্র বাহিনীর নিরলস সেবা ও প্রতিশ্রুতির ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেন, সেনাবাহিনী অন্তর্বর্তী সরকারকে সব ধরনের সহযোগিতা করে যাচ্ছে, ভবিষ্যতেও তা করে যাবে। তিনি বলেন, সামনে কোরবানির ঈদ। মানুষ যেন নিরাপদে ঈদ উদ্‌যাপন করতে পারে, সে ব্যাপারে সবাইকে সহযোগিতা করতে হবে।

জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান সকল পর্যায়ের সেনাসদস্যদের নিরপেক্ষ থাকার নির্দেশ দিয়ে বলেন, রাজনৈতিক সরকার দায়িত্ব নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরতে হবে। তা না হলে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার প্রেক্ষাপটে জাতীয় প্রতিরক্ষা মারাত্মক ঝুঁকির মুখে পড়বে। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় সেনাবাহিনীকে দীর্ঘমেয়াদি মোতায়েন জাতীয় প্রতিরক্ষা প্রস্তুতিকে দুর্বল করে দিতে পারে।

সেনাপ্রধান বলেন, গত ৫ আগস্ট থেকে সেনাবাহিনীর ধারাবাহিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কিছু মহল বাহিনীকে অন্যায্যভাবে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করছে। এই অবস্থায় দেশীয় ও বিদেশি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলো যাতে পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সংকট ঘনীভূত করতে না পারে, সে ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে।

সেনাপ্রধান অনুষ্ঠানে কর্মকর্তাদের বিভিন্ন প্রশ্নেরও জবাব দেন। আলোচনায় থাকা ‘মানবিক করিডর’ নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে সেনাপ্রধান বলেন, এখানে জাতীয় স্বার্থ দেখতে হবে। যা করার জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করেই করতে হবে। এর সঙ্গে রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার বিষয়টি যুক্ত করা উচিত। আর যা-ই করা হোক, পলিটিক্যাল কনসেনসাসের (রাজনৈতিক মতৈক্য) মাধ্যমে সেটা হতে হবে।

চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান বলেন, তিনি মনে করেন, এসব ক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষ ও রাজনৈতিক নেতাদের মতামত নিতে হবে। রাজনৈতিক সরকারের মাধ্যমেই কেবল এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার কার্যক্রম নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে সেনাপ্রধান বলেন, ‘কী সংস্কার হচ্ছে, কীভাবে হচ্ছে, এ বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই। এ নিয়ে আমার সঙ্গে কোনো পরামর্শ বা আলোচনা হয়নি।’ গত বছরের জুলাই-আগস্টের হত্যাকাণ্ড বিষয়ে জাতিসংঘের তথ্য অনুসন্ধান প্রতিবেদন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘এ বিষয়েও আমাদের সঙ্গে কথা বলা হয়নি।’

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
• স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
• ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
• এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
• ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবশ হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকার রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

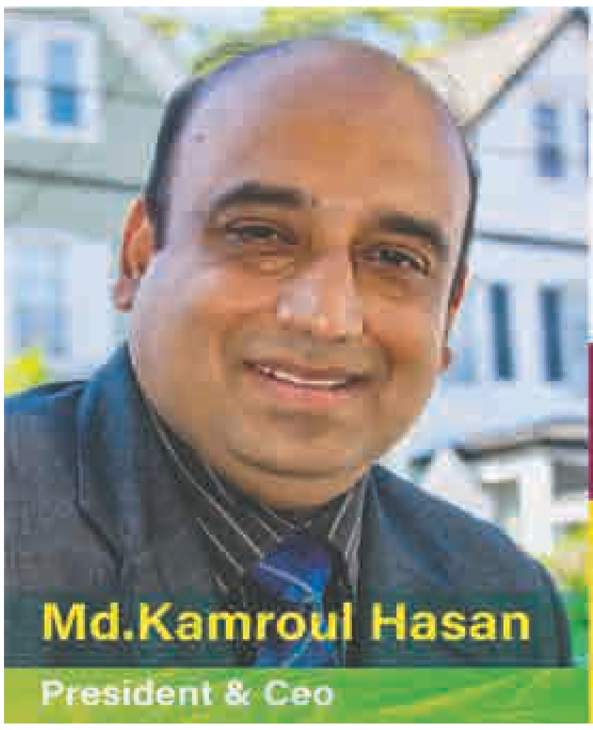

Md.Kamroul Hasan
President & Ceo

YOURHOMESOLD
GUARANTEED REALTY
Our Name is Our Promise

YOUR HOME SOLD GUARANTEED OR WELL BUY IT
আমরা বাড়ি বেচা কেনা, ট্যাক্সি লিজিং এবং টিএলসি ইনস্যুরেন্স করে থাকি।

HASAN TAXI SERVICES INC

HASAN BROKERAGE INC.
TLC সহ সকল প্রকার ইনস্যুরেন্স করা হয়

PHONE: 718-612-8825
EMAIL:hasanbrokerage@gmail.com
ADDRESS: 2115 Starling Leasing,
2nd Floor, Bronx, NY 10462

GLOBAL
Tours & Travel
BOOK YOUR FLIGHT
WITH OUR OTA
www.globaltravelbd.com
"We provide 24/7 customer support"
FLIGHT
VISA
HOTEL
$300
OFF
CALL NOW
718-406-9745
718-200-2655
* Minimum $10000 cash purchase required
Md Shamsuddin
PRESIDENT & CEO
Global Tours & Travel
World Tours & Travel

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC
প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার:
গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব
অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া
ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.
৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

Bangladeshi American Friendship Society of New York Inc.
& 66 Precinct Community Council
Presents
BROOKLYN FAIR
ব্রুকলিন মেলা
MAY 31TH 2025 SATURDAY
Powered by
MHC
PLACE: CHURCH AVENUE
(Corner of Mcdonald Ave & Church), Brooklyn
Grand Sponsor
CAREGIVER PRO
(718) 504-8054
Title Sponsor
GOLDEN AGE HOME CARE
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Ph: 718-775-7852
Gold Sponsor
Empire Care Agency
NURUL AZIM
CEO
Ph: 516-451-3748
Silver Sponsor
এটর্নী মঈন চৌধুরী
917-282-9256
Platinum Sponsor
ALEGRA HOME CARE INC.
Platinum Sponsor
Maimonides Health
PERRY D. SILVER
Attorney at Law
Ph: 917-533-1033
কর্ণফুলী ট্রাভেলস্
KARNAFULLY
HALAL XPRESS
DESHBANGLA PHARMACY
CONEY ISLAND HARDWARE & BUILDING SUPPLIES
NAZ PHARMACY
HAMZA AUTO REPAIR
718-255-1881
917-344-0726
718-427-6554
Law Office Of Michael Gazi Esq. And Associates, P.C.
Fresh Food
Mohammad Sarwar
BARI HOME CARE
Abdul
FixMyCar
718-489-8338
NY INSURANCE BROKERAGE
BUY YOUR DREAM HOUSE
MEDIA PARTNERS
TIME
ntv
বাংলা পত্রিকা
আজকাল
পরিচয়
নবযুগ
প্রথম আলো
SATV
চার্চ ম্যাকডোনাল্ড ব্রুকলিনে
উত্তর আমেরিকার
সর্ববৃহৎ পথ মেলায়
সংগীত পরিবেশন করবেন
দেশ ও প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীবৃন্দ
আহ্বায়ক
শাহ নেওয়াজ
প্রধান উপদেষ্টা
এটর্নী মঈন চৌধুরী
সদস্য সচিব
ফিরোজ আহমেদ
চেয়ারম্যান
রায়হান জামান
চীফ কো-অর্ডিনেটর
নুরুল আজিম
সাংস্কৃতিক চেয়ারম্যান
অনিক রাজ
কো-চেয়ারম্যান
শাহাব উদ্দিন সাগর
কো-অর্ডিনেটর
আহসান হাবিব
অভ্যর্থনা চেয়ারম্যান
জাহাঙ্গীর সোহরাওয়ার্দী
UtshobGroup
TRADITION CHOICE
sunmanexpress
Send Money To Your Loved Ones
Ashiana
Caregiver Pro Home Care
QUEENS SOCIAL ADULT DAY CARE CENTER INC.
Forhad CPA & Associates
Reliable Home Care
TEL: 718-785-9700
TRADITION CHOICE
Ismail Ahmed
BANGLA COPAP
Immigrant Elder Home Care LLC
Authorized Homecare
FAHAD SOLAIMAN
CEO
Fauma
সার্বিক সহযোগিতায়: লুৎফুর করিম, মাহফুজুল মাওলা নান্নু, আবদুল হান্নান পান্না, আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, মোর্শেদ রেজভী, আবু তাহের, এসএম আলাউদ্দিন, সালেহ আহমদ মানিক, আনোয়ার হোসেন, তরিকুল চৌধুরী দিপু, মোহাম্মদ সেলিম, বদিউল আলম, নজরুল ইসলাম, মোঃ শফিউল আলম শিকদার, আব্দুর রশিদ খান বাবু, ইউনুচ সরকার, মিজবাহ উদ্দিন, সেলিম চৌধুরী, প্রফেসর সাঈদ আজাদ, কাওছার চৌধুরী, মোহাম্মদ তুহিন, মোহাম্মদ হোসেন, মোশারফ হোসেন, আমিন রসুল, আহসান উল্লাহ মামুন, শাহাদাত হোসেন রাজু, নাজমুল হোসেন, মোহাম্মদ শাহজাহান, মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন রুবেল, মোঃ শরীফ হোসেন, হেলাল উদ্দিন, মোঃ কবির হোসেন, সিরাজুল ইসলাম, আব্দুল সায়েল, আহম্মদ সালেহ রুবেল, মোহাম্মদ মামুন, আকাশ খান, হেলাল উদ্দিন, হেলাল আহমেদ, আসলাম উদ্দিন, আলমগীর হোসেন, আবদুল হালিম, আলী আহমদ, ওয়ালী মিরাজ, আমিন উল্লাহ, মোঃ ফরহাদ, ফজলুল করিম, মোহাম্মদ হাসান, বাদল মির্জা, সোহাগ খান, শাকিল মির্জা, সাকিব মির্জা, সান্টু মির্জা, ইব্রাহিম খলিল জনি, ইমরান আমিন, মাজিদ হোসেন, ওসমান গণি, শেখ ফরিদ, মোঃ নাজিম, তাহরিক জাহিদ, জিলান আমিন, ইমন ভূইয়া।
কাজী আজম
সভাপতি
৯১৭-৭৮৩-৮১৩৮
সার্বিক তত্ত্বাবধানে
মনির আহমেদ, কামাল হোসেন মিন্টু, রফিকুল মাওলা, গোলাম মাহমুদ, ইকবাল হায়দার, মিয়া মোহাম্মদ দুলাল, মিজানুর রহমান জাহাঙ্গীর, বখতিয়ার উদ্দিন, শাহাবউদ্দিন চৌধুরী লিটন, ইমরুল হাসান আরফান, রবিউল রাসেল, বশিরুল আমিন শিবলু, আরিফুল ইসলাম, মোঃ ইকবাল হোসাইন, আহসান উল্লাহ বাচ্চু।
এস.এম ফেরদৌস
সাধারণ সম্পাদক
৬৪৬-৩৩১-৪১০০
প্রচারে: আশরাফুল হাসান

ভাউচারভিত্তিক ভাড়া, শঙ্কায় ভাড়াটিয়া-বাড়িওয়ালারা

নিউইয়র্ক

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্কে পারিবারিক গৃহহীনতা ও উচ্ছেদ প্রতিরোধ সহায়তা ভাউচারের (এফএইচইপিএস) আওতায় ভাড়ার অংশ ৩০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪০ শতাংশ করার একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছে সিটি প্রশাসন। এই পরিবর্তনের ফলে ছয় বছর ধরে ভাউচার ব্যবহার করে যারা আয় করছে তাদের ওপর প্রভাব পড়বে। এমন পরিস্থিতিতে বাড়তি খরচের চিন্তায় কপালে চিন্তার ভাঁজ নিউইয়র্কের ভাড়াটিয়া ও বাড়িওয়ালাদের।

নগর কর্তৃপক্ষের দাবি, এটি একটি টেকসই আর্থিক কৌশল যার মাধ্যমে পরিবারগুলো ধীরে ধীরে ভাউচারের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে স্বনির্ভর হতে পারবে। সরকারি হিসেবে দেখা গেছে,

এই নিয়ম কার্যকর হলে প্রাথমিকভাবে প্রভাব পড়বে প্রায় ১৮শ পরিবারের ওপর।

তবে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে আওয়াজ তুলেছে ভাড়াটিয়া অধিকার সংগঠন, গৃহহীন সহায়তাকারী সংস্থা এবং এমনকি কিছু বাড়িওয়ালাদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনও। আশ্রয়দাতা প্রতিষ্ঠান উইন'র প্রধান ক্রিস্টিন কুইন আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, এই পরিবর্তন বাস্তবায়িত হলে অনেক পরিবার ভাড়া দিতে ব্যর্থ হয়ে আবার আশ্রয়কেন্দ্রে ফিরে যেতে পারে।

অন্যদিকে ছোট ও মাঝারি আকারের বাড়িওয়ালারাও মনে করছেন, এই পরিবর্তনে তাদের নিয়মিত ভাড়ার নিশ্চয়তা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। অনেকেই বলেন, ভাউচার সুবিধাভোগী ভাড়াটিয়ারা তাদের জন্য নির্ভরযোগ্য আয়ের উৎস। ভাড়ার এই নতুন নিয়ম বাস্তবায়ন হলে বাড়িওয়ালারাও আর্থিক ঝুঁকিতে পড়বেন।

এই প্রস্তাবের ওপর জনমত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আগামী ৩০ মে একটি জনশুনানির আয়োজন করা হয়েছে। এর আগে, শহরের ব্যয় সংক্রান্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই ভাউচার কার্যক্রমে খরচ বেড়ে গেছে কয়েকগুণ। ২০২১ অর্থবছরে যেখানে ব্যয় ছিল ২৫৩ মিলিয়ন ডলার, ২০২৫ অর্থবছরে তা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১.২৫ বিলিয়ন ডলারে।

বিএনপি নেতার ওপর হামলাকে ঘিরে প্রবাসীদের ক্ষোভ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নড়াইলের কালিয়া উপজেলায় বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সভাপতি আব্দুল লতিফ সম্রাটের গাড়িবহরে সন্ত্রাসী হামলা ঘিরে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। শুধু দেশে নয়, প্রবাসেও এই ঘটনার তীব্র সমালোচনা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, মধ্যপ্রাচ্যসহ নানা প্রান্তে থাকা বিএনপিপন্থী প্রবাসী নেতাকর্মীরা ক্ষোভে ফুঁসছেন। তারা এই হামলাকে শুধু একজন ব্যক্তির ওপর হামলা নয়, বরং বিএনপির আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি এবং প্রবাসী নেতাদের প্রতি চরম অবমাননা হিসেবেই দেখছেন।

জানা গেছে, ঘটনার দিন রোববার (১৮ মে) দুপুরে আব্দুল লতিফ সম্রাট কালিয়ার বেন্দারচর সোয়াবিল এলাকায় ঘোড়াদৌড় প্রতিযোগিতার প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে যোগানিয়া বাজার এলাকায় তার গাড়িবহরে অতর্কিত হামলা চালানো হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রায় দেড়শ' জনের একটি সংঘবদ্ধ দল লাঠিসোঁটা, রড ও দাহ্য পদার্থ নিয়ে হামলা চালায়। এতে অন্তত ২০ জন নেতাকর্মী আহত হন, ৪০টির বেশি মোটরসাইকেল ভাঙচুর এবং দুটি মোটরসাইকেলে অগ্নিসংযোগ করা হয়। হামলাকারীরা ভেঙে দেয় লতিফ সম্রাটের পাজেরো গাড়িটিও।

এ ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। অনেকেই নিজেদের দীর্ঘদিনের অবদান ও রাজনৈতিক ত্যাগ স্মরণ করিয়ে দিয়ে লিখেছেন, এই হামলা শুধু লতিফ সম্রাটের ওপর নয়, এটা আমাদের স্বপ্ন, মূল্যবোধ ও প্রবাসে বসে বিএনপিকে বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রামের ওপর সরাসরি আঘাত।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির একজন সাবেক সহসভাপতি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আমরা লতিফ ভাইয়ের নেতৃত্বে বহু বছর যুক্তরাষ্ট্রে দলকে ঐক্যবদ্ধ রেখেছি। প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে তার কণ্ঠে ছিল তারুণ্য, সাহস আর প্রবাসীদের প্রত্যয়। আজ এমন একজন নেতাকে নিজ দলের লোকেরা যদি রাস্তায় পিটিয়ে আহত করে, তাহলে দেশের গণতন্ত্র কোথায়? আর আমরা প্রবাসে বসে কীসের জন্য কাজ করব?

আরেকজন জ্যেষ্ঠ প্রবাসী নেতা বলেন, একজন প্রবাসী নেতা দেশে ফিরে গণসংযোগ করতে গেলে যদি নিজ দলের লোকদের হামলার শিকার হন, তাহলে আমাদের ভবিষ্যতে দেশে ফেরা কীভাবে সম্ভব? নিরাপত্তা নিয়ে যদি অনিশ্চয়তা থাকে, তাহলে প্রবাসী নেতাকর্মীদের মনোবল কীভাবে গড়ে উঠবে?" তিনি আরও বলেন, আমরা কেবল অর্থ দিই না, আমরা বিশ্বমঞ্চে দলের মুখপাত্র। আজ সেই মুখপাত্রকে নিঃসংশয়ে রক্তাক্ত করে তোলা হয়েছে।

PPL-এর আমরা অথরাইজড এজেন্ট

CDPAP নিয়ে কোন চিন্তা করবেন না।

COMMITTED HOME CARE

সকল সুযোগ সুবিধা পূর্বের মতোই থাকবে।

PPL & NYS DEPARTMENT OF HEALTH এর অনুমোদিত FACILATOR হিসেবে CDPAP সার্ভিস TRANSFER এ সহযোগিতা করে থাকি।

আজই যোগাযোগ করুন - (718) 457-0813

কোন প্রকার নার্স সার্টিফিকেট ছাড়া, বর্তমান ইন্স্যুরেন্স পরিবর্তন না করে আগের মতোই আপনার প্রিয়জনের সেবা দিতে পারবেন। এর জন্য আপনাকে CDPAP থেকে অন্য কোনো প্রোগ্রামে যেতে হবে না। আমরা খুব সহজে ট্রান্সফার করে দিতে পারি। আপনার প্রিয়জনের সেবার মান যেন অক্ষুন্ন থাকে, সে বিষয়ে আমরা সর্বদা যত্নবান।

আপনি ইচ্ছে করলে ডিরেক্ট 833-247-5346 নাম্বারে কল দিয়ে ট্রান্সফার করতে পারেন। তবে অবশ্যই আপনার হোমকেয়ার সার্ভিসের জন্য COMMITTED HOME CARE নাম উল্লেখ্য করতে হবে।

Giash Ahmed
Vice President
Committed Home Care
Phone : 718-457-0813, Fax : 718-457-0814
Cell : 917-744-7308
giashahmed123@gmail.com

CORPORATE OFFICE:

37-05 74 St, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
Tel : 718-457-0813
Fax: 718-457-0814

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

YOUR DREAM HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com

নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ-এর (CDPAP) প্রোগ্রামের অধীনে কোনো HHA সার্টিফিকেশন ছাড়াই হোম কেয়ারের মাধ্যমে ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও প্রিয়জনদের সেবা দিয়ে আপনি প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন এবং সেবা প্রদানকারীকে নির্বাচন করতে পারেন।

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
• আমরা কোনো ফি নেই না।
• আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
• কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

KHAIRUL BASHAR, MBA,LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR
LAW OFFICES

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

Admitted in Washington, D.C. and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

THE ONLY BANGLADESHI OWNED HOMECARE PPL FACILITATOR

বাংলাদেশী মালিকানাধীন
লাইসেন্সড হোম কেয়ার এজেন্সি

আপনজনদেরকে সেবার মাধ্যমে ঘরে বসেই আয় করুন

ADDRESSES

- 172-15 Hillside Avenue Queens, NY 11432
- 2162 Westchester Ave, Bronx, NY 10462
- 3329 Bailey Ave, Buffalo, NY 14215
- 21 101 Ave, Brooklyn, NY 11208
- 136-20 38th Ave, Ste 3A2, Flushing, NY 11354
- 332 Broadway, Staten Island, NY 10310

লক্ষণীয়

- আমরা বাংলায় কথা বলি
- আমরা সর্বোচ্চ রেটে পেমেন্ট করে থাকি

CONTACT

DHCARE NY LLC

(718) 459-0180

FAX: 718-561-2834,
E-MAIL: SUPPORT@DHCARENY.COM
WEB: WWW.DHCARENY.COM

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

বারী হোম কেয়ার

• Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
• Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

- **Home care PCA/PA** দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
- **Home care** সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
- আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
- **We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate**
- **We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish**

আমরা HHA/PCA
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care – we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI TOWER · BARI HOME CARE · BARI SUPERMARKET · BARI RESTAURANT · BARI PARTY HALL · BARI MEDIA · BARI CHARITY FOUNDATION · BARI &BARI · BARI ESTATE · BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside,
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo. NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower
74-09 37th Ave,
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের নির্বাচন

শামীম-অলি পরিষদ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কসে অবস্থিত প্রবাসী বাংলাদেশিদের অন্যতম বৃহৎ সামাজিক সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের নির্বাচনে সব পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছে শামীম-অলি পরিষদ।

নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সূত্রে জানা গেছে, নির্ধারিত সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য অন্য কোনো প্যানেল থেকে প্রার্থী না আসায় শামীম-অলি পরিষদের প্রার্থীরাই পূর্ণ প্যানেল হিসেবে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। নতুন কমিটির সভাপতি হয়েছেন শামীম আহমেদ এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন শেখ অলি আহাদ।

নির্বাচিত অন্যান্য সদস্যরা হলেন—

সহ-সভাপতি মোস্তাকুর রহমান (লিটন), কাজী রবিউজ্জামান ও মো. ফখরুল ইসলাম, সহ-সাধারণ সম্পাদক সুরাইয়া আলম লাকি, কোষাধ্যক্ষ হুমায়ুন কবির সোহেল, সাংগঠনিক সম্পাদক দিপঙ্কর দেব সুমন, আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক সুরজিৎ কিশোর দাশ,

> নির্ধারিত সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য অন্য কোনো প্যানেল থেকে প্রার্থী না আসায় শামীম-অলি পরিষদের প্রার্থীরাই পূর্ণ প্যানেল হিসেবে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়।

প্রচার সম্পাদক শেখ শফিকুর রহমান, দপ্তর সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মিতুন দেব, যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক রায়হান পারভেজ, ধর্ম ও

সমাজসেবা সম্পাদক সফিকুর রহমান, আপ্যায়ন সম্পাদক গোলজার হোসেন সদস্য সচিব নাজমুল ইসলাম রাসেল, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা জুলি রহমান।

কার্যকরী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন বিলাল ইসলাম, আশরাফুল হক চৌধুরী, বিজয় কুমার সাহা, কাজীরুল ইসলাম, জহুরুল ইসলাম, মহিবুল হক, চৌধুরী মোহাম্মদ মুমিত ও ফখরুল ইসলাম চৌধুরী। নবনির্বাচিত নেতারা জানিয়েছেন, তারা সংগঠনকে আরও গতিশীল ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের অধিকার রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

২২ মে ডেট্রয়েটে শাকিরার কনসার্ট

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান রাজ্যের ডেট্রয়েট শহরে আগামী বৃহস্পতিবার (২২ মে) জনপ্রিয় পপ তারকা শাকিরার কনসার্ট অনুষ্ঠিত হবে।

জানা গেছে, সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় ডেট্রয়েট ডাউন টাউনের 'লিটল সিজার্স এরেনায় তিনি পারফর্ম করবেন। শাকিরার 'লাস মুজেরেস ইয়া নো লোরান - ওয়ার্ল্ড ট্যুর'-এর অংশ হিসেবে তিনি মিশিগানের ডেট্রয়েট আসছেন। গত বছর তিনি ঘোষণা করেছিলেন- ২০২৫ সালে নর্থ আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে তিনি পারফর্ম করবেন। তিনি বর্তমানে বিশ্বের ৫টি দেশের ৩৯টি কনসার্টে অংশ নিয়েছেন।

শাকিরা একজন কলম্বিয়ান গায়িকা ও গীতিকার। ল্যাটিন আমেরিকার সঙ্গীত জগতে তার উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী হিস্পানোফোন সঙ্গীতকে জনপ্রিয় করার জন্য তার অবদান রয়েছে। তার 'হিপস ডোন্ট লাই' ও 'ওয়াকা ওয়াকা (দিস টাইম ফর আফ্রিকা)' এককগুলি দশ মিলিয়নেরও বেশি ইউনিট বিক্রি করেছে, যা বিশ্বব্যাপী

সর্বাধিক বিক্রিত এককগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠেছে।

ওয়াকা ওয়াকা (দিস টাইম ফর আফ্রিকা) একটি বিশেষ ধরনের গান। কলম্বিয়া তথা বিশ্বের জনপ্রিয় গায়িকা ও গীতিকার শাকিরা দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যান্ড দল ফ্রেশলিগ্রাউন্ডকে সাথে নিয়ে গানটি পরিবেশন করেন। গানটি ২০১০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবলের আনুষ্ঠানিক গানের মর্যাদা পেয়েছিল। এই তরুণীর এই গানের সাথে নেচে উঠেছিল পৃথিবীর মানুষ।

শাকিরার সঙ্গীত জীবন শুরু হয়েছিল ১৩ বছর বয়সে, যখন তিনি সনি মিউজিকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন। তিনি চারটি গ্র্যামি পুরস্কার এবং ১৫টি ল্যাটিন গ্র্যামি পুরষ্কার জিতেছেন, যার মধ্যে তিনটি বছরের সেরা গানের পুরস্কারও রয়েছে। বিশ্বব্যাপী ১৪ কোটিরও বেশি গানের রেকর্ড বিক্রি হওয়ার পর শাকিরা বিশ্বের সর্বাধিক বিক্রিত সঙ্গীতশিল্পীদের মধ্যে একজন।

অ্যান্ড্রু কুমোর বিরুদ্ধে ফৌজদারি তদন্তে নামলো মার্কিন বিচার মন্ত্রণালয়

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

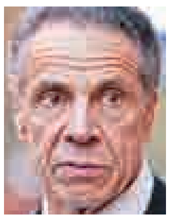

অ্যান্ড্রু কুমো

নিউইয়র্কের সাবেক গভর্নর ও বর্তমান সিটি মেয়র পদের ডেমোক্র্যাট প্রার্থী অ্যান্ড্রু কুমোর বিরুদ্ধে ফৌজদারি তদন্ত শুরু করেছে মার্কিন বিচার মন্ত্রণালয়। অভিযোগ উঠেছে, কোভিড-১৯ মোকাবেলায় নিজের প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে কংগ্রেসে তিনি মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করেছেন।

জানা গেছে, এই তদন্ত শুরু হয় কংগ্রেসের রিপাবলিকান সদস্যদের এক রেফারেলের প্রেক্ষিতে। তারা দাবি করেন, কুমো ২০২০ সালের একটি রাজ্য স্বাস্থ্য প্রতিবেদনের তথ্য গোপন করেছিলেন। যেখানে নার্সিং হোমে কোভিড-১৯-এ মৃত্যুর প্রকৃত সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। পরবর্তীতে নিউইয়র্ক অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমসের তদন্তে দেখা যায়, রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগ প্রায় ৫০ শতাংশ মৃত্যুর তথ্য গোপন করেছিল। মৃত্যুর এই সংখ্যা কম দেখাতে নার্সিং হোম থেকে হাসপাতালে নেওয়া রোগীদের মৃত্যুকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়।

বিচার মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বিষয়টি নিয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য না করলেও তদন্তের তথ্য ফাঁস হয়েছে নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে। অপরদিকে, কুমোর মুখপাত্র রিচ আজ্জোপারদি অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, আমরা এখনো পর্যন্ত কোনো তদন্ত সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানি না। এই মুহূর্তে এমন খবর প্রকাশ পাওয়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত—এটা 'ল'ফেয়ার' এবং নির্বাচনী হস্তক্ষেপ ছাড়া কিছু নয়। তিনি আরও বলেন, গভর্নর কুমো চার বছর আগের ঘটনার বিষয়ে স্মৃতির আলোকে সত্যবাদিতার সঙ্গে কংগ্রেসে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি কমিটির যেকোনো অনুসন্ধানের প্রতি সহযোগিতার মনোভাবও দেখিয়েছেন।

অন্যদিকে এই তদন্ত শুরু হয়েছে এমন এক সময়ে যখন বিচার মন্ত্রণালয় আরেক প্রার্থী, বর্তমান মেয়র এরিক অ্যাডামসের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা বন্ধ করে দিয়েছে। সেই সিদ্ধান্তকে ঘিরেও ম্যানহাটনের ফেডারেল প্রসিকিউটরদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। অ্যাডামস এবার স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করছেন।

অ্যান্ড্রু কুমো ২০২১ সালে যৌন হয়রানির অভিযোগের মুখে গভর্নরের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। যদিও তিনি সেই অভিযোগ বরাবরই অস্বীকার করে আসছেন, তবে রাজনৈতিক পুনরাবির্ভাবের চেষ্টায় বর্তমানে নিউইয়র্ক সিটি মেয়র নির্বাচনে ফের মাঠে নেমেছেন।

নতুন এই তদন্ত নিউইয়র্কের রাজনীতিকে নতুন মোড়ে নিয়ে গেছে। বিচার মন্ত্রণালয় বলছে, তারা কোনো রাজনৈতিক প্রভাবের বাইরে থেকে তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। যাতে আইনের চোখে সবার জন্য সমান বিচার নিশ্চিত হয়।

চলতি মাসে শেষ হচ্ছে সাশ্রয়ী আবাসনের লটারির আবেদন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্ক শহরে চলতি মাসের শেষে কয়েকটি সাশ্রয়ী ভাড়ার আবাসনের লটারির আবেদন বন্ধ হতে যাচ্ছে। যারা কম ভাড়ায় সুবিধাসম্পন্ন বাড়ি খুঁজছেন তাদের দ্রুত আবেদন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, ব্রঙ্কস, ম্যানহাটন, কুইন্স ও ব্রুকলিনের বিভিন্ন আবাসিক প্রকল্পে এই লটারিগুলো চলছে। ব্রঙ্কসে '২১০৪ রায়ার এভিনিউ অ্যাপার্টমেন্ট'র আবেদন ২২ মে বন্ধ হবে। ম্যানহাটনের 'দ্য হিউস্টন' এবং কুইন্সের '৬৩-৬৮ অস্টিন স্ট্রিট অ্যাপার্টমেন্ট'র আবেদন ২৭ মে পর্যন্ত নেওয়া হবে। এছাড়া ব্রুকলিনের 'সোসাইটি ব্রুকলিন এট ডিগ্রো' এবং 'প্রসপেক্ট হাউস' এর আবেদন যথাক্রমে ২৭ ও ৩০ মে বন্ধ হবে। এই আবাসনগুলোর মাসিক ভাড়া ৮২৩ ডলার থেকে শুরু এবং বিভিন্ন আয় সীমার জন্য আবেদন করার সুযোগ রয়েছে। বেশির ভাগ ইউনিটে লিফট, জিম, লন্ড্রি সুবিধা, পার্কিং এবং পোষা প্রাণী রাখা যায় এমন পরিবেশ আছে।

আবেদনকারীরা 'এনওয়াইসি হাউজিং কানেক্ট' ওয়েবসাইট থেকে সহজেই আবেদন করতে পারবেন এবং তাদের আবেদন প্রক্রিয়ার অবস্থা জানতেও পারবেন।

RAISE HEALTH

এখন কুইন্সেই পাবেন বিশেষজ্ঞ হৃদরোগ চিকিৎসা

Kumar Sarkar, MD

Kumar Sarkar, MD—Northwell's Cardiovascular Institute-র একজন সম্মানিত সদস্য। এখন নতুন ঠিকানায়।

ডাঃ সরকার গ্লেনডেল, কুইন্সে প্রতিরোধমূলক কার্ডিওলজি, কার্ডিয়াক ইমেজিং, স্ট্রেস টেস্টিং এবং আধুনিক কার্ডিয়াক সেবায় পারদর্শী। তিনি একই স্থানে পরামর্শ, পরীক্ষা ও চিকিৎসা প্রদান করেন, যাতে রোগীরা সহজেই সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসেবা পেতে পারেন। বিশেষভাবে, তিনি দক্ষিণ এশীয় সম্প্রদায়ের অনন্য সাংস্কৃতিক ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত চাহিদার প্রতি গভীর মনোযোগ দেন।

আমরা অভিজ্ঞ কার্ডিওভাসকুলার বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছি, যা উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করে আপনাকে সুস্থ ও সুরক্ষিত রাখতে নিবেদিত।

একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করুন

Northwell℠

8040 Cooper Avenue, Glendale, Queens

নিউইয়র্ক গভর্নর নির্বাচনে হোকুল বনাম স্টেফানিক?

উত্তর আমেরিকা অফিস

২০২৬ সালের নিউইয়র্ক গভর্নর নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট গভর্নর ক্যাথি হোকুল ও রিপাবলিকান কংগ্রেসওম্যান এলিস স্টেফানিক মুখোমুখি হতে পারেন—এমন ইঙ্গিত দিয়েছে সিয়েনা কলেজ পরিচালিত নতুন জনমত জরিপ।

সিয়েনার সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী, গভর্নর হোকুল ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে যথেষ্ট এগিয়ে রয়েছেন। রিচি টরেস ও লেফটেন্যান্ট গভর্নর আন্তোনিও ডেলগাডোর মতো সম্ভাব্য প্রার্থীদের বিপরীতে হোকুলের অবস্থান অনেকটাই দৃঢ়। যদিও তার জনপ্রিয়তা এখনো মিশ্র। জরিপে দেখা গেছে ৪৪ শতাংশ ভোটার তার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন এবং ৪৬ শতাংশ নেতিবাচক।

তবে কাজের পারফরম্যান্সে কিছুটা উন্নতি দেখা গেছে। এখন ৫০ শতাংশ ভোটার মনে করেন তিনি ভালো কাজ করছেন। যা গত মাসের তুলনায় সামান্য বৃদ্ধি। বিশেষ করে বাজেটে পাস হওয়া সাবস্ক্রিপশন বাতিল সহজীকরণ, সার্বজনীন স্কুল মিল, এবং বিদ্যালয়ে মোবাইল ফোন নিষিদ্ধের মতো বিষয়গুলো জনসমর্থন বাড়িয়েছে।

অন্যদিকে, হাডসন ভ্যালির কংগ্রেসওম্যান এলিস স্টেফানিকও রিপাবলিকান প্রাইমারিতে প্রথমবার অন্তর্ভুক্ত হয়েই এগিয়ে আছেন। ৩৫ শতাংশ রিপাবলিকান ভোটার তাকে সমর্থন করছেন। যা তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মাইক ললারের চেয়ে ১৩ শতাংশ বেশি।

স্টেফানিকের কিছু সামাজিক ইস্যুতে শক্ত অবস্থানও জনমতের একটি অংশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ৪৬ শতাংশ ভোটার চান ট্রান্সজেন্ডার মেয়েরা স্কুলের মেয়েদের দলে খেলতে না পারে। অভিবাসন ইস্যুতে ৪৫ শতাংশ ভোটার ট্রাম্প প্রশাসনের অবৈধ অভিবাসী বিতাড়ন নীতিকে সমর্থন করেছেন।

তবে জরিপে এখনো হোকুল বনাম স্টেফানিক সরাসরি মুখোমুখি লড়াই নিয়ে কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, যদি উভয়েই মনোনয়ন নিশ্চিত করতে পারেন তাহলে ২০২৬ সালের নির্বাচন হতে পারে একটি গভীর মতাদর্শিক সংঘর্ষের মঞ্চ। যেখানে উদারনীতি ও রক্ষণশীলতার ভবিষ্যৎ নিয়ে রায় দেবে নিউইয়র্কবাসী।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
Health Insurance for New Yorkers
CenterLight
Health System
Anthem
Hamaspik
MANAGED CARE
MetroPlusHealth
S W H
Senior Whole Health
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ
GROUP
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

প্রবাসে ক্রীড়া ও সৌহার্দ্যের মিলনমেলা চিটাগাং রাইজিং স্টারস ইনডোর টুর্নামেন্ট

উত্তর আমেরিকা অফিস

প্রবাসের মানবিক ও ক্রীড়া সংগঠন চিটাগাং রাইজিং স্টারসের দুই দিন ব্যাপী ইনডোর টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১০ ও ১১ মে নোয়াখালী সমিতি ভবনে অনুষ্ঠিত এই টুর্নামেন্টে দাবা ও ক্যারাম প্রতিযোগিতার আয়োজন ছিল।

টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সমিতির সভাপতি মাকসুদুল হক চৌধুরী এবং সোশাল এক্টিভিস্ট জয় চৌধুরী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের সহ সভাপতি ওয়াহিদুজ্জামান বকুল ।

টুর্নামেন্টে ক্যারাম প্রতিযোগিতায় অংশ নেন ২০জন খেলোয়াড় এবং দাবা প্রতিযোগিতায় অংশ নেন ১২জন প্রতিযোগী। নক আউট রাউন্ডের প্রথম পর্ব অনুষ্ঠিত হয় শনিবার এবং সেমিফাইনালে ও ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয় রোববার।

সাজ্জাদ ও দ্বীপ ভাইকিংসের কামরুল দাবা প্রতিযোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় এবং আইল্যান্ড স্পোর্টসের রুবেল ও মুন্না ক্যারাম প্রতিযোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় হন।

সংগঠনের সদস্য সচিব ইকবাল হোসেনের পরিচালনায় পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য পুরস্কার বিতরণ করেন চট্টগ্রাম সমিতির সাবেক সভাপতি আহসান হাবীব, সভাপতি মাকসুদুল হক চৌধুরী ও সাবেক উপদেষ্টা জসীম উদ্দিন।

টুর্নামেন্টে সার্বিক সহযোগিতা করেন নোয়াখালী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহিদ মিন্টু, দ্বীপ ভাইকিংস ও আইল্যান্ড স্পোর্টস, বাংলাদেশি আমেরিকান এসোসিয়েশন অব কানেকটিকাটের সভাপতি নুরুল আলম।

SECURITY CAMERA
আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি
কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্কিং এর কাজ করি।
PH-929-257-2015
JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রজনন ক্লিনিক লক্ষ্য করে হামলা, নিহত ১, আহত ৪

রোকেয়া দীপা

ক্যালিফোর্নিয়ার পাম স্প্রিংস শহরে একটি প্রজনন চিকিৎসাকেন্দ্রের সামনে ঘটে গেল ভয়াবহ এক বিস্ফোরণ। এফবিআই জানিয়েছে, এটি একটি ইচ্ছাকৃত সন্ত্রাসী হামলা।

গত শনিবার (১৭ মে) সকাল ১১টার কিছু আগে ইন্ডিয়ান ক্যানিয়ন ড্রাইভ এলাকার ক্লিনিকটির বাইরে একটি গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে ঘটনাস্থলে একজন নিহত হন এবং অন্তত চারজন আহত হন। বিস্ফোরণের তীব্রতায় আশপাশের ভবনের জানালাগুলো চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় এবং বিস্ফোরণের ধ্বংসাবশেষ প্রায় ২৫০ গজ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।

এফবিআইয়ের লস অ্যাঞ্জেলেস শাখার সহকারী পরিচালক আকিল ডেভিস সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'এটি নিছক দুর্ঘটনা নয়। এটি একটি পূর্বপরিকল্পিত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। আমরা বিশ্বাস করি, এই ক্লিনিকটিই ছিল হামলার লক্ষ্য।'

বিস্ফোরণে নিহত ব্যক্তি ঘটনাস্থলে গাড়ির কাছাকাছি ছিলেন। যদিও নিহত ব্যক্তি হামলাকারী কিনা, তা নিশ্চিত করেনি কর্তৃপক্ষ।

এফবিআই জানিয়েছে, তাদের কাছে একজন 'পারসন অফ ইন্টারেস্ট'-এর ওপর সন্দেহ রয়েছে। তবে তারা এখনও কাউকে খুঁজে বের করার জন্য অ্যাকটিভলি তল্লাশি চালাচ্ছে না।

পাম স্প্রিংস পুলিশের প্রধান অ্যান্ডি মিলস জানান, এই ঘটনা আমাদের জন্য একটি বিশাল ইনভেস্টিগেশনের সূচনা করেছে। বিস্ফোরণের পর আমরা আশপাশের এলাকা খালি করে তল্লাশি চালিয়েছি, যেন কোনো সেকেন্ডারি এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস না থাকে।'

এফবিআইয়ের বোমা বিশেষজ্ঞরা এখন বিস্ফোরণের উৎস ও ব্যবহৃত প্রযুক্তি নির্ধারণে কাজ করছেন। এটি সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম বড় বম্বিং ইনভেস্টিগেশন হিসেবে উল্লেখ করেছেন কর্মকর্তারা।

এই ঘটনার সাথে জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত করতে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতা চেয়েছে প্রশাসন। সেফটি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আশেপাশের এলাকায় চলাচলে রেস্ট্রিকশন জারি রয়েছে।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432
৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226
ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certificed Internal Medicine
& Women Health Expert
বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার
ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)
আমাদের সেবা সমূহ:
- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টরেল
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি
All kinds of Medical Managements
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সবধরনের শারীরিক চেকআপ, রক্তপরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট
যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER
সেলস এবং রিপেয়ার
Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।
ultra mobile | SIMPLE | h2o UNLIMITED | T-Mobile | UNIVISION mobile | Lycamobile
Ph: (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী
MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED
মাওলানা নজরুল ইসলাম
খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)

কাজী অফিস নিউইয়র্ক
MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib Masjid AR-Raiyyan
I Speak Bangla,Urdu,Arabic,English
Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937
196- 43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

সাতকানিয়া সমিতি ইউএসএর পিকনিক আয়োজনে প্রস্তুতি সভা

নিউজ ডেস্ক

সাতকানিয়া সমিতি ইউএসএ ইনকের বার্ষিক পিকনিক ২০২৫ আয়োজন উপলক্ষে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় ৯ সদস্য বিশিষ্ট পিকনিক আয়োজন কমিটি গঠন করা হয়।

রোববার (১৮ মে) নিউইয়র্কের একটি রেস্টুরেন্টে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি আবুল কাসেম। পরিচালনায় ছিলেন সাধারণ সম্পাদক আমিন উল্লাহ। সভার শুরুতেই কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ সামসুজজোহা (সোহেল) 'ঈদ আনন্দ সন্ধ্যা'-র আয়-ব্যয়ের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন, যা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।

পরবর্তীতে মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে গঠন করা হয়। উপদেষ্টা আলহাজ মোহাম্মদ এ. জাফর কমিটির নাম ঘোষণা করেন। কমিটির সদস্যরা হলেন, আহ্বায়ক আহমেদ নবী চৌধুরী, যুগ্ম আহ্বায়ক ডা. নুর মোহাম্মদ ও সাহান উদ্দীন চৌধুরী, সদস্য সচিব মোহাম্মদ সফিউল্লাহ, যুগ্ম সদস্য সচিব মো. রবি ও ইরফান নিশাত। এছাড়া প্রধান সমন্বয়কারী মোহাম্মদ মুসা, যুগ্ম সমন্বয়কারী মো. সামসুজজোহা (সোহেল) ও মো. লোকমান সিকদার।

কমিটি ২৫ হাজার মার্কিন ডলারের একটি প্রাথমিক বাজেট নির্ধারণ করেছে। এই বাজেট কীভাবে সংগ্রহ করা হবে—তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় সভায়।

আলোচনায় অংশ নেন উপদেষ্টা মো. এ. জাফর, সিনিয়র সহ-সভাপতি আহমেদ নবী চৌধুরী, সহ-সভাপতি আবদুস সালাম, উপদেষ্টা খোরশেদ আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল আওয়াল, সহ-সাধারণ সম্পাদক মো. রবি, দপ্তর সম্পাদক নুরুল আবছার চৌধুরী, সমাজকল্যাণ সম্পাদক ইরফান নিশাত, প্রচার সম্পাদক লোকমান সিকদার, খেলাধুলাবিষয়ক সম্পাদক মো. সালাহউদ্দিনসহ অন্যান্য সদস্যরা।

সভায় সভাপতি আবুল কাসেম সদস্যদের নিজ নিজ অনুদান ঘোষণার আহ্বান জানালে উপদেষ্টা খোরশেদ আলম, সাধারণ সম্পাদক আমিন উল্লাহ এবং লোকমান সিকদার তাৎক্ষণিকভাবে অনুদান প্রদান করেন। অন্যরা শিগগিরই তাঁদের অনুদান জমা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

কর্মব্যস্ততার কারণে সভায় উপস্থিত থাকতে না পারলেও ডা. নুর মোহাম্মদ, মো. সফিউল্লাহ, মো. মুসা, মিসকাত রহমান, আনোয়ারুল ইসলাম ও মো. জামান সভার সিদ্ধান্তের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করেন।

সভা শেষে সভাপতি আবুল কাসেম সবাইকে ধন্যবাদ জানান। পরে সিনিয়র সহ-সভাপতি ও আহ্বায়ক আহমেদ নবী চৌধুরীর সৌজন্যে কারি ইন এ হারি রেস্টুরেন্টে এক আনন্দঘন 'মেজজাইনা ডিনার' এর মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২৪-২৫ মে মেরিল্যান্ডে ডিএমভি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিবেদক

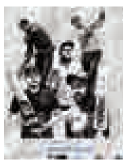

ডিএমভি স্পোর্টিং ক্লাব আগামী ২৪-২৫ মে 'ডিএমভি ক্রিকেট ট ুর্নামেন্ট' - এ র আয়োজন করেছে।

ওয়াশিংটন ডিসি, মেরিল্যান্ড ও ভার্জিনিয়া (ডিএমভি) থেকে মোট পাঁচটি দল এবারের প্রতিযোগিতায় অংশ নিবে।

বিসিএ ফিনিক্স, গোল্ডেন গেট টাইগার, ইছামতি ব্রাদার্স ইউনিয়ন, মেরিল্যান্ড লায়ন ও বাকা ইউনাইটেড দল দুই দিনের টুর্নামেন্টে পরস্পরের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে।

মেরিল্যান্ডের ১৫৭০১ গড হোপ রোডের সিলভার স্প্রিংয়ে খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

ডিএমভি স্পোর্টিং ক্লাবের সদস্য সুমিত গমেজ ও এরিক নিক্সন মন্ডল জানায়, এবারের টুর্নামেন্টে বিশেষ লটারির আয়োজন করা হয়েছে। লটারির আকর্ষণীয় পুরস্কার হিসেবে থাকবে ওয়াশিংটন-ঢাকা-ওয়াশিংটন বিমান টিকেট (রাউন্ড)। টার্কিস এয়ারলাইন্সের সৌজন্যে লটারি যে কেউ কিনতে পারবে।

পাত্র-পাত্রী চাই

আপনার স্বপ্নের জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদা নিয়োজিত।

যোগাযোগ :
JIBON SONGI
E-mail : jibonsongi2024.com
Phone : 281-912-7812
713-900-6023

পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, , ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।
hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850-886-9012

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ড ধারী পাত্র চাই। পাত্রী ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা।
যোগাযোগ:
rbprinceton@yahoo.com
(732) 841- 2452

বেইজমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজ ৮৯ এভিনিউ ও ২১২ প্লেস কিউ ০১, ৩৬, ৪৩ এবং ২২ লং আইল্যান্ড এমটিয়ে ক্লোজ টু হিলসাইড ভাড়া হবে। একবেড বাথ বড় লিভিং এপ্রিল থেকে। 718-675-9305

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।
যোগাযোগ: সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

BASEMENT FOR RENT

Two bedrooms, kitchen bathroom; Queens Village 89th ave/215th Street. $1600/month. Please contact for details 7187857123

পাত্র-পাত্রী চাই

প্রফেশনাল এবং নামাজী পাত্র পাত্রীর জন্য সিরিয়াস ফ্যামেলীর পক্ষ থেকে যোগাযোগ করুন। Parvin Mamoon 973-580-8601, Shuvobibaho2016@gmail.com

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্রী চাই

একজন নম্র ভদ্র শিক্ষিত ছেলের জন্য মুসলিম পাত্রী চাই। পাত্রী ডিভোর্স হলেও অসুবিধা নাই। শুধুমাত্র আগ্রহী পাত্রী কনটাক্ট করলে ভাল হয় যোগাযোগ: 929-407-7375

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ২৬ বছর বয়সী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবিবাহিত পাত্রীর জন্য ইউএসএ সিটিজেন বা গ্রীন কার্ড ধারী পাত্র চাই। যোগাযোগঃ অভিভাবক +8801713161616 (WhatsApp). E-mail: yousuf.snm@gmail.com

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন অবিবাহিত চাকুরিরত এমএস ইনিজনিয়ার ৫ ফুড ৯ ইঞ্চি ৩৩ বছর বয়স্ক ফর্সা পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। নিউইয়র্ক ও ঢাকায় বাড়ি আছে। 929-538-6313, 516-234-8517

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

Registered Nurse Required (New Jersey)

প্রতিষ্ঠান: Captor USA Corporation.
পদ: Registered Nurse (RN)
অভিজ্ঞতা: নতুন বা ১/২ বছর
স্থান: Paterson, New Jersey.
Please send your resume at info@captorusacorp.com
Or call us at +1 (973) 553-2690
আবেদনের শেষ সময়: ২০/০৭/২০২৪

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে হসপিটালে কর্মরত ৪১ বছর বয়স্ক একজন অবিবাহিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। পাত্র ইউএসএ সিটিজেন। ফোন 347-615-6567

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র আবশ্যক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATHEMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

পাত্র চাই

শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২৬ বছরের হিজাবী, সিটিজেন, গ্র্যাজুয়েট, চাকুরিরত পাত্রীর জন্য ২৮ থেকে ৩২ বছরের নামাজি, অবিবাহিত শিক্ষিত পাত্র চাই। 929-408-7691

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে জন্ম নেওয়া ফার্মাসিষ্ট মেয়ের জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ফার্মাসিষ্ট বা এটর্নি পাত্র চাই। বয়স ২৯ থেকে ৩৩ এর ভেতরে এবং ইউএস সিটিজেন হতে হবে। একই সাথে নিউইয়র্কে জব থাকতে হবে 347-740-3872

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে।
যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন ।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।)
যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

NABANNO
HALAL
FREE WiFi
দেশীয় স্বাদ
নবান্নেই
আমরা শতভাগ ফ্রেশ খাবার পরিবেশন করি।
পিকনিক সহ সকল প্রকার অনুষ্ঠানে ক্যাটারিং করি।
আমরা সুস্বাদু হালাল চায়নিজ খাবার পরিবেশন এবং ক্যাটারিং করি।
সুসজ্জিত হলে বিয়ে,গায়ে হলুদ, জন্মদিন সহ সকল প্রকার পার্টি ও অনুষ্ঠানের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
DOORDASH
Uber Eats
GRUBHUB
www.nabannorestaurant.com
Nabanno Restaurant
37-22 73rd St, Jackson Heights, NY 11372, Phone:718 734 6000

LIBERTY BROKERAGE
GET YOUR TLC INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE
(Black Car, Livery, Taxi, Yellow Cab, Green Cab)
Our Services
TLC Insurance
DMV & TLC Service
TLC Car & Plate Rent
Auto, Home & Business Ins.
TLC Base (Black & Green Cab)
ARIF SHAHRIAR
PRESIDENT & CEO
NYC Office:
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377
Buffalo Office:
170 Kerns Ave, ST #101
Buffalo, NY 14211
Phone: 718-567-5600
info@libertybkg.com, www.libertybkg.com

আটলান্টিক সিটির মেয়র মার্টি স্মলের ফান্ড রাইজিং অনুষ্ঠান

সুব্রত চৌধুরী, নিউ জার্সি

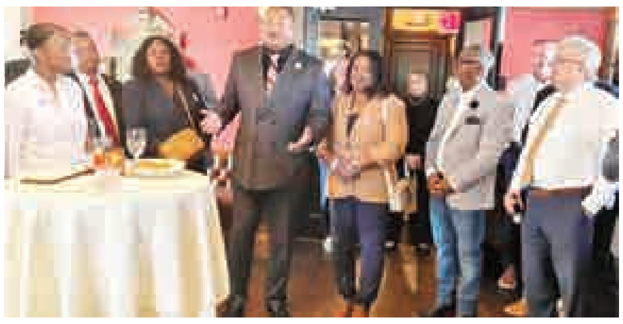

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে আগামী ১০ জুন অনুষ্ঠিতব্য প্রাইমারি নির্বাচন উপলক্ষে মেয়র মার্টি স্মলের উদ্যোগে ফান্ড রাইজিং অনুষ্ঠান হয়েছে। স্হানীয় একটি ভেন্যুতে সোমবার (১৯ মে) বিকেলে এ অনুষ্ঠানের আায়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে আসন্ন প্রাইমারি নির্বাচন নিয়ে বক্তব্য দেন মেয়র মার্টি স্মল, কাউন্সিল এট লার্জ প্রার্থী স্টিফেনি মার্শাল, প্যাটিসিয়া বেইলি, সোহেল আহমেদ, কলিন্স এ ডেইস।

তাঁরা আগামী ১০ জুন অনুষ্ঠিতব্য প্রাইমারি নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থীদের বিজয়ী করার জন্য আহ্বান জানান। তাঁরা নির্বাচনী প্রচারণা আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ সাউথ জার্সির (বিএএসজ) সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল, ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান আবদুর রফিক, আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড সদস্য সুব্রত চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

লন্ডনে ফিলিস্তিনের জন্য মিছিলে যোগ দিলেন হাজারো মানুষ

লন্ডন

প্যালেস্টাইন সলিডারিটি ক্যাম্পেইন (পিএসসি) তাদের ‘নাকবা ৭৭ সপ্তাহের কর্মসূচী’ শনিবার (১৭ মে) শেষ করে লন্ডনে একটি বিশাল মিছিলের মাধ্যমে, যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনিদের ব্যাপক বাস্তুচ্যুত করার ঘটনা ‘নাকবা’-এর ৭৭তম বার্ষিকী উদযাপনের জন্য রাস্তায় নামে। ফিলিস্তিনি পতাকা ও গাজায় ইসরায়েলি কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানিয়ে প্ল্যাকার্ড বহনকারী বিক্ষোভকারীরা গত তিন মাস ধরে ইসরায়েল কর্তৃক আরোপিত অবরোধের ন্যায়বিচার ও অবরোধের অবসানের দাবি করেছেন।

বিক্ষোভকারীরা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমারের প্রতি তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, মানবতাবিরোধী অপরাধের প্রতি তার সমর্থন প্রত্যাহার করার আহ্বান জানিয়েছেন।

মিছিলে বক্তারা কয়েক দশক ধরে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং ভণ্ডামি বলে অভিহিত করেছেন।

অংশগ্রহণকারীরা ফিলিস্তিনি প্রতিরোধের স্থায়ী আশার কথাও বলেন। ‘আমাদের সংগ্রাম ধৈর্য এবং আশার সংগ্রাম।’ একজন মার্চার বলেন।

বিশাল ও বৈচিত্র্যময় জনতার মধ্যে শত শত বাঙালি মার্চারও ছিলেন। ‘বেঙ্গলিজ ফর প্যালেস্টাইন’ সংগঠনেরর সদস্যরা মিছিলে অংশ নেন, যাদের মধ্যে ছিলেন নূরউদ্দিন আহমেদ, রাজনউদ্দিন জালাল, আনসার আহমেদ উল্লাহ, শফিক আহমেদ, স্মৃতি আজাদ, আহমেদ ফকর কামাল, আবু হুসেন, মাহমুদ আলী, মোসাদ্দেক হোসেন।

ড. ইউনূসকে কর্নেল অলি

এনসিপির নেতা না হয়ে বাংলাদেশের নেতা হয়ে উঠুন

ঢাকা ডেস্ক

শুধু এনসিপির নেতা না হয়ে বাংলাদেশের নেতা হয়ে উঠতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে আহ্বান জানিয়েছেন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) প্রেসিডেন্ট কর্নেল (অব.) অলি আহমদ। বুধবার বিকেলে রাজধানীর মগবাজারের দলীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই আহ্বান জানান।

পণ্য আমদানি-রপ্তানির প্রক্রিয়াকে আধুনিকায়ন করার পরামর্শ দিয়ে প্রধান উপদেষ্টার উদ্দেশে এলডিপি প্রেসিডেন্ট বলেন, 'আপনি এনসিপির নেতা না হয়ে বাংলাদেশের নেতা হয়ে উঠুন। চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে বিশেষ কোনো গোষ্ঠী যেন সুবিধা না পেয়ে এর মাধ্যমে বাংলাদেশ উপকৃত হতে পারে, সে ব্যবস্থা নিতে হবে।'

কর্নেল অলি বলেন, 'মানবিক করিডরের ব্যাপারে এককভাবে সিদ্ধান্ত নিলে বুমেরাং হতে পারে। সবার সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিন।'

বর্তমান অস্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা প্রসঙ্গে অলি বলেন, 'আজকে রাস্তাঘাটে হাঙ্গামা চলছে। সকালে বাসা থেকে বের হয়ে বিকেলে জনগণ ঘরে ফিরতে পারবে কি না, তার নিশ্চয়তা নেই। যেটা প্রয়োজন। যে যেটা চায়, সেটাই নিয়ে হরতাল করতেছে।

নিউইয়র্ক বই মেলা: প্রবাসী চেতনায় সাহিত্যের উৎসব

রওশন হক

নিউইয়র্কের মুক্তধারা আন্তর্জাতিক বাংলা বই মেলা। এটি যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাঙালির হৃদয়স্পন্দন হয়ে উঠেছে। ১৯৯২ সালে যাত্রা শুরু করে এই মেলা আজ উত্তর আমেরিকায় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। প্রতিবছর হাজারো প্রবাসী বাঙালি এখানে সমবেত হন নিজেদের শিকড়ের সন্ধানে, মাতৃভাষার মাধুর্যে সিক্ত হতে। বইয়ের পাতায় পাতায় জড়িয়ে থাকে স্বদেশের গন্ধ, কবিতার ছন্দে ধ্বনিত হয় বাংলার প্রকৃতি, গল্পের ভেতর লুকিয়ে থাকে অভিবাসী জীবনের জটিল আবেগ। এ মেলা যেন এক চলমান সেতু, যা প্রবাসের নতুন প্রজন্মকে বাংলার ইতিহাস, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে জুড়ে দেয়।

মুক্তধারা বই মেলার ইতিহাস গৌরবোজ্জ্বল। ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বজিৎ সাহার হাত ধরে ছোট্ট পরিসরে শুরু হওয়া এই আয়োজন আজ বিশাল এক সাংস্কৃতিক মহোৎসবে রূপ নিয়েছে। বাংলাদেশের একুশে বই মেলার আদলে গড়ে ওঠা এই মেলায় অংশ নেন দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা লেখক, প্রকাশক ও বুদ্ধিজীবীরা। বাংলা ভাষায় রচিত হাজারো বইয়ের সমারোহে সাজে মেলা প্রাঙ্গণ। কবিতা পাঠ, সাহিত্য আলোচনা, নাট্যাভিনয়, সঙ্গীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে প্রবাসী বাঙালির

সৃজনশীলতার মাঠ। শিশু-কিশোরদের জন্য আলাদা আয়োজন থাকে—ছবি আঁকা, আবৃত্তি, কুইজ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তারা শেখে বাংলা ভাষার সৌন্দর্য।

কিন্তু এই মেলা শুধু বই বিক্রির মেলা নয়, এটি একটি সামাজিক অনুষ্ঠান। প্রবাসে বেড়ে ওঠা তরুণ প্রজন্ম যাদের অনেকেই বাংলা বলতে কিংবা পড়তে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না, তাদের জন্য এই মেলা হয়ে ওঠে পরিচয়ের খোঁজার ঠিকানা। বাংলাদেশি বাবা-মায়েরা সন্তানদের হাত ধরে এখানে আসেন মাতৃভাষার গন্ধ শেখাতে। বইয়ের পাশাপাশি মেলায় পাওয়া যায় বাংলাদেশি হস্তশিল্প, পোশাক ও ঐতিহ্যবাহী খাবারের স্টল। এক ফোঁটা মাটির টান, এক চিলতে আকাশের স্বাদ—এই মেলায় এসেই প্রবাসীরা খুঁজে পান স্বদেশের ছোঁয়া।

তবে প্রতিটি বৃহৎ আয়োজনের মতোই এই মেলাকে ঘিরে রয়েছে নানা বিতর্ক। অনেকের মতে, মেলার আয়োজনে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর আধিপত্য লক্ষণীয়। নতুন লেখক কিংবা ছোট প্রকাশকদের অংশগ্রহণে রয়েছে সীমাবদ্ধতা। কিছু সমালোচক অভিযোগ করেন, মুনাফালোভী প্রকাশকদের প্রাধান্যে সাহিত্যের চেয়ে বাণিজ্যের ছাপ বেশি পড়ে। আবার কেউ কেউ মনে করেন, রাজনৈতিক মতাদর্শ মেলার নির্মোহ আবহকে মাঝে মাঝে ক্ষুণ্ণ করে। এতসব সমালোচনা সত্ত্বেও মেলার মূল উদ্দেশ্য—প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতির চর্চা ও প্রসার—কখনো ম্লান হয়নি।

ভবিষ্যতের প্রত্যাশা নিয়ে বলতে গেলে, এই মেলাকে আরও বহুমাত্রিক ও সমন্বয়ধর্মী করে তোলা প্রয়োজন। প্রযুক্তির যুগে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা বাঙালিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যেতে পারে। তরুণ লেখকদের জন্য ওয়ার্কশপ ও মেন্টরশিপের ব্যবস্থা করে তাদের সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা যায়। সর্বোপরি, সকল মত, পথ ও অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে মেলাকে আরও গণতান্ত্রিক রূপ দেওয়া প্রয়োজন।

নিউইয়র্কের মুক্তধারা বই মেলা প্রবাসী বাঙালির অস্তিত্বের লড়াইয়েরই অংশ। এটি শুধু বইয়ের মেলা নয়, স্বদেশের প্রতি ভালোবাসার অনন্য নিদর্শন। সব বিতর্ক, সমালোচনা ছাপিয়ে এই মেলা যেন বাংলা ভাষার মশাল উজ্জ্বল রাখে শতাব্দীর পর শতাব্দী—এই হোক আমাদের কামনা।

বছরসেরা আয়োজন নিয়ে

শেষ পৃষ্ঠার পর

শেফ' প্রতিযোগিতা। খলিল বিরিয়ানি হাউসে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত অর্ধশতাধিক প্রতিযোগী অংশ নেন। 'এবার আপনিও হবেন শেফ' স্লোগানে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় ঘরোয়া পরিবেশে তৈরি নানান পদের খাবার পরিবেশন করেন প্রতিযোগীরা। বিচারকদের রায়ে সেরা রন্ধনশিল্পীদের বেছে নেওয়া হয়। যাদের মূল আয়োজনে তিনটি ক্যাটাগরিতে সেরা বাছাইয়ের মাধ্যমে দেওয়া হবে বেস্ট হোম শেফ অ্যাওয়ার্ডস।

এই অ্যাওয়ার্ডস শুধু রন্ধনশিল্পে সীমাবদ্ধ নয়। স্বীকৃতি দেওয়া হবে মোট ৯টি ক্যাটাগরিতে। সেগুলো হলো— বেস্ট রেস্টুরেন্ট, বেস্ট শেফ, বেস্ট ফুড ব্লগার, বেস্ট এন্টারপ্রেনিউর, শেফ অব দ্য ইয়ার, পারসোনালিটি অব দ্য ইয়ার, কারি লিজেন্ড অ্যাওয়ার্ডস, লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডস, এবং বেস্ট হোম শেফ।

অনুষ্ঠানের বিচারকমণ্ডলীতে রয়েছেন বিশ্বের খ্যাতনামা শেফরা। ভারত, মালয়েশিয়া, সৌদি আরব, জর্ডান, বাহরাইন ও বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বে থাকছেন রন্ধনশিল্পের গুণীজনরা। তালিকায় আছেন—বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় শেফ টনি করিম খান, ভারতের বিশিষ্ট রন্ধন বিশেষজ্ঞ ও কালিনারি ফোরামের সদস্য ড. ইজ্জত হুসেন, মালয়েশিয়ান কালিনারি বিশেষজ্ঞ রসাহম বিন রুসলি, সৌদি আরবে ওয়ার্ল্ড কালিনারি অ্যাসোসিয়েশন (ডব্লিউএসি) এর সার্টিফাইড প্রশিক্ষক মনতাসির মাসউদ, বাহরাইনের বিখ্যাত কালিনারি বিশেষজ্ঞ ও হসপিটালিটি কনসালটেন্ট সিলভারস্টার রোজারিও, জর্ডানের পেশাদার কালিনারি বিশেষজ্ঞ মাহমুদ ইয়াসিন, ব্রিটিশ-বাংলাদেশি ক্যাটারিং ব্যবসায়ী অলি খান এমবিই, যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির সহকারী অধ্যাপক মো. গোলাম মোস্তফা, বাংলাদেশের সফল নারী উদ্যোক্তা, রন্ধনশিল্পী ও টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব রাহিমা সুলতানা রীতা, আন্তর্জাতিক রন্ধনশিল্পী, রান্নার সৃজনশীল উদ্ভাবক ও লেখক শাহেদা ইয়াসমিন, কালিনারী বিশেষজ্ঞ মেরীনা খন্দকার এবং কালিনারী বিশেষজ্ঞ লবি রহমান।

এছাড়া অতিথি হিসেবে থাকছেন কনটেন্ট ক্রিয়েটর আদনান ফারুক হিল্লোল ও জনপ্রিয় ফুড ব্লগার নুসরাত ইসলাম (জলটান বিডি)। উপস্থিত থাকবেন ডেফোডিল ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান ড. সবুর খান, এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেটের রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ।

প্রবাসীদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ

আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ডস নিয়ে নিউইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশিদের মাঝে বিরাজ করছে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা। অনুষ্ঠানটি ঘিরে যেমন রন্ধনশিল্প সংশ্লিষ্টদের মধ্যে তৈরি হয়েছে প্রতিযোগিতার আবহ তেমনি সাধারণ প্রবাসীরাও নিজেদের সংস্কৃতিকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরার এই উদ্যোগে গভীরভাবে যুক্ত হচ্ছেন। কেউ রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে সরাসরি অংশ নিচ্ছেন, কেউবা স্বজনদের উৎসাহ দিতে হাজির হচ্ছেন রান্নার মহা-আয়োজনে।

নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় বসবাসরত রেস্টুরেন্ট কর্মী মঈনুল হোসেন বলেন, অনেক দিন পর এমন একটি আয়োজন হচ্ছে যেখানে শুধু খাবার নয়, আমাদের সংস্কৃতি, দক্ষতা ও প্রবাসজীবনের সংগ্রাম উঠে আসবে। আমরা গর্বিত। এদিকে হোম শেফ হিসেবে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া একজন বলেন, এটা আমার জীবনের বড় সুযোগ। এত দিন শুধু বন্ধুদের জন্য রান্না করেছি, এবার বিচারকরা আমার রান্না চেখে দেখবেন—এটাই ভাবতেই গর্ব হচ্ছে।

অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিউইয়র্কসহ আশপাশের শহরগুলোর প্রবাসীরা নিজেদের মতো করে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কেউ টিকিট কেটে রাখছেন, কেউ অংশ নিচ্ছেন আয়োজনের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্য স্টেট থেকেও অনেকে এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে নিউইয়র্কে আসার পরিকল্পনা করেছেন।

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত তরুণ উদ্যোক্তা নাহিদ কামাল বলেন, এই অ্যাওয়ার্ডস আমাদের নতুন প্রজন্মের জন্য বড় অনুপ্রেরণা। যারা মনে করেন রন্ধনশিল্প কোনো বড় মঞ্চে পৌঁছাতে পারে না, তাদের জন্য এটি একটি জবাব।

বিশেষত নারীদের অংশগ্রহণ এই আয়োজনে আলাদা মাত্রা যোগ করেছে। অনেক হোম শেফই বলছেন, এই প্রতিযোগিতা তাদের আত্মবিশ্বাস অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। রান্না এতদিন পারিবারিক দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত হলেও এখন তা হয়ে উঠছে স্বীকৃতির মাধ্যম।

রন্ধনশিল্পকে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার আশা

আয়োজক খলিলুর রহমান ও আকাশ রহমান জানান, এই আয়োজন তাদের দীর্ঘদিনের স্বপ্নের বাস্তবায়ন। যুক্তরাষ্ট্রে রন্ধনশিল্পকে একটি মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে নিয়ে যেতে এবং প্রবাসী বাঙালিদের প্রতিভা ও সৃজনশীলতাকে আন্তর্জাতিক পরিসরে তুলে ধরতেই তারা এই ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ নিয়েছেন।

তারা জানান, রন্ধনশিল্পে যারা নিরবে বছরের পর বছর কাজ করে যাচ্ছেন, তাদের সাফল্য ও অবদানকে সামনে আনতেই মূলত এই 'কারি অ্যাওয়ার্ডস'র পরিকল্পনা। বিশেষ করে হোম শেফদের অংশগ্রহণ তাদের সবচেয়ে আনন্দিত করেছে। কারণ, প্রথাগত রেস্টুরেন্ট পেশার বাইরে থাকা এই প্রতিভাবান নারীরা এবার সামনে এসে নিজেদের তুলে ধরতে পারছেন।

রন্ধনশিল্পী মো. খলিলুর রহমান বলেন, অনেক দিন ধরে ভাবছিলাম প্রবাসে এমন একটা আয়োজন হওয়া উচিত যেখানে আমাদের রান্নার ঐতিহ্য, প্রতিভাবান শেফ এবং হোম কুকরা স্বীকৃতি পাবেন। অবশেষে সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিচ্ছে। এমন আয়োজন শুধু প্রতিযোগিতা নয়, এটা প্রবাসীদের সম্মান জানানোর একটি প্ল্যাটফর্ম।

ব্যবসায়ী আকাশ রহমান বলেন, প্রথমবার হলেও আমরা চাইছি যেন আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে অনুষ্ঠানটি করা যায়। তাই পরিকল্পনার শুরু থেকেই আমরা প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে দেখেছি। বিচারক নির্বাচন থেকে শুরু করে ভেন্যু, ট্রফি ডিজাইন, গেস্ট লিস্ট—সবকিছুতেই বৈচিত্র্য ও পরিপূর্ণতা রাখার চেষ্টা করেছি।

নিউইয়র্ক সিটির এক স্কুলের পাঠদানে এআই প্রযুক্তি

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক সিটির একটি স্কুলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের পাঠদান ও মানোন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ম্যানহাটনের মারি হিল একাডেমির ইংরেজি শিক্ষক এরিক ভিয়েটস এআই ব্যবহারের এই অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন।

জানা গেছে, গত বছর তার নতুন সন্তানের আগমনের সময় গুগলের 'জেনারেটিভ এআই ফর এডুকেটর্স' অনলাইন কোর্সটি করে তিনি এআই প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহী হন। এরপর থেকে তিনি এআইকে ক্লাসরুমে প্রয়োগ শুরু করেন এবং সহকর্মীদের মধ্যেও এআই শিক্ষার ব্যাপারে সচেতনতা বাড়ান।

ভিয়েটস বলেন, এআই শিক্ষাকে দ্রুততর এবং সহজ করে তোলে। এটি শুধু আমার নয়, পুরো স্কুলের শিক্ষক সমাজের জন্য সময় বাঁচিয়ে দিচ্ছে।

তার উদ্যোগে এখন মারি হিল একাডেমির ২৫ জনের বেশি শিক্ষক গুগলের দুই ঘণ্টার বিনামূল্যে এআই কোর্স সম্পন্ন করেছেন। শিক্ষকরা জানাচ্ছেন, শিক্ষার্থীদের লেখায় অগ্রগতি করতে এআই ব্যবহারের কৌশল শেখানো হচ্ছে। যা শিক্ষাকে আরও ফলপ্রসূ করে তুলছে।

ভিয়েটস বরেন, অনেকে ভেবে থাকেন এআই শিক্ষককে প্রতিস্থাপন করবে। কিন্তু আমি মনে করি এআই শিক্ষাকে উন্নত করবে এবং শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে একটি শক্তিশালী বন্ধন তৈরি করবে।

ইমিগ্রেশন কোর্টের নির্দেশ

শেষ পৃষ্ঠার পর

জরিমানা পরিশোধ করে বাংলাদেশে ফিরে গেলে ১০ বছর পর পুনরায় যুক্তরাষ্ট্রে আসার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে, কারণ তার স্ত্রী ও সন্তানরা সিটিজেন।

আইন অনুযায়ী, যারা বহিষ্কারের নির্দেশ অমান্য করে ফেডারেল সুবিধা গ্রহণ করেন তাদের স্পন্সরকে জরিমানার বিধান রয়েছে, যা এখন কার্যকর হতে পারে।

একই সময়ে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের নির্বাচনি অঙ্গীকার অনুযায়ী চলতি বছরে এক লাখ ৫৮ হাজার অবৈধ অভিবাসীকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং সরকারী খরচে তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। অবৈধ অভিবাসীদের জন্য স্বেচ্ছায় দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য ফ্রি টিকিট ও নগদ এক হাজার ডলার প্রদানের বিশেষ কর্মসূচিও রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক হুমকিতে

শেষ পৃষ্ঠার পর

কারখানাগুলোর জন্য নয়, কোটি মানুষের জীবিকার জন্য হুমকি। শ্রমিকরা জানান, তারা রীতিমতো চাকরি হারানোর শঙ্কায় আছেন। প্রতিদিনই কোন না কোন গার্মেন্টস বন্ধ হওয়ার খবর পাচ্ছেন। নিজেদেরটা কখন বন্ধ হয়, সেটা নিয়ে সবসময় দুশ্চিন্তায় থাকতে হচ্ছে।

রপ্তানির ৮৫ শতাংশই পোশাক

বাংলাদেশের মোট রপ্তানির প্রায় ৮৫ শতাংশই আসে তৈরি পোশাক থেকে। এর একটি বড় অংশ যায় যুক্তরাষ্ট্রে। তাই মার্কিন বাজারে যে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর বড় চাপ হয়ে দাঁড়ায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর বলেন, 'দীর্ঘ কয়েক দশকের প্রবৃদ্ধির পর যখন অর্থনীতি কিছুটা স্থবির, তখনই এলো এই শুল্ক হুমকি। এটি প্রবৃদ্ধিকে আরও চাপে ফেলবে।বিশ্বব্যাংক এরই মধ্যে পূর্বাভাস দিয়েছে, আগামী দুই বছরে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আরও কমে যেতে পারে।

চাপে সরকারও

পোশাক খাতের পাশাপাশি সরকারও এখন নানা চাপের মধ্যে রয়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ভর্তুকি কমাতে ও জ্বালানির দাম বাড়াতে চাপ দিচ্ছে।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন বলেন, একদিকে বৈদেশিক চাপ, অন্যদিকে রাজস্ব সংকট—সব মিলিয়ে আমাদের অর্থনীতি এখন অনেকটাই ঝুঁকিতে।

আশার আলো কতটা টিকে থাকবে?

রাজনৈতিক অঙ্গনে পরিবর্তন এসেছে। অনেকে আশা করছেন, গণতান্ত্রিক উত্তরণ নতুন সুযোগ তৈরি করবে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য শুল্ক আরোপ সে আশায় বড় প্রশ্নচিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, এখনই প্রয়োজন কূটনৈতিক তৎপরতা, বহুমুখী রপ্তানি বাজার খোঁজা ও নীতিনির্ধারণে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি। তা না হলে তৈরি পোশাক খাতের এই সংকট শুধু শিল্প নয়, গোটা অর্থনীতির জন্যই ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে।

নির্বাচন নিয়ে কথা বলতে পারছেন না কেন, প্রশ্ন মান্নার

ঢাকা ডেস্ক

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাবিত অধিকাংশ সংস্কার প্রস্তাবে প্রায় সব দল একমত হওয়ার পরও কমিশন কিংবা সরকারের পক্ষ থেকে নির্বাচন নিয়ে কোনো আলোচনা কেন করা হচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না। আজ বুধবার দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবে 'ফ্যাসিবাদ, গণ-অভ্যুত্থান, বিপ্লব ও সংবিধান বিতর্ক' শীর্ষক বইয়ের প্রকাশনা উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় এ কথা বলেন তিনি। বইটি লিখেছেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজের উদ্দেশে মান্না বলেন, 'এই যে এত দিন ধরে কথা বললেন রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে। কী দাঁড়াল? ন্যূনতম ঐকমত্য পাওয়া গেছে? ১৬৬টা প্রস্তাব করেছিলেন, ১৪৬টাতে সবগুলো দল একমত হয়েছে। তাহলে বেশির ভাগই তো একমত হয়ে গেছে। তারপরও নির্বাচন নিয়ে কথা বলতে পারছেন না কেন?'

নিউইয়র্ক বইমেলা চলবে ২৬ মে পর্যন্ত

শেষ পৃষ্ঠার পর

সভাপতিত্ব করেন বইমেলার আহ্বায়ক এবং ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান, খ্যাতিমান সাংবাদিক রোকেয়া হায়দার। তিনি বর্তমানে মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী কমিটির পক্ষে মেলার দায়িত্বে আছেন। সংবাদ সম্মেলন পরিচালনা করেন মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের সিইও বিশ্বজিৎ সাহা।

বক্তব্য রাখেন ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন ডা. জিয়াউদ্দীন আহমেদ, উপদেষ্টা ড. নজরুল ইসলাম, গোলাম ফারুক ভূঁইয়া, সৌদ চৌধুরী এবং ওবায়দুল্লাহ মানুম।

এবারের ৩৪তম বইমেলার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন মার্কিন বন্ধু ফিলিস টেইলর। ১৯৭১ সালে, যুক্তরাষ্ট্র গোপনে পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহের পরিকল্পনা করলে, ফিলিস টেইলরের প্রয়াত স্বামী রিচার্ড টেইলর এবং তাঁর সহযোগীরা ফিলাডেলফিয়া ও বাল্টিমোর বন্দরে অস্ত্রবাহী জাহাজ অবরোধ করেন। বইমেলায় এ বিষয়কে ঘিরে থাকবে বিশেষ আয়োজন।

এছাড়াও, মেলায় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি নতুন গ্রন্থের আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে অংশ নেবেন মুক্তিযুদ্ধকালীন ফিল্ড হাসপাতালের নেতৃত্বদানকারী ক্যাপ্টেন (অব.) ডা. সিতারা বেগম, বীর প্রতীক। বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত থাকবেন বরেণ্য ব্যক্তিত্ব ড. রেহমান সোবহান, গায়ত্রী চক্রবর্তী

স্পিভাক (কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়), এবং অধ্যাপক রওনক জাহান।

সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকরা বলেন, তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে এই বইমেলা শুধু বইয়ের প্রদর্শনী নয়, এটি বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক-বাহক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। তবে, শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কেউ কেউ বইমেলাকে বিতর্কিত করার চেষ্টা করছেন, যা দুঃখজনক। বক্তারা জোর দিয়ে বলেন—মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধু —এই শব্দগুলো কোনো বিতর্কের বিষয় নয়; এগুলো জাতির অহংকার।

বক্তব্যে আরও জানানো হয়, ১৯৯২ সালে 'বাঙালির চেতনা মঞ্চ' ও 'মুক্তধারা নিউইয়র্ক'-এর যৌথ উদ্যোগে বইমেলার সূচনা হয়। পরবর্তীতে মুক্তধারা নিউইয়র্ক ও পরে মুক্তধারা ফাউন্ডেশন এককভাবে বইমেলার দায়িত্ব পালন করে আসছে। সংগঠনটির সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন শহীদ পরিবারের সদস্য, মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক, লেখক এবং তরুণ প্রজন্মের সাহসী প্রতিনিধি।

এবারের বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে জামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে। সংবাদ সম্মেলনে সবার প্রতি আহ্বান জানানো হয়, আগের মতো এবারও সকলে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করে বইমেলাকে সফল করে তুলুন। এরই মধ্যে লেখক-প্রকাশকরা নিউইয়র্কে পৌঁছাতে শুরু করেছেন।

বক্তারা বলেন, বইমেলার অগ্রযাত্রায় শুধু মুক্তধারা ফাউন্ডেশন নয়, নিউইয়র্কের বাংলা জনসমাজ ও সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবারের মেলাও সফল হবে—এই প্রত্যাশা জানিয়ে সংবাদ সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে।

সুযোগের দরজা খুলে দিচ্ছি

শেষ পৃষ্ঠার পর

অপারেশন প্যাডলক টু প্রোটেক্ট।" অ্যাডামস্ প্রশাসনের চেষ্টার ফলে বছর ঘুরতেই প্রায় ১,৪০০টি বেআইনি গাঁজার দোকান বন্ধ হয়েছে এবং রাস্তাগুলো থেকে ৯৫ মিলিয়ন ডলারের বেআইনি পণ্য সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তবে "অপারেশন প্যাডলক টু প্রোটেক্ট" শুধুমাত্র শিশুদের সুরক্ষা বা সম্প্রদায়কে নিরাপদ রাখার জন্য নয়—এটি বৈধ ব্যবসাগুলোর জন্য মূল্যবান দোকানের জায়গা রক্ষা করতেও গুরুত্বপূর্ণ।

অ্যাডামস্ বলেন, 'আমরা শুধু বেআইনি গাঁজার দোকান বন্ধ করছি না; আমরা শহরের বৈধ গাঁজা শিল্পকে সমর্থনও করছি। এই বৈধ শিল্প নিউইয়র্ক সিটির জন্য একটি নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ—বিশেষ করে যারা 'ওয়ার অন ড্রাগস'-এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের জন্য। আমাদের প্রশাসন "কেনাবিস এনওয়াইসি লোন ফান্ড" -এর মাধ্যমে এই উদ্যোক্তাদের সহায়তা দিচ্ছে, যার মাধ্যমে ২০২৪ সালের অক্টোবর থেকে ৫ লক্ষ ডলারের বেশি ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এবং শিগগিরই এই সংখ্যা ২০ লক্ষ ডলারে পৌঁছাবে। গত বছর বৈধ গাঁজা বিক্রি ৩৫০ মিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে এবং এখন শহরের পাঁচটি বোরোতেই ১৬০টির বেশি বৈধ দোকান চালু আছে—যা আমাদের শহরের সম্ভাবনাময় এই শিল্পকে সুদৃঢ় ভিত্তি দিচ্ছে।'

এছাড়াও এখন সিলমারা দোকানগুলো পুনরায় খুলে দেয়া হচ্ছে, যাতে সেখানে বৈধ ব্যবসা—যেমন পিজারিয়া, সেলুন, খুচরা দোকান ইত্যাদি—চালু করা যায়। এ নিয়ে

অ্যাডামস্ বলেন, 'সম্প্রতি আমি ব্রুকলিনে "সালসা পিজ্জা ন্যাপোলেটানা" নামক একটি দোকান পরিদর্শন করি। দোকানের মালিক মাইক ব্যাংকালে আমাকে বললেন, সবকিছু শুরু হয়েছিল প্রায় ১৬ বছর আগে ইতালিতে, যেখানে আমি আর আমার সেরা বন্ধু আন্তোনেলা একসাথে ছিলাম। তারপর আমরা প্রায় কিছুই না নিয়ে আমেরিকায় চলে আসি। এখন সালসা পিজ্জা ন্যাপোলেটানা আমাদের স্বপ্ন পূরণের নাম।'

এই ছোট ব্যবসাটি নিউইয়র্ক সিটির অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে। ইতালি ও লাতিন আমেরিকা থেকে আসা অংশীদারদের জন্য এটি একটি বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক উদ্যোগও, যেখানে স্থানীয়দের জন্য ভালো চাকরি তৈরি করা হচ্ছে এবং অসাধারণ খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে।

প্রতিদিন, আমরা নিউইয়র্ক সিটিকে আরও নিরাপদ, আরও সাশ্রয়ী, এবং পরিবারের জন্য বসবাসের সেরা জায়গা বানাতে কাজ করে যাচ্ছে অ্যাডামস্ প্রশাসন। বেআইনি দোকান বন্ধ করা, শহরের অপরাধ কমানো, রেকর্ড সংখ্যক ছোট ব্যবসা চালু করা, নিউইয়র্কবাসীর জীবনমান উন্নত করাই প্রশাসনের লক্ষ্য।

অ্যাডামস্ বলেন, 'অপারেশন প্যাডলক টু প্রোটেক্ট- এর একবছর পূর্তি উদযাপন এবং দোকানগুলো পুনরায় খুলে দেয়ার সাথে সাথে আমরা আইন প্রয়োগ চালিয়ে যাবো এবং নিশ্চিত করবো যে এসব দোকানে নিরাপদ ও বৈধ ব্যবসা গড়ে উঠবে—যাতে পরিবারের সদস্যরা সেখানে কেনাকাটা ও উপভোগ করতে পারে।'

মূল্যবৃদ্ধির জন্য ট্যারিফকে দোষ দেওয়া বন্ধ করুক ওয়ালমার্ট

ডোনাল্ড ট্রাম্পের মন্তব্য

বিশেষ প্রতিনিধি

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ১৭ মে শনিবার ওয়ালমার্টকে কড়া ভাষায় সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, ট্রাম্প প্রশাসনের আরোপিত আমদানি শুল্ক বা 'ট্যারিফ'-কে মূল্যবৃদ্ধির কারণ হিসেবে তুলে না ধরে ওয়ালমার্টের উচিত 'ট্যারিফের বোঝা নিজেরা বহন করা'।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এ মন্তব্য আবারও বাণিজ্যযুদ্ধ ও ট্যারিফনীতি নিয়ে বিতর্ক উস্কে দিয়েছে। তার মতে, বড় কোম্পানিগুলো যেন এই ধরনের বাড়তি ব্যয় গ্রাহকের ঘাড়ে চাপিয়ে না দেয়। তবে ব্যবসায়ী নেতাদের মতে, সীমিত লাভের কারণে সব খরচ ব্যবসার পক্ষে বহন করাও সবসময় সম্ভব নয়। ট্যারিফ এবং ভোক্তা ব্যয়—এই দুইয়ের দ্বন্দ্বের মাঝে পড়ে বর্তমানে মার্কিন খুচরা বাজার একটি চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে।

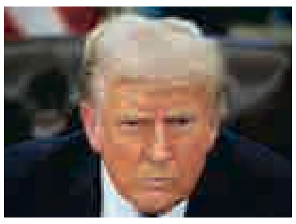

ডোনাল্ড ট্রাম্প

ট্রাম্প এক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া বার্তায় বলেন, "ওয়ালমার্টের উচিত ট্যারিফকে মূল্যবৃদ্ধির কারণ হিসেবে দেখানো বন্ধ করা। তারা গত বছর বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার আয় করেছে, যা প্রত্যাশার চেয়েও অনেক বেশি। ওয়ালমার্ট ও চীন মিলে এই ট্যারিফ 'খেয়ে ফেলা' উচিত, যেন গ্রাহকদের ওপর এর কোন বোঝা না পড়ে।"

বিশ্বের সবচেয়ে বড় খুচরা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান ওয়ালমার্ট সম্প্রতি জানিয়েছে, তারা চলতি মাস থেকেই কিছু পণ্যের দাম বাড়াতে বাধ্য হচ্ছে, কারণ ট্রাম্প প্রশাসনের আমদানি শুল্ক তাদের সরবরাহ চেইনের খরচ বাড়িয়ে দিচ্ছে। বিশেষ করে চীন থেকে আমদানিকৃত সাধারণ পণ্যের উপর এই চাপ বেশি পড়ছে।

ওয়ালমার্টের সিইও ডগ ম্যাকমিলন বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বলেন, "আমরা জানি ট্যারিফের কারণে কিছু পণ্যের মূল্য বাড়তে পারে, তবে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে খাদ্যপণ্যের মূল্য যাতে প্রভাবিত না হয়, সে বিষয়টি আমরা নিশ্চিত করবো। তবে, খুচরা বিক্রির লাভজনক মার্জিন খুব সীমিত হওয়ায় ট্যারিফের সবটুকু বোঝা বহন আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।" ওয়ালমার্টের পক্ষ থেকে শনিবার দেয়া প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মন্তব্যের বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যকার বাণিজ্য সংঘাতের কারণে শুধু ওয়ালমার্ট নয়, বহু মার্কিন কোম্পানি তাদের বার্ষিক আয় প্রত্যাশা কমিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছে।

ভোগান্তিতে ৩ লাখ যাত্রী

নিউ জার্সি ট্রানজিটে ট্রেন বন্ধ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউ জার্সি ট্রানজিটের (এনজে ট্রানজিট) ট্রেনে ইঞ্জিনিয়ারদের ধর্মঘট শুরু হয়েছে। এতে করে নিউ জার্সির সমস্ত কমিউটার ট্রেন পরিষেবা এবং এমটিএ মেট্রো-নর্থ ওয়েস্ট অব হাডসন সার্ভিস বন্ধ হয়ে যায়। ফলে তীব্র ভোগান্তিতে পড়েন প্রায় সাড়ে ৩ লাখ যাত্রী।

শুক্রবার রাত ১২টা ১ মিনিটে এই ধর্মঘট শুরু হয়। ধর্মঘটের ডাক দেয় ব্রাদারহুড অব লোকোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড ট্রেনম্যান নামের একটি ইউনিয়ন।

ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের দাবি, ট্রেন চালকদের বেতন বাড়াতে হবে। কয়েক দফা আলোচনার পরেও ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তিতে পৌঁছাতে পারেনি এনজে ট্রানজিট কর্তৃপক্ষ।

তবে বিএলইটির জেনারেল চেয়ারম্যান টম হাস বলেন, "আমরা প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলাম, তবে এখনও কিছু ডলারের পার্থক্য রয়ে গেছে।

নিউইয়র্কে মেক্সিকান নৌজাহাজে দুর্ঘটনা, প্রাণ গেল দুইজনের

রোকেয়া দীপা

নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলিন ব্রিজে শনিবার (১৭ মে) সন্ধ্যায় মেক্সিকান নৌবাহিনীর একটি সেলবোট দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। দুর্ঘটনায় দুইজন নিহত এবং অন্তত ১৯ জন আহত হয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগ।

'কুয়াউতেমক' নামের এই প্রশিক্ষণজাহাজটিতে সে সময় ২৭৭ জন যাত্রী ও নাবিক ছিলেন। দুর্ঘটনার ফলে চারজন গুরুতর আহত হয়েছেন এবং দুইজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন নগর কর্তৃপক্ষ।

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস জানিয়েছেন, প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, জাহাজটি বিদ্যুৎ ও যান্ত্রিক সমস্যার সম্মুখীন হয়। ফলে কন্ট্রোল হারিয়ে ব্রুকলিন ব্রিজের পিলারে ধাক্কা খায়, যা জাহাজের মাচ বা মাস্টের সঙ্গে থাকা কয়েকজন নাবিককে আঘাত করে। দুর্ঘটনার পর মোতায়েনকৃত ফায়ার সার্ভিস ও উদ্ধারকর্মীরা দ্রুত উদ্ধার তৎপরতা চালান।

প্রত্যক্ষদর্শীদের তোলা ভিডিওতে দেখা যায়, আলো দিয়ে সাজানো জাহাজটির মাচটি সোজা ব্রিজের নিচে আঘাত করে, আর নাবিকরা তাতে ঝুলে আছেন। তবে কেউ পানিতে পড়ে যাননি।

জাতীয় পরিবহন নিরাপত্তা বোর্ড (এনটিএসবি) জানিয়েছে, তারা ইতোমধ্যেই তদন্তের জন্য একটি দল ঘটনাস্থলে পাঠিয়েছে। নিউইয়র্ক সিটি পরিবহন বিভাগ জানিয়েছে, ব্রিজের কাঠামোগত কোনো ক্ষতির প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি এবং ব্রিজটি রাতেই পুনরায় যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে।

জাহাজটি পিয়ার ১৭ থেকে যাত্রা শুরু করে আইসল্যান্ডের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছিল।

মেয়র অ্যাডামস বলেন, 'আমরা আহতদের ও তাদের পরিবারের জন্য প্রার্থনা করছি এবং দ্রুত উদ্ধার অভিযানে অংশ নেওয়া সব প্রথম সাড়াদানকারীকে ধন্যবাদ জানাই।'

এশিয়ান আমেরিকান প্যাসিফিক আইল্যান্ডার সাংস্কৃতিক উৎসব

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

মিশিগানে অনুষ্ঠিত হলো এশিয়ান আমেরিকান প্যাসিফিক আইল্যান্ডার (এএপিআই) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। গত ১৭ মে (শনিবার) ওয়ারেন সিটির আয়োজনে ওয়ারেন কমিউনিটি সেন্টারে দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানটি উদযাপিত হয়।

মিশিগানে বসবাসরত বাংলাদেশ, ভারত, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়াসহ বিভিন্ন দেশের প্রবাসীরা অংশ নেন। দুপুর ১২টা থেকে শুরু হওয়া এই আয়োজনটি পরিণত হয় ধর্ম-বর্ণ-জাতিগত বৈচিত্র্য অতিক্রম করে এক আনন্দঘন মিলনমেলায়।

অনুষ্ঠানে ছিল বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও নানা দেশের ঐতিহ্যবাহী খাবারের স্টল। দর্শনার্থীরা নৃত্য, গান ও পোশাকের মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্কৃতি উপভোগ করেন এবং নানা স্বাদের খাবার উপভোগে স্টলগুলোতে ভিড় করেন। ওয়ারেন সিটির মেয়র লরি স্টোন বলেন, এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য এশিয়ান কমিউনিটির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানকে উৎসাহিত করা। অনুষ্ঠানটি বিপুল সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণে হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত ও সফল।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
পারসনাল ট্যাক্স
বিজনেস ট্যাক্স
সেল্স ট্যাক্স
বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
ফ্যামিলি পিটিশন
সিটিজেনশীপ আবেদন
গ্রীণকার্ড নবায়ন
সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates -Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

ভিজিট (B1B2), ষ্টুডেন্ট (F1), ট্রানজিট (C1) বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংবা বর্ডার (EWI) দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি
নিউ ইয়র্কে সম্পূর্ণ বিনাখরচে (ভিজিটরসহ অন্য যে-কোন আনডকুমেন্টেডদের) চিকিৎসা সুবিধে পেতে মেডিকেল ইন্সুরেন্স
E2 EB3
L1A EB5
SIJS VAWA
POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে।
আমরা গ্রীনকার্ড এবং সিটিজেনশীপ এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতার পরও ২ বছরের 'কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ড' থেকে 'কন্ডিশন' রিমোভ করে গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে- নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিস্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
Old Club Man Corporation
www.oldclubman.com
(212) 814-4068
16222 87th Road, JAMAICA, NY 11432

মা দিবস: পরিবার ও সমাজ গঠনে মায়ের ভূমিকা

ইমরান ইমন

‘মা’ পৃথিবীর সবচেয়ে মধুরতম শব্দ। মা শব্দের চেয়ে মধুর ও বিশুদ্ধতম শব্দ পৃথিবীর কোনো সংবিধানে নেই। মা শব্দটা খুবই ছোট। কিন্তু এর মাহাত্ম্য ও পরিধি অসীম। মায়া-মমতা-ভালোবাসার খনি যাকে বলা হয় তিনি হলেন আমাদের মা।

এই পৃথিবীতে মা-ই হলেন আমাদের সবচেয়ে কাছের আপনজন। একজন সন্তান জন্মের পর থেকে আমৃত্যু যার ছায়ার পরশে জীবনকে বেঁধে রাখেন তিনি হলেন মা। মায়ের সমার্থক শব্দ গুনে শেষ করা যাবে না। কিন্তু ‘মা’-এর চেয়ে মধুর ডাক পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। এমনকি পৃথিবীর মহামনীষীরাও বলেন, ‘পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত শব্দের নাম মা।’

যত কষ্টই থাকুক না কেন, মায়ের কথা মনে হলে নিজের অজান্তেই যেন ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে ওঠে। যে মানুষটি সব বিপদে আমাদের পাশে ছায়ার হয়ে থাকেন, তিনি আর কেউ নন, আমাদের সকলের প্রিয় মহীয়সী, গর্ভধারিণী মা জননী।

আর তারিখ যাই হোক পৃথিবীর তাবৎ মায়েদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রতি বছর মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার পালিত হয় বিশ্ব মা দিবস। মা দিবসের উদ্দেশ্য হলো- সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, মা ছাড়া এই পৃথিবীতে প্রকৃত আপন বলতে আর কেউ নেই। মায়েদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানানোর জন্যই এই দিবস।

কাব্যিক ভাষায়- ‘মধুর আমার মায়ের হাসি চাঁদের মুখে ঝরে, মাকে মনে পড়ে আমার মাকে মনে পড়ে’। মাকে কার না মনে পড়ে? যার আছে সেও মনে করে, আবার যার নেই সেও মাকে মনে করে। মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্পর্কটাই এমন। ‘মা’ কেবল একটি শব্দে মায়া, মমতা, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও ত্যাগের অনন্য নজিরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

পৃথিবীর প্রতিটি সন্তানের নিরাপদ আশ্রয়স্থল মা। মায়ের সারা জীবনের শ্রমের মূল্য কোন কিছুর বিনিময়ে কখনও শোধ করা যাবে না। মায়ের জন্য বিশেষ দিন থাকার দরকার আছে কি না, তা নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে। কিন্তু একটি বিশেষ দিনে মাকে না হয় একটু বেশিই ভালোবাসা যায়।

কাব্যিক ভাষায় বলা যায়-

‘যেখানেতে দেখি যাহা,
মা’-এর মতন আহা।
একটি কথায় এত সুধা মেশা নাই,
মায়ের মতন এত
আদর সোহাগ সে তো
আর কোনখানে কেহ পাইবে ভাই!’

মা দিবস উদযাপনের পেছনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায়, মা দিবসের সূচনা হয় ১৯০৮ সালে। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ার এক স্কুলশিক্ষিকা অ্যানা জারভিস সেখানকার পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা দেখে মর্মাহত হয়ে মায়ের জন্য বিশেষ দিন পালনের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টির কথা ভেবেছিলেন।

অ্যানা জারভিসের সেই ভাবনা বাস্তবায়নের আগেই ১৯০৫ সালের ৯ মে তিনি মারা যান। তার মৃত্যুর পর মেয়ে অ্যানা এম জারভিস মায়ের শেষ ইচ্ছা পূরণের উদ্দেশ্যে কাজ শুরু করেন। বন্ধু-বান্ধবকে নিয়ে ১৯০৮ সালে তার মাফিলাডেলফিয়ার যে গির্জায় উপাসনা করতেন, সেখানে সব মাকে নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মা দিবসের সূচনা করেন। ১৯১৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আনুষ্ঠানিকভাবে মে মাসের দ্বিতীয় রবিবারকে মায়েদের জন্য উৎসর্গ করে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা হয়।

বিশ্বের ৩৭টিরও বেশি দেশে মা দিবস পালন করা হয়ে থাকে। মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার বাংলাদেশসহ অস্ট্রেলিয়া, বারবাডজ, বাহামাস, কানাডা, কলোম্বিয়া, চেক রিপাবলিক, জার্মানি, আয়ারল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, ভারত, সিঙ্গাপুর নিউজিল্যান্ডসহ অন্তত ২৭টি দেশে পালন করা হয়ে থাকে। এছাড়া নরওয়েতে ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় রবিবার, আফগানিস্তান, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, বেলারুশ, সার্বিয়াসহ আরও কয়েকটি দেশে ৮ মার্চ মা দিবস পালন করা হয়। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে মা দিবস পালন করা হয় ২১ মার্চ। এছাড়া মে মাসের অন্যান্য দিন, জুন, আগস্ট, অক্টোবর এবং নভেম্বরেও কয়েকটি দেশে মা দিবস পালন করা হয়ে থাকে।

মা দিবসে উপহার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে সাদা কার্নেশন ফুল। সমীক্ষা বলছে, ‘বছরের আর অন্য সব দিনের তুলনায় এদিন অনেক বেশি মানুষ নিজের মাকে ফোন করেন, তার জন্য ফুল কেনেন, উপহার দেন। আচ্ছা সত্যি করে বলতে, মায়েদের কি আলাদা করে কোনো উপহারের প্রয়োজন পড়ে? তারা যে সন্তানের মুখে শুধুমাত্র ‘মা’ ডাক শুনতে পেলেই জীবনের পরম উপহারটি পেয়ে যান।’

আমার ‘মা’ এখনো বেঁচে আছেন। পৃথিবীতে মা বেঁচে থাকা মানেই ভাগ্যের চাকা সব সময় সচল থাকে। আমি তাই নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করছি। আমার অনেক বন্ধু-বান্ধবই এ বয়সে মাকে হারিয়েছে। তাই তাদের শত ইচ্ছা সত্ত্বেও মায়ের জন্য এই একটা দিন ঘটা করে উদযাপন করার কোন উপায় নেই।

সেদিন আমার এক বন্ধু বলছে, ‘বন্ধু প্রতিদিনই মায়ের কথা, মায়ের স্মৃতিগুলো মনে পড়ে।’ প্রতিদিনই তাই সে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় মায়ের দেয়ালে টাঙানো মায়ের ছবিটায় বলে বের হয়, ‘কেমন আছো মা’ বলেই সে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। যার মা নেই সেই বুঝে, মা হারানোর বেদনা কেমন!

কিন্তু আমরা আমাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থার দিকে যদি তাকাই, দেখবো সেখানে আমাদের মায়েরা কতটা অবহেলিত, নিগৃহীত। আজকাল কত ছেলে-মেয়ে, পুত্রবধুকে দেখা যায় মায়েদের অযত্ন করতে, তাদের অবহেলা করতে। তখন খুব খারাপ লাগে। যে মা-বাবা আমাদের আঙুল ধরে হাঁটতে শিখিয়েছেন, কথা বলতে শিখিয়েছেন, মুখে তুলে দিয়েছেন অন্ন, সেই বাবা-মা বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লে, তাদের হাতে গড়া সন্তানটি ছোটবেলার কথা ভুলে বাবা-মা কে পাঠিয়ে দিচ্ছে বৃদ্ধাশ্রমে।

অনেকে হয়তো বিদেশের সমাজব্যবস্থার কথা টেনে আনবেন। কিন্তু বিদেশে সমাজব্যবস্থা ভিন্ন, রীতি-নীতিও আলাদা। সামাজিক নিরাপত্তাও পাশ্চাত্য দেশগুলিতে অনেক বেশি। এমনকি জার্মানিতেও বৃদ্ধ বাবা-মা বৃদ্ধাশ্রমে যাবেন, অথবা তাদের নিজেদের খরচ নিজেরাই বহন করবেন- এটাই স্বাভাবিক। কর্মজীবনের উপার্জনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, এ জন্য সরকারি ভাতাও পেয়ে থাকেন তারা।

কিন্তু আমাদের দেশে? আমরা তো দেশকেও ‘মা’ বলে ডাকি। দেশের মাটিকে মা সম্বোধন করে তার পায়ে মাথা ঠেকাই আমরা। বড় গলায় গর্ব করি দেশমাতৃকার জন্য।

কিন্তু নিজের মায়ের বেলায়? বেঁচে থাকতে কত দিন, কত বার মাকে আদর করেছি আমরা? কত বার বলেছি ‘মা, তোমায় ভালোবাসি?’ জীবনচক্রের ঘূর্ণন শুরু হয় সেই জন্মলগ্ন থেকে।

এরপর ছোটবেলা কাটিয়ে ওঠে কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য আর সবশেষে অনিবার্য মৃত্যু। এই ধ্রুব সত্য শুধু আপনার-আমার নয়, সবার জন্যই। আমাদের কারও মায়েরই যেন জীবনের শেষ আশ্রয়স্থল বিদ্ধাশ্রম না হয়। তাই আসুন মাকে শ্রদ্ধা করি আর অবহেলা, অনাদর থেকে দূরে রাখি। যত দিন ‘মা’ বেঁচে আছেন, তত দিন প্রতিটি দিনই ‘মা দিবস’ হিসেবে পালন করি।

ইমরান ইমন: সাংবাদিক ও কলামিস্ট।

কেমন আছো বাংলাদেশ?

রওশন হক

কেমন আছো, বাংলাদেশ? এই প্রশ্নটি এখন আর শুধু আবেগের জায়গা থেকে আসে না—এটি একটি দায়িত্ববোধ থেকে জন্ম নেওয়া প্রশ্ন। আমাদের স্বাধীনতার বয়স পেরিয়েছে অর্ধশতাব্দী। এত বছরের পথচলায় আমরা দেখেছি বিজয়, ভাঙন, সংগ্রাম এবং সাফল্য। তবে আজ, এই সময়ে দাঁড়িয়ে, আবারও জানতে ইচ্ছে করে—তুমি কেমন আছো?

তোমার রাজধানী হোক বা গ্রাম, সর্বত্রই আজ মানুষের ভিড়, উন্নয়নের ছোঁয়া, বিলবোর্ডে ভবিষ্যতের স্বপ্ন। কিন্তু সেই ভিড়ে আজও দেখা যায় কাজ খুঁজে ফেরে হাজার তরুণ, অভাবে স্কুল ফেলে শিশুরা যাচ্ছে কাজে, নারীরা আজও নিরাপত্তার অভাবে শঙ্কিত, আর বিচারহীনতার ছায়া গ্রাস করে নেয় বিশ্বাস।

শুধু ভৌত অবকাঠামো নয়, দেশের উন্নয়ন মাপে শিক্ষা, নৈতিকতা, সামাজিক ভারসাম্য ও সাংস্কৃতিক শুদ্ধতাকে ঘিরে। সেখানে প্রশ্ন উঠে—আমরা কি এসব জায়গায়ও সমান এগিয়েছি? শিক্ষার মান কি বেড়েছে, নাকি শুধু ডিগ্রির সংখ্যা? বিচারব্যবস্থায় কি এসেছে স্বচ্ছতা, নাকি বিচার পাওয়ার পথটাই আরও কঠিন? গণমাধ্যম কি স্বাধীন, নাকি নিয়ন্ত্রিত বার্তার বাহক? আদর্শের রাজনীতি কি এখন দূর স্বপ্ন রয়ে গেছে, রাজনীতি কী এখন শুধুই ক্ষমতার পালাবদল?

তবুও হতাশার মধ্যে আশার আলো ফোটে। তোমার মাটিতে আজও উঠে আসে তরুণ উদ্যোক্তা, চিন্তার নতুন তরঙ্গ, নারী নেতৃত্বের অদম্য পদচারণা। কৃষক, শ্রমিক, ডাক্তার, শিক্ষক—সবাই যে যার মতো করে চেষ্টা করে যাচ্ছে তোমাকে আগলে রাখতে। এই দেশের প্রাণ তার মানুষ, আর তারাই তোমার সবচেয়ে বড় শক্তি।

তাই, প্রিয় বাংলাদেশ, আজ আমরা শুধু জানতে চাই না কেমন আছো—

আমরা চাই তুমি ভালো থাকো।

আমরা চাই, তুমি এমন একটি দেশ হয়ে উঠো। যেখানে ভবিষ্যতের প্রজন্ম বুক ফুলিয়ে বলতে পারে—"আমি বাংলাদেশে জন্মেছি, এটাই আমার গর্ব।"

এই গর্বের ভিত্তি গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন সততা, সহনশীলতা, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা। আর একটি স্বপ্ন—যা কেবল আজকের জন্য নয়, আগামী শতাব্দীর জন্যও দীপ্তিময়।

বর্তমান বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যৎ কী? বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শক্তি আজ তার তরুণ প্রজন্ম। দেশের জনসংখ্যার এক বিশাল অংশই তরুণ, কর্মক্ষম এবং প্রযুক্তি-বান্ধব।

কিন্তু প্রশ্ন হলো—এই বিশাল সম্ভাবনাময় প্রজন্মের ভবিষ্যৎ কেমন? তারা কী শুধু চাকরির পেছনে ছুটবে, নাকি নিজেরাই তৈরি করবে নতুন দিগন্ত? শিক্ষা, প্রযুক্তি ও তথ্যপ্রবাহের সহজলভ্যতা আজকের তরুণদের আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি সক্ষম করে তুলেছে। তারা আগ্রহী উদ্যোক্তা হতে, নতুন কিছু উদ্ভাবন করতে, পরিবর্তন আনতে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমে তারা গড়ে তুলছে নিজেদের মতামত, দিচ্ছে প্রতিবাদ, দেখাচ্ছে নেতৃত্ব। তবে এখানেই দাঁড়িয়ে আছে কঠিন এক বাস্তবতা। অনেকেই এখনো পায় না মানসম্মত শিক্ষা, কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত, দুর্নীতি ও পৃষ্ঠপোষকতার কারণে মেধা অনেক সময় মূল্য পায় না।

তরুণদের একটা অংশ হারিয়ে যাচ্ছে মাদক, অনলাইন আসক্তি কিংবা চরমপন্থী চিন্তাধারায়। পর্যাপ্ত দিকনির্দেশনার অভাবে তারা হতাশ, আর হতাশা থেকে তৈরি হয় আত্মঘাতী প্রবণতা। অন্যদিকে যারা পথ খুঁজে নিচ্ছে, তারা বারবার প্রমাণ করছে—তরুণ মানেই সম্ভাবনা। ফ্রিল্যান্সিং, স্টার্টআপ, গবেষণা, প্রযুক্তি খাতে অনেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সফলতা দেখাচ্ছে। দেশের বাইরে যাচ্ছে হাজার হাজার তরুণ, কিন্তু দেশে ফিরতে চায় এমন অনেকে খুঁজছে সুযোগ, নিরাপত্তা ও স্বপ্ন বাস্তবায়নের পরিবেশ। তাই এখন সময় তরুণদের কথা ভাবার—শুধু বক্তৃতায় নয়, নীতিনির্ধারণে, বাজেটে, শিক্ষায়, প্রযুক্তিতে, সংস্কৃতিতে।

তাদের কাছে শুধু প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে দায়িত্ব শেষ করলে চলবে না—তাদের উত্তর খুঁজে নেওয়ার পথও তৈরি করে দিতে হবে। তরুণরা যদি সঠিক দিকনির্দেশনা, প্রেরণা ও পরিবেশ পায়—তবে তারাই হবে আগামী বাংলাদেশের নির্মাতা। একটি উদ্ভাবনী, মানবিক, স্মার্ট ও টেকসই বাংলাদেশ গড়বে তারাই, যদি রাষ্ট্র ও সমাজ তাদের পাশে দাঁড়ায়।

শেষ কথা, তরুণদের ভবিষ্যৎ শুধু তাদের একার বিষয় নয়—এটি গোটা দেশের ভবিষ্যৎ। তাই আজকের সিদ্ধান্তই ঠিক করে দেবে, আমরা কেমন বাংলাদেশ রেখে যাচ্ছি আগামী দিনের হাতে।

রওশন হক
প্রবাসী লেখক, সাংবাদিক।

বিশ্বায়নে নজরুল

কবির কিরণ

বিংশ শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে যার জন্ম তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর কাব্যে, সাহিত্য সম্ভারে, সংগীতে প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন তিনি সাধারণ কোন কবি নন। তিনি বিশ্বের মানবতার কবি, তিনি বিশ্ব সমাজের কাছে একজন অসাম্প্রদায়িক শ্রেষ্ঠ মহান কবি।

তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমি এই দেশে, এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশেরই, এই সমাজেরই নই। আমি সকল দেশের, সকল মানুষের।'

তিনি দৃঢ় চিত্তে শত বছর আগে বলতে পেরেছেন, 'মোরা এক বিন্তে দুটি কুসুম হিন্দু - মুসলমান। মুসলিম তার নয়ন-মনি হিন্দু তাহার প্রাণ।'

অথচ আজও কিছু কিছু মৌলবাদী এক বিন্তে দুটি কুসুম - কিসের কুসুম বলে চিৎকার করে।

নজরুল তো বিদ্রোহ করেছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে, যা পুরাতন পচা সেই সনাতনের বিরুদ্ধে।

তাঁকে আপনি বিদ্রোহী কবি বলবেন কেন? যে মৃতপ্রায় সমাজকে একটি উন্নত জাতি হিসাবে দেখতে চেয়েছেন। দেশ মাতৃকার বন্ধনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন আনন্দময়ীর আগমনে কবিতা, আর সেই কারণে তাঁকে জেলে যেতে হলো। সেই কবিতায় ছিল বৃটিশ বিরোধী অসম্ভব রকমের ক্ষিপ্ততা; যা কিনা শুধু তরোয়ালই শক্তি সাহস প্রকাশের হাতিয়ার হিসাবে গণ্য নয়, বাংলা শব্দ যে কত শক্তিশালী তা তিনি অসাধারণ ছন্দে প্রকাশ করেছেন। ঠিক একইভাবে বিদ্রোহী কবিতাকে শুধু বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায়, তাঁর লেখনীর অসীম শক্তি। তিনি অত্যন্ত সচেতনভাবে সারা বিশ্বের মানুষের কথা কি সুন্দর করে প্রকাশ করেছেন, তা আমরা তাঁর লেখাগুলো পড়লে বুঝতে পারব।

আমাদের এখন সময় এসেছে কাজী নজরুল ইসলামকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরা, তাঁকে বিশ্বায়ন করা।

তাঁর ভালোবাসার গভীরতা বুঝতে গেলে এই কয়টি গানের কযেকটি লাইনই যথেষ্ট-

'সুরে ও বাণীর মালা দিয়ে তুমি আমারে ছুঁইয়েছিলে'

'গানগুলি মোর আহত পাখির সম
লুটাইয়া পড়ে তব পায়ে প্রিয়তম'
'নিশি নিঝুম ঘুম নাহি আসে
হে প্রিয়, কোথা তুমি দূর প্রবাসে'
'আজো মধুর বাঁশরি বাজে
গোধূলি লগনে বুকের মাঝে'

কবি বহুভাবে পরম আত্মার শান্তির অন্বেষণে কি চমৎকার অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন, তা সত্যি অবাক হওয়ার মত-

'খোদার প্রেমের শরাব পিয়ে বেহুঁশ হয়ে রই পড়ে
ছেড়ে মসজিদ আমার মুর্শিদ এলো যেই ও পথ ধরে'

'খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে।
প্রলয় সৃষ্টি তব পুতুল খেলা নিরজনে প্রভু নিরজনে'

'খড়ের প্রতিমা পুজিস রে তোরা, মাকে ত' তোরা পুঁজিসনে'

এখন সময় এসেছে সৃষ্টিশীল কবির কর্ম নিয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া, বিশ্বায়নে নজরুল সেখানেই প্রাসঙ্গিক।

লেখক: সভাপতি, শতদল
আবৃত্তিকার, সংগঠক।

শিল্পঘর

সংগীত—শুধু ধ্বনি বা সুর নয়, এটি এক আত্মার ভাষা, যা দেশ, কালের সীমানা পেরিয়ে মানুষের হৃদয়ে ছুঁয়ে যায়। প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের মধ্যে এই সংগীতচর্চা কেবল একটি শখ নয়, বরং নিজের শিকড়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের এক নিঃশব্দ প্রয়াস। বইয়ের পাঠের বাইরেও তারা খুঁজে নিচ্ছে আত্মার আনন্দ, আত্ম-প্রকাশের এক সৃজনশীল পথ। কিছু কিছু মুহূর্তে সুর হয়ে উঠে গল্প, সংগীত হয়ে উঠে স্মৃতি। আজকের প্রজন্ম সংগীতকে শিখছে কেবল শেখার জন্য নয়, বরং তার ভেতর দিয়ে নিজেকে জানার, নিজের সংস্কৃতিকে ধারণ করার জন্য। তারা শুধু সুরের অনুশীলন করছে না, তারা গড়ে তুলছে এমন এক ভবিষ্যৎ—যেখানে বাংলার সংগীত বিশ্বমঞ্চে শুনবে তার নিজের কণ্ঠে। আজকের এই পাতা তেমনই এক যাত্রার ছোট্ট ধাপ, যেখানে দুই শিল্পী আমাদের শোনাবে আশা, শিকড়, আর সম্ভাবনার গল্প। ধন্যবাদান্তে—**রোকেয়া দীপা**

সংগীতের বিস্ময় আলমীর তারাজ রহমান

সংগীতের পাশাপাশি পড়াশুনাতেও তুখোড় আলমীর প্রথম গ্রেড থেকেই গিফটেড এন্ড ট্যালেন্টেড আর একসেলারেটেড ম্যাথ প্রোগ্রামের আওতায় আছে। ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার সময়ই উনিভার্সিটি প্রি-ক্যালকুলাস শেষ করে এই গ্রীষ্মে ক্যালকুলাস-১ ক্লাসের জন্য তৈরি আলমীর।

আলমীর তারাজ রহমান, ১২ বছর বয়সের ছোট্ট এক সংগীত প্রতিভা- বেড়ে উঠছে সংগীতমনা বাবা মায়ের সাথে নিউ জার্সির সাউথ ব্রুন্সউইক শহরে। পড়াশোনার পাশাপাশি সংগীত বিষয়ক সহশিক্ষা কার্যক্রমের জন্য এই শহরের স্কুলগুলো বেশ পরিচিত। বাসায় গিটার, কীবোর্ড এর সাথে তার পরিচয় ছোটবেলা থেকেই।

সাত বছর বয়সে বাবার সাথে গিটার সেন্টারে ঘুরতে গিয়ে পরিচিতি হয় সংগীত তত্বের আর স্টাফ নোটেশনের উপর বই এর উপর। বাসায় বই নিয়ে দুই-তিন সপ্তাহের মাঝে নিজে নিজেই স্টাফ নোটেশন পড়া আয়ত্ব করে ফেলে ছোট্ট আলমীর, নোটেশন পড়ে কিবোর্ডে বাজানো শুরু করে বিভিন্ন গান।

অবাক হয়ে ছেলের অসীম ধৈর্য, উৎসাহ দেখে কয়েক মাস পরে গিটার সেন্টারেই লেসন নেয়ার ব্যবস্থা করে আলমীরের বাবা মা। গ্রেগ ওয়েলচার নামের এক শিক্ষকের কাছে তালিম নেয়া শুরু করে আলমীর।

"ওকে গ্রামার কিংবা স্টাফ নোট পড়া শিখানোর দরকার নেই, থিওরি ও ভালোই জানে, ও যেন তৈরি হয়েই এসেছে। আমি ওকে আরো শানিত করতে সাহায্য করবো, ও ব্যতিক্রমী এক ছেলে, সবাইকে যেভাবে শেখাই তা ওর ক্ষেত্রে কাজে দেবে না" - বলেছিলেন গ্রেগ।

গুরু তার ছোট্ট শিষ্যকে অনেক স্নেহে আর আনন্দে শিখিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু করোনার লকডাউন ও পরবর্তী সময়ে গ্রেগ অন্য শহরে চলে যাওয়ায় ছেদ পড়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার, কিন্তু আলমীর থেমে থাকে না। নোটেশনের বই পড়ে আর ইউটউব দেখে শিখতে থাকে নতুন নতুন গান আর টেকনিক। ইতোমধ্যে স্কুলের শিক্ষকেরাও জেনে যায় তার সংগীতের প্রতি ভালোবাসা আর প্রতিভার কথা। আলমীর জায়গা করে নেয় জ্যাজ ব্যান্ড, অর্কেস্ট্রা, উইন্ড সিম্ফনি আর কয়্যার দল এ । পিয়ানো বাজানোর পাশাপাশি শেখা শুরু করে বাঁশি আর পিকোলো। নিজে নিজে মৌলিক সুর তৈরি করা শুরু করে। নিজের পোষা পাখিদের জন্য তৈরি করে পিয়ানো সংগীত "ফ্রি বার্ড"।

পঞ্চম শ্রেণীতে স্কুলের শিক্ষক ড. ব্রায়ান হান্টার এর উৎসাহে এর পর প্রায় তিন চার মাস ধরে আস্তে আস্তে লিখে ফেলে নিজের মৌলিক স্কোর "Rebirth of Phoenix"। ১০ ইন্সট্রুমেন্টের অর্কেস্ট্রা নিয়ে সৃষ্টি করা সংগীত লিপিবদ্ধ করার জন্য আলমীর "ফিনালে" সফ্টওয়ার শিখে নিয়েছে নিজে থেকেই।

"অদ্ভুত ব্যাপার - রচনা লেখার মতো করে মনে মনে চিন্তা করে সেটা স্টাফ নোটেশন করে ফেলছে, ভিন্ন লেন এ ভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট বিভিন্ন মেলোডি লাইন - আমরা তো ইনস্ট্রুমেন্ট বাজিয়ে বাজিয়ে গান লিখি, আর ও মনে মনে চিন্তা করেই জটিল কম্পোসিশন লিখে ফেলছে" - আলমীরের বাবা শোভন রহমান (এক্স-অর্থহীন ব্যান্ড মেম্বার) বলছিলেন ছোট্ট আলমীরের কম্পোসিশন অভিজ্ঞতার কথা।

স্কুলের ব্যান্ড অর্কেস্ট্রা শিক্ষক চেয়েছিলেন এই স্কোর বছর শেষের কন্সার্টে স্কুল টিম বাজাবে - কিন্তু আলমীরের শারীরিক অসুস্থতার জন্য তা আর হয়ে উঠেনি । ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে আলমীর আবার তালিম নেয়া শুরু করে প্রিন্সটন এ নামকরা ওয়েস্টমিনিস্টার কনজার্ভেটরী অফ মিউজিক অফ রাইডার ইউনিভার্সিটি তে, এবার শিক্ষিকা এলেনা বেনেডিক্ট। তার তত্বাবধানে আলমীর আরো পরিশীলিত হয়ে বাজানো শুরু করে বিথোভেন, মোজার্ট, শপিন, কুহ্লাউ, ডেবুশি, চাইকোওস্কি সহ আরো নামকরা সব কম্পোজার দের সৃষ্টি। বছর শেষে কনসার্ভেটরির ইভালুয়েশন পরীক্ষায় অর্জন করে "হাই অনার্স" সর্বোচ্চ নম্বর। রাইডার ইউনিভার্সিটির কনজার্ভেটরির কিছু অনুষ্ঠানে ক্লাসিকাল সংগীত আর নিজের কম্পোসিশন বাজানোর পাশাপাশি বিখ্যাত প্রিন্সটন আর্ট কাউন্সিলেও বাজিয়েছে আলমীর।

গত তিন বছর ধরে নিউ জার্সিতে আর্টল্যাব মিডিয়া এর বাৎসরিক স্প্রিং কনসার্ট গুলোতে পিয়ানো সোলো বাজিয়েছে, আর সম্প্রতি রাটগার্স উনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত NJMTA (নিউ জার্সি মিউজিক টিচার্স এসোসিয়েশন) এর কম্পেটিশনে অংশ নিয়ে চূড়ান্ত পর্বে জায়গা করে নিয়েছে আলমীর । আগামীতে নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত কার্নেগি হলে পারফর্ম করবে আলমীর, এই আশা রাখছেন তার শিক্ষক বেনেডিক্ট।

পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ার সময় এলিস আইল্যান্ডে বেড়াতে গিয়ে রেঞ্জার এর অনুমতি নিয়ে ঐতিহাসিক গ্রেট হল এ রাখা শতবছরের পুরোনো পিয়ানোতে বিথোফেনের ষষ্ঠ সিম্ফনি বাজানোকে ছোট্ট জীবনের এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি মনে করে আলমীর।

সংগীতের পাশাপাশি পড়াশুনাতেও তুখোড় আলমীর প্রথম গ্রেড থেকেই গিফটেড এন্ড ট্যালেন্টেড আর একসেলারেটেড ম্যাথ প্রোগ্রামের আওতায় আছে। ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার সময়ই উনিভার্সিটি প্রি-ক্যালকুলাস শেষ করে এই গ্রীষ্মে ক্যালকুলাস-১ ক্লাসের জন্য তৈরি আলমীর।

সংগীতের সাথে জড়িত বাবা আর চাচাকে অনেক বাংলা গান গাইতে আর বাজাতে দেখে বড়ো হয়ে ওঠা আলমীর খুঁজেছে বাংলা গানের স্টাফ স্কোর, যেন সে দেখে বাজাতে পারে। অনেক অসাধারণ বাংলা গান কোনো স্টাফ স্কোরের মাধ্যমে সংরক্ষিত নয় জানতে পেরে আলমীর এই সংরক্ষণ আর অনুলিখনের (preservation through arranging and writing staff notation) স্বপ্ন দেখছে আলমীর, যাতে ওর মতো দ্বিতীয় প্রজন্মের প্রবাসী বাংলাদেশীরা তাদের শিকড়ের সংগীতকে সহজেই আত্মস্থ করার পাশাপাশি বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারে।

সুযোগ আর উৎসাহের সহায়তার জন্য আলমীর নিজের পরিবার আর শিক্ষকদের পাশাপাশি কমুনিটির সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানায় আলমীর ।

প্রিয়াশা, বিমুগ্ধ প্রতিভার এক সংগীতযাত্রা

প্রিয়াশার জন্মদিনটা ভারী মজার - ১২/১২/১২. ওর জন্ম ইন্ডিয়াতেই, কিন্তু প্রবাসে- গুজরাট এর আহমেদাবাদে। সঙ্গীতের হাতেখড়ি হয়েছিল দেড় বছর বয়সে - নাচ শেখার মাধ্যমে। ওরা আহমেদাবাদে যেখানে থাকতো তার কাছেই একটা নাচের স্কুল ছিল । ওর মা ওকে ভর্তি করে দিয়েছিলো সেই নাচের স্কুলে। দিব্বি নাচতো বাংলা , হিন্দি সব গানের সাথে। ২ বছর বয়সে ও প্রথমবার মঞ্চে নৃত্য প্রদর্শন করে একক ভাবে। গান শোনাটা স্বাভাবিকভাবে তখন থেকেই শুরু।

প্রিয়াশা চার বছর বয়সে চলে এলো যুক্তরাষ্ট্রে, তারপর টুকটাক এদিকে বর্ষবরণ, ওদিকে দুর্গাপুজোতে গাইতো যেমন পারতো। ওর যখন ৬ বছর বয়েস, তখন ও ভর্তি হলো গায়েত্রী শর্মা ম্যাম এর কাছে তালিম নিতে। শাস্ত্রীয় সংগীতের সঙ্গে পরিচয় তখন থেকেই। বাড়িতে মা বাবার উৎসাহে আর গুরুর কাছে যোগ্য তালিম পেয়ে এর পর ও আস্তে আস্তে মঞ্চে গাইতে শুরু করলো। মা এর সৌজন্যে বাড়িতে বাংলায় কথা বলে ওর বাংলা উচ্চারণ এ তন্ আসেনি। আর একসময় গুজরাটি ভাষাটা ভালো রকম রপ্ত ছিল বলে হিন্দিটাও ভালোই আসে ওর, তাই বাঙলা আর হিন্দি দুটো গানই সাবলীল ভাবে গাইতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের বাচ্চাদের মধ্যে ওর এই বিনা টান-এ গান গাওয়াটা অনেকের কাছেই বেশ চমকপ্রদ লাগে। এদেশে থেকে ইন্ডিয়ান ক্লাসিকাল গান শেখা আর গাওয়াতা চাট্টিখানী ব্যাপার না। নিউ জার্সিতে তে তাও এসবের কিছুটা সুযোগ সুবিধা আছে, তার সাথে গায়েত্রী ম্যাম এর মতো গুরু পাওয়াটাও একটা ভাগ্যের ব্যাপার।

প্রিয়াশার ৮ বছর বয়সে "দ্য আর্টিস্ট" বলে একটা গ্লোবাল ট্যালেন্ট হান্ট কম্পেটিশনএ গান গাওয়ার সুযোগ আসে। ইন্ডিয়ান ক্লাসিকাল, বলিউড এন্ড ওয়েস্টার্ন ভোকাল - ৩ তে ক্যাটাগরিতে অংশগ্রহণ করে সর্বকনিষ্ঠ প্রতিযোগী হিসেবে ও সেমিফাইনাল এ যায়। ১০ বছর বয়সে নিউ জার্সির এডিসন এ ও 'সা রে গা মা পা তে' অংশ নেয়। ওর থেকে অনেক বেশি বয়েসের দাদা -দিদিদেড় সঙ্গে যোগ্যভাবে লড়ে ও তৃতীয় স্থান পায়।

ছোট্ট মেয়েটির মুখে "রোজ রোজ আঁখো তোলে' র "আজকি রাত" শুনে দর্শক থেকে জজ সবাই একইরকম চমৎকৃত হয়েছিলেন। বাড়িতে ফ্রাইডে ইভনিংয়ে বাবা, মা আর বোনের সাথে নিয়মিত কারাওকে করা প্রিয়াশার কাছে গান গোটা যেমন একটা রিলাক্সিং ব্যাপার তেমনি ওর একটা খুব পছন্দের জিনিস হলো কানে হেডফোন লাগিয়ে গান শুনতে শুনতে নানা রকম কুকিং এর এক্সপেরিমেন্ট করা।

২০২৫ এ আর্ট ল্যাব এর পরিচালনায় ট্যালেন্ট হান্ট এর খবরটাও প্রথম পায় ওর গায়েত্রী ম্যাম এর কাছে থেকে। প্রথম রাউন্ড এ গাওয়া "বাজে গো বিনা" ওকে প্রথম পুরস্কার এনে দেয়। ওদেরই দেওয়া প্লাটফর্ম এ ও সুযোগ পায় স্প্রিং কনসার্ট এ গান গাওয়ার।

এই ব্যাপারে প্রিয়াশা আর্ট ল্যাব এর কাছে খুবই কৃতজ্ঞ এই সুযোগ পাওযার জন্যে। প্রিয়াশা আশা রাখে, ও মিডল স্কুল এর হোমওয়ার্ক আর কম্পিটিটিভ জিমন্যাস্টিক্স এর কড়া সময়সূচির মধ্যে গান এর চর্চাটা চালিয়ে যেতে পারবে।

অপ্রাপ্তি স্বীকার

মিঠুন দত্ত

সবার কাছে ঠিকঠাক
আমার কাছে কখনো নুন বেশি,
কখনো তেল, কখনো হলুদ মরিচ,
কখনো মসলার ঝাঁঝালো ঝাঁঝ...
কম বেশি; যা ইচ্ছা তাই।
পরিমাপও কেউ বোঝেনা
আমার উদরের।
মরার উদর কতদিন ধরে ভরে না;
অনেকদিন হয়
মা
আমার
রাঁধে না...!

আমাদের মা

রফিকুল নাজিম

আমাদের মা একজন সিরিয়াল কিলার
প্রতিনিয়ত তিনি তাঁর ইচ্ছেকে খুন করছেন
মাঝারি সাইজের স্বপ্নের টুটি চেপে ধরে খুন করছেন
বড় বড় চাওয়াকে তিনি দেদারসে কেটে
কুঁচিকুঁচি করছেন
আমাদের মা একজন নৃশংস খুনি
তিনি হাসিমুখে খুন করছেন তাঁর চারু ইচ্ছেগুলোকে,
তারপরও আমাদের মায়ের মধ্যে কোনো অনুতাপ নেই
কোনো অপরাধবোধ নেই!

মাটির ব্যাংকে সঞ্চয় করা একটা একটা আদুলির মত
আমাদের মা আমাদের জন্য সঞ্চয় করেন স্বপ্ন
আমাদের মা নির্মাণ করেন সমৃদ্ধ এক ইন্দ্রপুরী
যেখানে তরতাজা সুখগুলো লুটোপুটি খায়;
এবং
আমাদের মা- নির্লজ্জের মত ফুলের হাসি হাসেন!

মা : ঈশ্বর পর্ব

হৃদয় পান্ডে

মায়ের গল্প মানে স্রষ্টার স্মৃতিকথা।

২.
শেষমেষ, যত দেবী, যত ঈশ্বর,
সব পেরিয়ে— তোমার দৃষ্টির আলোকেই
আমি পেয়েছি আমার আরাধ্যকে।

৩.
তুমি যখন হাঁটতে,
কানের দুলে টুনটান শব্দ বাজত,
এ শব্দ ছিল আমার শৈশবের প্রার্থনা

৪.
পূজোর সকালে খই আর চিনি,
মায়ের সিঁথি লাল, আমার চোখে দেবী।

৫.
তিন শত ছেঁড়া দিন, রক্তে ভেজা প্রতীক্ষা—
তবেই প্রসব হয় ভবিষ্যৎ।

৬.
তোমার শরীরে আঁকা ছিল
আমার যাবতীয় গন্তব্য।

৭.
"এসো,"
ডেকে নেয় মা, বীজের ভিতর থেকে,
জন্মের গন্ধ ছড়িয়ে—
আকাশ থেকে পাতাল পর্যন্ত।

৮.
তোমার কোলে বসেই আমি চিনেছি—
সব দেবী, সব গীতার, সব পুরাণের মূল।

৯.
তুমি ক্ষয় হতে হতে অক্ষয় হয়ে গেলে,
আমাদের চোখে, চেতনায়, অস্তিত্বে।

১০.
তুমি যখন গান ধরতে,
ঘর ভরে যেত অদৃশ্য দীপ্তিতে।

মা

সারওয়াৎ জাবীন লুবনা

মাকে এখন পাই না ছুঁ'তে যখন তখন আর
চাদর বালিশ শাড়ির আঁচল কাঁথা মুড়ির পাড়।

পানের বাটা, জর্দা চেমন, চশমা খিলাল সব
তেমনি আছে মা-ই শুধু নেই হারিয়ে হলেন শব।

শাষণ, ধমক সবই এখন পেছন অতীত প্রাণ
আলনা জোড়া শাড়ির ভাঁজে শুধুই খুঁজি ঘ্রাণ।

বাগান জুড়ে গাছ লাগানো- দিতেন পানি রোজ
মা নেই তবু গাছের ফলে হচ্ছে রোজই ভোজ।

মাছ ওয়ালা রোজ এসে কয়- 'মা জননী কই?
উনার হাতের খাব্যর খেয়েই শেষ রোজাটা রই।'

আমবাগানে সজনে তলে মা যে আছেন বেঁচে
'জলদি ওঠো ভোর হলো যে'-কেউ বলে না যেচে।

বৃষ্টিছাদে জামের মুকুল জল এড়াতে ছাতা
জাম কুড়াতে থাকত সেথায় মায়ের আঁচল পাতা

পান চিবিয়ে চুনের হাতে স্পর্শ হোতো কত
সবই এখন মিলিয়ে সারা ফ্রেমের ছবি শত।

কেউ সাধে না ওই আমসত্ত্ব, আমের ঝুড়ি আঁচার
মা ছাড়া এই দুনিয়াতে কষ্ট খুবই বাঁচার।

মায়ের আঁচল

মিয়া এম আছকির

মা ছাড়া কি কেউ কখনও, থাকতে পারে ভালো
মা তো সবার আঁধার রাতের, পূর্ণিমার-ই আলো।
স্বপ্নের ভিড়ে কষ্ট ঢাকেন-বুকে পাথর চাপা দিয়ে
সন্তান একদিন সফল হবে জগৎ-খ্যাতি নিয়ে।

সন্তান লাভের সুখাচ্ছন্নে, মা যায় প্রহর গুনে
স্বপ্ন-আকাশ সাজায় মা যে, স্বপ্ন বুনে বুনে।
মাতৃ-গর্ভের মণিকোঠায় মানিক বেড়ে ওঠে
মাতৃত্বের স্বাদ মা'কে দিতে চাঁদ হয়ে সে ফোটে।

পূর্ণিমার চাঁদ দোল দিয়ে যায় মায়ের বুকের ভেতর
চাঁদখানা মুখ ঠাঁই দিতে মা'র জেগে ওঠে জঠর।
ধরা দেয় না কল্পনাতেও, কী অসীম সেই টান,
ভাঙা ঘরে, শূন্য হাঁড়িতেও মা তো রয় মহান।

অস্তিত্ব নিংড়ানো স্বর্গসুধা মায়ের স্তনে জমায়,
নাড়ির ধনকে বুকে টেনে প্রেমে–ভরে খাওয়ায়।
মায়ের মাখা পরশবলে সচল হয় চাঁদের প্রাণ,
জীবনভর জড়িয়ে থাকে তাঁর দোয়ার আঁচল–টান।

মায়ের পরশ

আব্দুস সাত্তার সুমন

মায়ের পরশ মিষ্টি ভীষণ-খুব যে ভালো লাগে,
মায়ের আঁচল বুকের ভেতর-অনুভূতি জাগে।
মায়ের ঘ্রাণ শীতল করে মনের ভিতর ব্যথা,
আদর মাখা হাতটি দিয়ে বুলায় যখন মাথা।

আব্বু আম্মু বলে ডাকে আঁকড়ে ধরে যখন,
মায়ার বাঁধনে জড়িয়ে রাখে শান্তি পাই তখন।

পরশ দিয়ে আগলে রাখে পূর্ণ করে চাওয়া,
মা হলো স্বর্গ মনি বেহেস্ত থেকে পাওয়া।
মায়ের পরশ সবার সেরা তুলনা যে নাই,
মায়ের মত এই জগতে পরশ কোথায় পাই?

মা, তুমিই পৃথিবীর প্রথম আলোটা

এইচ বি রিতা

মা! ভীষণ অস্থির মনে ডাকছি তোমায়
তুমি ঘুমিয়ে পড়ো না, আজ একটুখানি জেগে থাকো-
বাকি দিনগুলো তো তোমার জেগে থাকারই গল্প-
যেখানে ভোরের আগেই খুলে যেত তোমার হাতের মুঠো,
তাপ ওঠতো চুলোর ধোঁয়ায়,
ছোটবেলার আমার স্কুল ব্যাগের ওজন,
জীবনের এক-একটা দুপুর
যেখানে তোমার নিজের নামটা কোথাও ছিল না।

তোমার শাড়ির ভাঁজে লুকিয়ে থাকত আমার
পেন্সিল কাটার, রঙিন কলম, আমার না বলা
গল্পের খাতা। তুমি বুঝে নিতে,
কোন শব্দটা আমার গলায় আটকে গেছে।
মনে হয়, তোমার হাতটাই ছিল আমার মুখের ভাষা।
ুমি বুঝতে, আমি কখন চুপিচুপি কেঁদে ফেলি,
বুঝতে, হুটহাট কেন হেসে খুন হই।

তুমি এমনই এক বিস্ময়—
যে নিজের নিঃশ্বাসটাকেও নিঃশব্দে ধার দেয়
সন্তানের দিকে, যার ভালোবাসা ছাপিয়ে যায়
দাবি ও হিসেবের বাইরে।

আজ মা দিবস।
সবাই আজ ফেসবুকে, ইনস্টাগ্রামে তোমার মতো
মায়েদের ছবি দেয়, ফুল দেয়, কবিতা লেখে।
আমিও লিখছি—
তোমার মুখটা মনে করে, তোমার পায়ের নিচের
পুরোনো ফাটলগুলোর কথা মনে করে
যেখানে আমি হোঁচট খাইনি কখনো,
কারণ তুমি আগেই দাঁড়িয়ে থাকতে—
আমার যন্ত্রণাগুলোকে আগলে রাখার জন্য।

জানো মা, এখনো যখন খুব ক্লান্ত হয়ে যাই,
খুব একা বোধ করি, তখন তোমার পুরোনো চাদরটা
গায়ে দিই।
তুমি পাশে থাকো না,
কিন্তু গন্ধটা এখনো রয়ে গেছে। এটাই তুমি—
একটা গন্ধ, একটা স্পর্শ, একটা আশ্রয়...
যেটা কোনো দিন পুরনো হয় না।

মা আমার পরশ পাথর

আসাদ সরকার

আমার মা আমার প্রথম স্কুল।আমার মা আমার প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মহা বিদ্যালয়। আমার মা আমার প্রথম শিক্ষক। আমার মা আমার আদর্শ, এক মাত্র অনুপ্রেরণা, আমার ইচ্ছা শক্তি আমার সাহস। মা শব্দটি শুনলে আমার হৃদয়ে একটি অনুভূতি সৃষ্টি হয় যা পৃথিবীর কোন যন্ত্রপাতি দিয়ে পরীক্ষা করলেও সেই অনুভূতি বোঝানো সম্ভব নয়। আমার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রুতিমধুর শব্দটি হচ্ছে মা। আমার জীবনে প্রথম যে শব্দটি শিখেছি সে শব্দটি আমার মায়ের কাছ থেকে।

পৃথিবীতে আমরা হয়তো অনেকেই পরশ পাথরের কথা শুনেছি কিন্তু কেউ কি কখনো ধরে অনুভব করছেন? বা নিজের চোখে পরশ পাথর দেখেছি? আমি সত্যি পরশ পাথর দেখেছি। আমার পরশ পাথরের নাম শান্তির পরশ। আর সেই পরশ পাথরটি আমার মমতাময়ী মা। আজকে আমি পৃথিবীতে একজন বড় সফল মানুষ, এই সফলতার আড়ালে একটি গল্প লুকিয়ে আছে। আর সফলতার গল্পটি আমার জনম দুঃখী মা।

আমার পরিবার একটি মধ্যেবিত্ত পরিবার। আমাদের পরিবারের আমার দুই চাচা, দাদা, দাদিকে নিয়ে একটি সুখী পরিবার। আমার বয়স যখন তিন বছর তখন আমার বাবা মারা যায়। পরিবারের নেমে আসে দুঃখের ছায়া। আমার ছয় বছর বয়সে দুই চাচা পরিবার নিয়ে শহরে বসবাস করতে থাকেন। আমি প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হই। ৫ম শ্রেণি পযর্ন্ত চাচারা ভালো খোঁজ খবর নিতো। ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে উঠার পরে আমার দাদা মারা জান। কিছুদিন পর মেঝো চাচা বাড়িতে এসে দাদিকে নিয়ে যায় শহরে। তারপর থেকে আমাদের সাথে দুই চাচার পরিবারের আর কোন যোগাযোগ নেই। আমার পড়াশোনার খরচ দিন দিন বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে মা টিউশনি আর সেলাই কাজ করতে থাকেন। কোনো ঈদে মাকে ভালো কাপড় পড়তে দেখিনি। একটি ভালো কাপড় আলমারিতে তুলে রাখতো সেটা আমার স্কুলের কোন প্রয়োজন হলে পড়ে যেতেন।মাঝে মাঝে চোখে পরতো চার পাঁচ তালি যুক্ত কাপড় পড়ে থাকতো। এসব দেখার পরে ইচ্ছে হতো পড়াশোনা ছেড়ে কাজে লেগে যাই। মায়ের কাছে যখন বলতাম মা, আমার পড়াশোনা আর ভালো লাগে না। মা আমাকে আদর করে বুকে নিয়ে অনেক অনুপ্রেরণা দিতেন। তোমাকে অবশ্যই তোমার চাচাদের থেকে অনেক বড় হতে হবে। শহরে বাড়ি করতে হবে, ভালো চাকরি করতে হবে। এভাবে যখন ভেঙে পরতাম তখনি তিনি সাহস দিতেন। আমি কখনো প্রাইভেট পড়িনি মায়ের কাছে শিখতাম।

মা ছেলে কষ্টের জীবনযাপনের মধ্যে শেষ হলো হাইস্কুল এবং আমার এস এস সি পরীক্ষায় ভালো একটি রেজাল্ট হয়। আমার মায়ের ইচ্ছে শহরে ভালো কলেজে পড়াবে। কিন্তু আমি বুঝি মায়ের অনেক কষ্ট হবে। তাই বায়না ধরলাম আমি শহরে যাবো না। অনেক বায়না ধরলাম কিন্তু মাকে রাজি করানো সম্ভব হয়নি। একদিন মা এবং আমি শহরের বড় চাচার বাসায় গেলাম আমার রেজাল্ট জানানোর জন্য কিন্তু চাচার এবং চাচির ব্যবহার দেখে মনে হলো আমরা ওদের বাড়ির চাকর। তারপরও মা বড় চাচাকে বললো ভাইজান শাকিবকে শহরের সরকারি কলেজে পড়াতে চাচ্ছি? যদি থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হতো তাহলে কষ্ট হতো না।চাচা কিছু বলার আগে চাচি আম্মুকে বললো আমাদের বাসায় তো জায়গা নেই কোন ম্যাচে তুলে দেন। আমার মা কিছু না বলে চুপচাপ দুটি চোখে জল মুছতে মুছতে বাড়ি থেকে বাহির হয়ে এলেন। আমি এই প্রথম আমার আম্মুকে আমার চোখের সামনে কাঁদতে দেখলাম। আমি মায়ের পা ধরে বললাম মা, আমি আর পড়াশোনা করতে চাই না।আম্মু আমাকে বুকে ধরে বাচ্চাদের মত কাঁদতে থাকে।

দুপুরের খাবারের সময় হয়ে গেছে। মেঝো চাচার বাসায় যাওয়ার জন্য হাঁটা শুরু করলেন। আমি আম্মুকে বললাম,

'আম্মু আমার একটি কথা রাখবে?'

'কি কথা বল?'

'আগে বলো রাখবে_'

'আচ্ছা বল আগে রাখার চেষ্টা করবো।'

(আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম আমাকে অনেক বড় হতে হবে)

'মা মেঝো চাচার বাড়িতে যাব না। চলো বাড়িতে চলে যাই।

আমি কলেজে ভর্তি হয়ে টিউশন করে পড়াশোনার খরচ জোগাব। একটি নরমাল মেসে উঠবো। কোনো চাচার বাসায় উঠে পড়াশোনা করবো না।'

আমার কথা শুনে মা কিছু সময় ধরে চুপ করে রইল। তারপর থেকে মায়ের সাথে সাথে আমি সংগ্রাম করা শিখে গেছি। দিনেরাতে দুই বেলা খাওয়ার অভ্যাস করে নিলাম। সেই থেকে আজ পযর্ন্ত আমার দুই বেলা খাওয়ার অভ্যাস। কলেজে ভর্তি হয়ে টিউশন খুঁজতে খুঁজতে কতদিন না খেয়ে রাস্তায় রাস্তায় কাটিয়েছি তার হিসাব নেই। একদিন রাতে না খেয়ে অনেক পেট ব্যথা। মেসের এক বড় ভাই চিকিৎসার টাকা দিয়ে চিকিৎসা করায়। বড় ভাইয়ের কাছে সবকিছু খুলে বলি। পরের দিন তিনি আমাকে দুই বেলা খাওয়ার বিনিময়ে আমাকে একটি টিউশন ব্যবস্থা করে দেন। আপতত পেটের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। কিন্ত মেসের ভাড়া কলেজের টিউশন ফি টাকার চিন্তা মাথায় রইয়ে গেল।

কিছুদিন পর যাদের বাসায় পড়ায় এই আন্টি আমার পরিবার সম্পর্কে জানতে চাইলে আমি লোকলজ্জার কথা চিন্তা না করে সব খুলে বলি। তিনি আমার জন্য একটি টিউশন সংগ্রহ করে দেন। এভাবে কলেজ জীবন শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করে আজকে এই জায়গায় পৌঁছেছি।

তার পিছনে যে মানুষ তার জীবন যৌবন নষ্ট করেছেন তিনি আমার মা। যিনি চাইলে আমাকে ছেড়ে ভালো একটি ছেলের সাথে সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারতেন তিনি আমার মা। আজকে এই শহরে দুটি পাঁচ তলা বাড়ি বিশাল ব্যবসা সব কিছু আমার মায়ের জন্য। আমার মায়ের নামে যতটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কোন প্রতিষ্ঠানের কোনো লোকসান নেই। কারণ তিনি আমার পরশ পাথর।

বৃহস্পতিবার (Thursday), ২২ মে ২০২৫

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

ব্রুকলিনে ফার্স্ট এইড হোম কেয়ারের নতুন শাখা উদ্বোধন

উত্তর আমেরিকা অফিস

ব্রুকলিনে ফার্স্ট এইড হোম কেয়ারের নতুন শাখার উদ্বোধন করা হয়েছে। গত ১৪ মে (বুধবার) সন্ধ্যায় কনি আইল্যান্ড এভিনিউতে ফিতা কেটে নতুন এ শাখার উদ্বোধন করা হয়।

প্রতিষ্ঠানটির ব্রুকলিন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, বিশিষ্ট কমিউনিটি এক্টিভিস্ট ড. সালমার পরিচালনায় এসময় মেন্টাল হেলথ সেমিনার, কেক কেটে মাদার ডে সেলিব্রেশন ও বেস্ট মাদার এওয়ার্ড প্রদান করা হয়। এসময় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

ফার্স্ট এইড হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট ডা. শাহজাদী পারভীন ও ভাইস প্রেসিডেন্ট ডা. জি সি প্যাট জানান, হোমকেয়ার সেবাকে মানুষের দৌড়গোড়ায় পৌছে দিতে আমাদের এ উদ্যোগ। এ শাখা থেকেও বয়স্ক ও শিশুদের হোমকেয়ার সেবা প্রদান করা হবে।

উল্লেখ্য, ফার্স্ট এইড হোম কেয়ার দীর্ঘদিন যাবৎ নিউইয়র্কের পাঁচ বরোতে সুনামের সাথে বয়স্ক ও শিশুদের হোমকেয়ার সেবা প্রদান করে আসছে।

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
Design by: ihopeprint.com, 929-536-7903
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
TEL: 718-828-6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
718.828.6610
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন • নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

COMMUNITY DEVELOPMENT FOR ASIAN AMERICAN
CDAA
Community Development for Asian American (CDAA)
একটি স্বাস্থ্য সামাজিক ব্যপস্থাপনা সংস্থা
যাঁরা আপনার ভাষায় কথা বলে এবং আপনার অধিকারের জন্য কথা বলে
আমাদের সেবা সমূহ–
আর্থিক অনুদান গ্রহণে সহায়তা
বাসস্থান ও বাড়ি ভাড়া প্রাপ্তিতে সহায়তা
কর্মসংস্থান ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ
ফুডস্ট্যাম্প ও পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী গ্রহণে সহায়তা
যাতায়াত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা
এছাড়া যে কোন শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ।
Tel: +1(866) 367-3232 Email: info@cdaany.org

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
22 May 2025, Thursday, Issue 427
বৃহস্পতিবার, ২২ মে ২০২৫, ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, ২৪ জিলকদ ১৪৪৬

২৩ মে শুক্রবার থেকে শুরু হতে যাচ্ছে নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বইমেলা। এ উপলক্ষে ১৬ মে, জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্টে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে মুক্তধারা ফাউন্ডেশন।

নিউইয়র্ক বইমেলা চলবে ২৬ মে পর্যন্ত

ডেস্ক রিপোর্ট

আগামী ২৩ থেকে ২৬ মে পর্যন্ত নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বহুল প্রতীক্ষিত নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা ২০২৫, যা আয়োজন করছে মুক্তধারা ফাউন্ডেশন। এ উপলক্ষে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রকাশক, লেখক, কবি ও সাহিত্যিকদের পদচারণায় সরগরম হয়ে উঠবে নিউইয়র্ক শহর।

বইমেলাকে ঘিরে প্রস্তুতি, কর্মসূচি ও নানা গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আয়োজিত হয় এক সংবাদ সম্মেলন। গত ১৬ মে, শুক্রবার, জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত ওই সংবাদ সম্মেলনে

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

রন্ধন শিল্প

বছরসেরা আয়োজন নিয়ে আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ডস

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের কুইন্সে বসতে যাচ্ছে রন্ধনশিল্পের এক অনন্য আয়োজন—আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫। রুচি, সংস্কৃতি ও সৃজনশীলতার এক অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটাতে চলেছে এই আয়োজন। যা নিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটিতে তৈরি হয়েছে উৎসবমুখর পরিবেশ। শনিবার(২৪ মে) টেরেস অব দ্য পার্ক-এ অনুষ্ঠিতব্য এই জমকালো অনুষ্ঠানে রন্ধনশিল্পী থেকে শুরু করে উদ্যোক্তা, রাজনীতিক, ব্লগারসহ নানা পেশার মানুষের মিলন ঘটবে।

বর্ণিল অনুষ্ঠান ঘিরে খরচ ধরা হয়েছে প্রায় ২ লাখ ডলার। যার মধ্যে ভেন্যু খাতে খরচ হয়েছে ৪৫ হাজার ডলার। এছাড়াও শিল্পীদের পারিশ্রমিক, আন্তর্জাতিক অতিথিদের আনাগোনা ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচ মিলিয়ে এটি পরিণত হয়েছে বছরের অন্যতম ব্যয়বহুল অনুষ্ঠানে। আয়োজক প্রতিষ্ঠান খলিল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ এবং আশা গ্রুপ সংবাদ সম্মেলনে জানান, এই উদ্যোগ শুধু প্রতিযোগিতার জন্য নয় বরং প্রবাসীদের রন্ধন প্রতিভা ও সংস্কৃতিকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার জন্য।

এদিকে আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ডসের অংশ হিসেবে গত ১৮ মে ব্রঙ্কসে অনুষ্ঠিত হলো ‘বেস্ট হোম

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৫

ইমিগ্রেশন কোর্টের নির্দেশ অমান্য, ২২ কোটি টাকা জরিমানা বাংলাদেশির

ডেস্ক রিপোর্ট

নিউইয়র্কে এক বাংলাদেশি প্রবাসীকে ইমিগ্রেশন কোর্টের বহিষ্কারের নির্দেশ অমান্য করায় ১.৮২০ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ২২ কোটি টাকা) জরিমানা করা হয়েছে। এই তথ্য দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা এটর্নী মঈন চৌধুরী।

জানা গেছে, ১৯৯৫ সালে ওই প্রবাসীর আশ্রয়ের (অ্যাসাইলাম) আবেদন বাতিল হয়। পরবর্তীতে ২০০৭ সালে তার আপিল আবেদনও খারিজ করা হয়। এরপর তিনি ইউএস সিটিজেন এক স্ত্রীকে বিয়ে করেও আইনি মর্যাদা পাননি। এই অবস্থায় তিনি স্ত্রী ও সন্তানসহ নিউইয়র্কে বসবাস করছেন।

সম্প্রতি হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৫ সালের মে পর্যন্ত সময়ের জন্যে জরিমানার নোটিশ দিয়েছে। যা ১৯৫২ সালের অভিবাসন আইনের সংশোধিত অংশের ওপর ভিত্তি করে।

এটর্নী মঈন চৌধুরী জানান, বর্তমান কঠোর অভিবাসন নীতির কারণে পুনরায় আবেদন খোলা কঠিন। তিনি বলেন,

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ২

যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক হুমকিতে বিপাকে পোশাক খাত

চাকরি হারানোর শঙ্কা

বাংলাদেশসহ কয়েকটি দেশের পোশাকপণ্যের ওপর ৩৭ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ হতে পারে—এই আশঙ্কায় রয়েছে দেশের প্রধান রপ্তানি খাত তৈরি পোশাকশিল্প।

উত্তর আমেরিকা অফিস

২০২৫ সাল বাংলাদেশের জন্য শুরু থেকেই নানা সংকটে ঘেরা। রাজনৈতিক অস্থিরতা আর অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মাঝখানে এবার নতুন করে চাপ তৈরি করেছে যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কনীতি। গত মাসে যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা দেয়, বাংলাদেশসহ কয়েকটি দেশের পোশাকপণ্যের ওপর ৩৭ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করা হবে। আন্তর্জাতিক

প্রতিক্রিয়ার মুখে এই সিদ্ধান্ত আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। তবে যেকোনো সময় শুল্ক আবার কার্যকর হতে পারে—এই আশঙ্কায় রয়েছে দেশের অন্যতম প্রধান রপ্তানি খাত তৈরি পোশাকশিল্প।

‘চাকরি থাকবে তো?’

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিক কাজ করছেন। তাদের আয়ের ওপর নির্ভরশীল আরও কয়েক গুণ মানুষ। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্ত শুধু পোশাক

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ২

সুযোগের দরজা খুলে দিচ্ছি: এরিক অ্যাডামস

এইচ বি রিতা

এরিক অ্যাডামস

নিউইয়র্ক সিটি প্রশাসনের ‘অপারেশন প্যাডলক টু প্রোটেক্ট’ উদ্যোগের এক বছর পূর্ণ হয়েছে। সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস জানান, এই অভিযানের মাধ্যমে বেআইনি গাঁজার দোকান বন্ধ করে শহরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং বৈধ ব্যবসার অগ্রগতির জন্য নতুন সুযোগের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

সোমবার (মে ১৯) কমিউনিটি অপ :এড-এ অ্যাডানস্ বলেন, আমাদের প্রশাসনের শুরুতে শহরজুড়ে বেআইনি ধোঁয়া ও গাঁজার দোকানগুলো, পরিশ্রমী বৈধ ব্যবসায়ীদের গাঁজার দোকানগুলোর ক্ষতি করছিল। এছাড়া শিশুদের লক্ষ্য করে পণ্য বিক্রি করছিল এবং আমাদের রাস্তায় বিশৃঙ্খলা বাড়িয়ে দিচ্ছিল। এই অবৈধ ব্যবসাগুলি বন্ধ করার ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে আমরা অ্যালব্যানিতে গিয়েছিলাম। ২০২৪ সালের মে মাসে সেই ক্ষমতা অর্জনের পর, বেআইনি ব্যবসাগুলোকে দমন করতে শুরু করি-

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: 718-308-5020, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com